NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ ২০২৯ নির্বাচন: পুরনো বোতলে নতুন মদ

ইলন মাস্কের পথেই ওলা কর্ণধার ৮

কলকাতা ৬ মার্চ ২০২৫ ২১ ফাল্গুন ১৪৩১ বৃহস্পতিবার অষ্টাদশ বর্ষ ২৬৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 6.3.2025, Vol.18, Issue No. 264 8 Pages, Price 3.00

খবর সংক্ষেপ

দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে ফাইনালে নিউজিল্যান্ড

■ ৫০ রানে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে রবিবার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে ভারতের মুখোমুখি নিউজিল্যান্ড। প্রথম ব্যাটে করে নিউজিল্যান্ট নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৬ উইকেটে হারিয়ে ৩৬২ রান তোলে। জবাবে ব্যাট করতে নেনে ৫০ ওভারে ৯ উইকেটে ৩১২ রান তুলতে সক্ষম হয় দক্ষিণ আফ্রিকা।

পরীক্ষার্থীদের মারে আহত ৬ শিক্ষক

■ উচ্চ মাধ্যমিকের দ্বিতীয় পরীক্ষা ইংরাজি। হলে ঢোকার আগে পরীক্ষার্থীদের স্ক্যান করা হচ্ছিল। টুকলি, নকল এড়াতেই স্কুলের তরফ থেকে এই পদক্ষেপ। কিন্তু সেটা করতে গিয়েই স্কুলে বেঁধে গেল ধুন্ধুমারকাণ্ড। বুধবার মালদহের বৈষ্ণবনগর থানার চামাগ্রাম হাইস্কুলে ইংরেজি পরীক্ষার দিন পরীক্ষার্থীদের তল্লাশি চালানোকে ঘিরে সংঘর্ষ। পরীক্ষার্থীদের একাংশের হামলায় গুরুতর আহত হয়েছেন সংশ্লিষ্ট স্কুলের ৬ জন শিক্ষক। পরীক্ষার সময় ওই স্কুলে উত্তেজনা এতটাই চরমে পৌঁছয়, যে ঘটনাস্থলে বৈষ্ণবনগর থানার বিশাল বাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়। এদিকে এদিন মালদায় পরীক্ষার পরিদর্শনে যান পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য । তিনি অবশ্য এই বিষয় এখনই কোনও মন্তব্য করেননি।

ফাঁসির সাজা কমল সুপ্রিম কোর্টে

■ নিজের দুই শিশুসন্তানকে খুন করেছিলেন যুবক। সঙ্গে খুন করেছিলেন শাশুড়ি এবং শ্যালিকাকেও। দোষীকে ফাঁসির সাজা দিয়েছিল আদালত। সেই মামলাতেই এ বার আসামির সাজা কমাল শীর্ষ আদালত। তবে রমেশ অব্যাহতি পেলেন না। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কারাগারেই কাটাতে হবে তাঁকে। গত ১৩ ফেব্রুয়ারি সুপ্রিম কোর্টে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ওই আসামির সাজা কমিয়েছে বিচারপতি সঞ্জয় কারোল এবং বিচারপতি সন্দীপ মেহতার একটি বেঞ্চ। ২০১০ সালে নিজের ১০ ও সাড়ে তিন বছরের দুই শিশুসন্তানকে খুন করেছিলেন রমেশ। সঙ্গে খুন করেছিলেন শ্যালিকা ও শাশুড়িকেও।

পদপিষ্ট: হস্তক্ষেপ করবে না হাইকোর্ট

■ নয়াদিল্লি স্টেশনে গত ১৫ ফেব্রুয়ারির পদপিষ্টের ঘটনায় ট্রেন ধরতে পারেননি অনেকেই। সে জন্য টাকা ফেরত চেয়ে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করার আবেদন জানানো হয়েছিল দিল্লি হাইকোর্টে। বুধবার সেই আবেদন নাকচ করে দিল উচ্চ আদালত। বুধবার উচ্চ আদালতে আবেদনকারীদের আইনজীবী বলেন, পদপিষ্টের ঘটনার পর যাত্রীরা টিকিটের টাকা ফেরত চেয়ে রেল কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করলেও সেই অনুরোধ গ্রহণ করা হয়নি। উত্তরে হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতি ডিকে উপাধ্যায় এবং বিচারপতি তুষার রাও গেদেলার বেঞ্চ জানিয়েছে, এতে হাইকোর্টের হস্তক্ষেপ করা সম্ভব নয়। বরং ভুক্তভোগীদের ব্যক্তিগত ভাবে আইনি সাহায্য নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন বিচারপতি। প্রয়োজনে ক্ষতিপূরণ চেয়ে আলাদা আলাদা করে আবেদন করতে পারেন যাত্রীরা। তবে এ বিষয়ে উচ্চ আদালতের কিছু করণীয় নেই বলে জানিয়েছে দুই বিচারপতির বেঞ্চ।

ঔরঙ্গজেবের স্তুতি, সাসপেন্ড এসপি বিধায়ক

■ মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের স্তুতির অভিযোগে মহারাষ্ট্র বিধানসভা থেকে সাসপেন্ড করা হল সমাজবাদী পার্টির বিধায়ক আবু আজমিকে। সে রাজ্যের বিজেপি-এনসিপি (অজিত)-শিন্ডেসেনা জোট সরকারের মন্ত্রী চন্দ্রকান্ত পাটিল বুধবার আবুর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বিধানসভার স্পিকারের কাছে প্রস্তাব জমা দিয়েছিলেন। সেই প্রস্তাব মেনে আগামী ২৬ মার্চ, বাজেট অধিবেশনের শেষ দিন পর্যন্ত সাসপেন্ড করা হয়েছে আবুকে। মহারাষ্ট্র বিধানসভায় গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়েছে, ঔরঙ্গজেবের প্রশংসার মাধ্যমে আদতে ছত্রপতি শিবাজি এবং শম্ভাজির অবমাননা করতে চেয়েছেন এসপির বিধায়ক তথা রাজ্য সভাপতি আবু।

ছাব্বিশে শুভেন্দুর পাখির চোখ ভবানীপুর

কার্যালয় খুলছেন মুখ্যমন্ত্রীর ওয়ার্ডেই

নিজস্ব প্রতিবেদন: ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে নাকি ভবানীপুরে ঘাঁটি গাড়ছেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী! ভবানীপুর বিধানসভার অন্তর্গত ৭৩ নম্বর ওয়ার্ডে কার্যালয় তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন নন্দীগ্রামের এই বিজেপি বিধায়ক। আগামী ১ মে এই কার্যালয় উদ্বোধন করতে চান তিনি। গতকাল ভবানীপুরের বিজেপি নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে এই নিয়ে তিনি আলোচনা করেন বলে জানা গিয়েছে। আরও জানা গিয়েছে, ১০০ জনের বেশি কর্মী নিয়ে একটি টিম তৈরি করা হচ্ছে। যাঁরা মূলত ওই এলাকার তথ্য সংগ্রহ করবেন। তবে তাঁদের পরিচয় গোপন রাখা হবে।

ঘটনাচক্রে, ৭৩ নম্বর ওয়ার্ডে কেবল মুখ্যমন্ত্রী মমতার বাড়ি নয়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিস এবং বাড়িও ওই ওয়ার্ডেই। মমতার পরিবারের সদস্যেরাও ওই ওয়ার্ডেই থাকেন। মুখ্যমন্ত্রীর ভাই কার্তিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী কাজরী বন্দ্যোপাধ্যায় ওই ওয়ার্ড থেকেই কলকাতা পুরসভার কাউন্সিলর। তাই শুভেন্দু ৭৩ নম্বর ওয়ার্ডে ডেরা বাঁধলে ভবানীপুর বিধানসভা এলাকায় রাজনৈতিক উত্তাপ তৈরি হবে। মুখ্যমন্ত্রীর ওয়ার্ডে শুভেন্দুর কার্যালয় করা নিয়ে দক্ষিণ কলকাতা বিজেপিও উত্তেজিত।

একুশের বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রামে শুভেন্দু অধিকারীর কাছে পরাজয়ের পর ভবানীপুর থেকে উপনির্বাচনে জেতেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০১১ সালে মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর ভবানীপুর থেকে বিধানসভা নির্বাচনে দাঁড়ান মমতা। একুশের নির্বাচনের কয়েকমাস বাদ দিলে ভবানীপুরের বিধায়ক মমতা-ই। ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে সেই বিধানসভা কেন্দ্রেই বাড়তি নজর দিয়েছেন শুভেন্দু।

কিছুদিন আগে শুভেন্দু মন্তব্য করেছিলেন, নন্দীগ্রামের থেকে ভবানীপুরে জেতা সহজ। চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল তুলে ধরে বিজেপির বক্তব্য, ভবানীপুরের ৮টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৫টিতে এগিয়ে বিজেপি। ৬৩, ৭০, ৭১, ৭২ এবং ৭৪ নম্বর ওয়ার্ডে এগিয়ে ছিল বিজেপি। আর তৃণমূল এগিয়ে ছিল ৭৩, ৭৭ এবং ৮২ নম্বর ওয়ার্ডে। মুখ্যমন্ত্রী ৭৩ নম্বরের ওয়ার্ডের ভোটার। লোকসভা ভোটের নিরিখে এই ওয়ার্ডে বিজেপি পিছিয়ে মাত্র ২৭৯ ভোটে পিছিয়ে। মুখ্যমন্ত্রী যে ওয়ার্ডের ভোটার, সেখানেই কার্যালয় খুলতে চান শুভেন্দু।

জানা গিয়েছে, মঙ্গলবারের বৈঠকে শুভেন্দু জানিয়েছেন, ৭৭ নম্বর ওয়ার্ডে নজর না দিলেও চলবে। ওই ওয়ার্ডটি সংখ্যালঘু অধ্যুষিত। বিজেপির একাংশ বলছে, ৭৭ নম্বর ওয়ার্ড বাদ দিয়ে বাকি ওয়ার্ডগুলিতে ঠিকঠাক লড়াই করলে ভবানীপুরে বিজেপির জয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। যদিও লোকসভা ভোটে দেখা গিয়েছে, তৃণমূল তিনটি ওয়ার্ডে এগিয়ে থাকলেও ভবানীপুর থেকে ৮ হাজার ২৭১ ভোটের লিড পেয়েছিলেন তৃণমূল প্রার্থী মালা রায়। শুধু ৭৭ নম্বর ওয়ার্ডেই তৃণমূল বিজেপির চেয়ে ১২ হাজার ৩২৫ ভোট বেশি পেয়েছিল।

ছাব্বিশের নির্বাচনের আগে ভবানীপুরকে তিনি যে বাড়তি গুরুত্ব দিচ্ছেন, গত কিছুদিনে ভবানীপুরে একাধিক কর্মসূচিতে বুঝিয়ে দিয়েছেন শুভেন্দু। ভবানীপুরের থিয়েটার রোড এলাকায় নরেন্দ্র মোদির মন কি বাত শুনেছেন। এবার মুখ্যমন্ত্রীর ওয়ার্ডেই কার্যালয় খোলার কথা জানিয়ে নিজের বার্তা স্পষ্ট করে দিলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা। ভবানীপুরে বিজেপিকে ঠেকাতে এখন তৃণমূল কী পদক্ষেপ করে, সেটাই দেখার।

রাজ্যের বেহাল শিল্পাবস্থাকে আক্রমণ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা থেকে বেঙ্গালুরুতে কোম্পানির হেড কোয়ার্টার নিয়ে যাওয়ায় কোম্পানির ভ্যালুয়েশন ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। সম্প্রতি একজন উদ্যোগপতির এমন মন্তব্যকে কেন্দ্র করে নেটিজেনদের পোস্টকে নিজের এক্স হ্যান্ডলে শেয়ার করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। বিজিবিএস -ইভেন্টে রাজ্যের শিল্প অবস্থার বেহাল দশা তুলে ধরা হয়নি বলে অভিযোগ করে নিজের এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এক্স হ্যান্ডলে তিনি লিখেছেন, 'দুর্ভাগ্যবশত, বেঙ্গালুরুর চকচকে ভাব কলকাতার ক্ষতি!! তিন দশক ধরে কমিউনিস্ট সরকারের অস্থির শাসনব্যবস্থা এবং এরপর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্প-বিরোধী নীতি কলকাতাকে ব্যবসার জন্য সবচেয়ে কম পছন্দের গন্তব্যস্থলে পরিণত করেছে। এই ধরনের ঘটনাবলী সেই সত্য প্রকাশ করে যা রাজ্য সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত বিজিবিএস ইভেন্টগুলিতে ঢেকে রাখা হয় না। অর্ধ শতাব্দী আগে কলকাতা যে ট্রেড সেন্টার মর্যাদা পেয়েছিল তা পুনরুদ্ধার করতে, আমাদের একটি ডাবল ইঞ্জিন সরকারের প্রয়োজন যেখানে সিন্ডিকেট রাজকে বাদ দিয়ে শিল্পায়নের পুনরুজ্জীবনের উপর জোর দেওয়া হবে।'

ইন্দ্রানুজের অভিযোগ নিতে হবে এফআইআর হিসেবে

যাদবপুর-কাণ্ডে নির্দেশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন: যাদবপুর-কাণ্ডে কলকাতা হাইকোর্টের স্পষ্ট নির্দেশ, আহত ছাত্র ইন্দ্রানুজ রায়ের অভিযোগ এফআইআর হিসাবে নিতে হবে। এর পাশাপাশি এই ঘটনায় রাজ্যের কাছে রিপোর্টও চাওয়া হয়েছে আদালতের তরফ থেকে। এদিকে যাদবপুরের অচলাবস্থা থেকে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দফায় দফায় মামলা হয়েছে কলকাতা হাইকোর্টে। অচলাবস্থা কাটিয়ে যাদবপুরকে সচল করার দাবিতে জনস্বার্থ মামলা করেন আইনজীবী অর্ক নাগ। তাঁর দাবি, ছাত্রদের আন্দোলনের জন্য আপাতত বন্ধ হয়ে রয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। আসছেন না উপাচার্য। যদিও এই মামলায় এখনই হস্তক্ষেপ চায়নি আদালত। এদিন এই মামলা উঠেছিল প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে। এই মামলায় প্রধান বিচারপতির স্পষ্ট পর্যবেক্ষণ, 'রাজ্যকে পদক্ষেপ করতে দিন। রাজ্যের নির্দিষ্ট ক্ষমতা আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ক্ষমতা আছে।' তবে এর পাশাপাশি প্রধান বিচারপতি এও জানান, 'আমরা এখানে বসে নেই তাদেরকে জানাতে কার কী ক্ষমতা আছে।' অন্যদিকে ছাত্রদের হয়ে আইনি লড়াই লড়ছেন আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্য। এদিন সেই মামলার শুনানি হয় বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে। সূত্রের খবর, এদিন সওয়াল জবাবের সময় বিকাশ ভট্টাচার্য সওয়াল করতে গিয়ে জানান, '৭ জনের এফআইআর-এ মিথ্যে দাবি করা হয়েছে। ছাত্রদের কোন এফআইআর নেওয়াই হয়নি। কিন্তু, যাঁরা ছাত্রদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে তাদের এফআইআর নেওয়া হয়েছে।' এরপরই কেন এফআইআর নেওয়া হয়নি তা রাজ্যের কাছে জানতে চান বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। সঙ্গে তিনি এও জানান, পরে ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট থেকে তিনি ঘটনা জানাবেন।

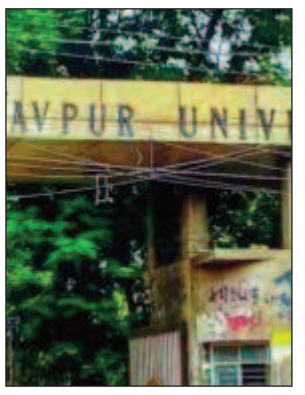

দ্রুত শুনানির আর্জি খারিজ

নিজস্ব প্রতিবেদন: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা নিয়ে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টে। এর পাশাপাশি দ্রুত শুনানির আর্জি জানানোও হয়েছিল। তবে বুধবার এই আর্জি খারিজ করে দিলেন প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম। মামলা দায়ের প্রসঙ্গে তিনি স্পষ্ট জানান, যাদবপুরের বর্তমান পরিস্থিতিতে হস্তক্ষেপ করতে রাজি নন। এদিকে আদালত সূত্রে খবর, মামলাকারী আইনজীবী অর্ক নাগের দাবি ছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি যাতে দূর স্বাভাবিক হয় তার জন্য হাইকোর্ট অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করুক। কিন্তু প্রধান বিচারপতির সাফ বক্তব্য, 'আইনশৃঙ্খলা দেখার দায়িত্ব রাজ্যের। রাজ্য পুলিশই পরিস্থিতি সামলাবে।' এর পাল্টা আইনজীবী জানান, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গেটের মুখে তাদের নিরাপত্তারক্ষী দাঁড় করিয়ে রেখেছে। রাজ্য পুলিশকে ভিতরে ঢুকতে দিচ্ছে না। এর পাশাপাশি ওই আইনজীবী আরও জানান, প্রতিদিন পরিস্থিতি খারাপ হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বুধবার যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে না আসেন তাহলে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়া হবে বলে ছাত্র-ছাত্রীরা হুঁশিয়ারি দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় অকেজো করে দেওয়া হবে বলে দাবি তাঁর। যদিও প্রধান বিচারপতি এই যুক্তি মানতে চাননি। এই প্রসঙ্গে তাঁর প্রশ্ন, 'আপনি কি চাইছেন সেন্ট্রাল ফোর্সকে দায়িত্ব দেব?' সঙ্গে এও বলেন, 'এটা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের দায়িত্ব, তারা কী করবে, না করবে। একটা ঝামেলা হয়েছে। সংবাদপত্রে দেখলাম তা অনেকটাই মিটেছে। পরিস্থিতি অনেকটাই স্বাভাবিক।'

অন্যদিকে, এদিন রাজ্যের তরফে সওয়াল করেন অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত। রাজ্যের পক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'আমরা এফআইআর নিয়েছি। যারা এসেছিল কারও নম্বর, ঠিকানা ইত্যাদি দেয়নি। ভিসি কিছু জানাতে পারেননি।' পাল্টা বিচারপতি এও বলেন, 'যে আক্রান্ত হয়েছে তাঁর বক্তব্যকে কেন এফআইআর হিসাবে নেননি। সব কিছু বাদ দিলেও স্বীকার করতে হবে আপনাদের ইন্টালিজেন্স ব্যর্থ হয়েছে।' বিচারপতি সঙ্গে এও জানতে চান, ইন্টেলিজেন্স মন্ত্রীকে জানিয়েছিলেন কি না যে আন্দোলন চলছে। তাঁর আসা ঠিক হবে না।

অবশেষে যুদ্ধবিরতির বৈঠকে রাজি পুতিন

নিউ ইয়র্ক, ৫ মার্চ: সাবেক সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের আর এক দেশ বেলারুশ বুধবার জানিয়েছে, মস্কো-কিয়েভ সম্মত হলে তারা শান্তি বৈঠকের আয়োজন করতে প্রস্তুত। যুদ্ধবিরতির জন্য ডোনাল্ড ট্রাম্পের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাল রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের দপ্তর। সেই সঙ্গে ক্রেমলিনের তরফে বুধবার জানানো হয়েছে, যুদ্ধে ইতি টানতে আলোচনায় তারা রাজি। মঙ্গলবার আমেরিকার কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশনে ট্রাম্প জানান, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির থেকে তিনি একটি চিঠি পেয়েছেন। ওই চিঠিতে রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ নিয়ে আলোচনার টেবিলে বসার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন জেলেনস্কি।

বঙ্গ বিজেপির দায়িত্বে শাহই, মার্চের শেষে আসতে পারেন রাজ্যে

নিজস্ব প্রতিবেদন: সভাপতি বদল হলেও দায়দায়িত্বের হাতবদল হচ্ছে না। বিজেপির শীর্ষপদে জগৎপ্রকাশ নাড্ডার উত্তরসূরি শীঘ্রই বেছে নেওয়া হবে। যাঁকেই বেছে নেওয়া হোক, পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির 'দেখভাল' আগের মতোই করবেন অমিত শাহ। নয়াদিল্লিতে শাহের বাসভবনে মঙ্গলবার বিকেলে যে বৈঠক হয়েছে, তাতে সে ইঙ্গিত স্পষ্ট।

রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার এবং পশ্চিমবঙ্গের সহ-পর্যবেক্ষক অমিত মালব্যকে নিয়ে ওই বৈঠক করেছেন শাহ। বৈঠক নিয়ে সুকান্ত বা মালব্য, কেউই মুখ খুলছেন না। কিন্তু বিজেপি সূত্রের দাবি, আলোচনা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির সাংগঠনিক পরিস্থিতি নিয়েই। কারণ, সুকান্ত যেমন বিজেপির রাজ্য সভাপতি, তেমনই মালব্য বঙ্গ বিজেপির দায়িত্বপ্রাপ্ত সহ-পর্যবেক্ষক। বিজেপি সূত্রের খবর, অদূর ভবিষ্যতে বঙ্গ বিজেপির চেহারা কেমন হতে চলেছে, তা নিয়েও আলোচনা হয়েছে। আলোচনা হয়েছে শাহের বঙ্গ সফর নিয়েও। জানা যাচ্ছে, চলতি মার্চ মাসের শেষ দিকে শাহ পশ্চিমবঙ্গে আসতে পারেন।

পশ্চিমবঙ্গ দেখভালের দায়িত্ব শাহ বরাবর নিজের হাতেই রেখেছেন। যে কারণে বঙ্গ বিজেপি নেতৃত্ব দিল্লিতে গিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে শাহি দরবারেই নিজেদের অভাব-অভিযোগ জানিয়ে আসতেন। রাজ্য বিজেপির সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে দিল্লির সঙ্গে কোনও আলোচনা থাকলে শুভেন্দু অধিকারী বা সুকান্ত সর্বাগ্রে শাহের কাছেই সময় চাইতেন। একান্তই শাহকে না পাওয়া গেলে নাড্ডার কাছে যেতেন। বিজেপি সূত্রের দাবি, সেই ধারাবাহিকতাই বজায় থাকবে। অন্তত ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন পর্যন্ত শাহই বঙ্গ বিজেপির দেখভাল করবেন।

অক্সফোর্ডের আমন্ত্রণে লন্ডন যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আসা আমন্ত্রণে সারা দিয়ে চলতি মাসেই লন্ডন সফরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী ২১ মার্চ কলকাতা থেকে দুবাই হয়ে তিনি লন্ডনে পৌঁছবেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ দেওয়ার পাশাপাশি ইউরোপের শিল্প মহলের সঙ্গে বৈঠকও করতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী। এমনটাই খবর প্রশাসনিক সূত্রে। সফর সেরে ২৯ তারিখে তিনি কলকাতা ফিরবেন।

প্রসঙ্গত, ২০২৩ সালের 'বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট'-এ সেবার অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাভাইস ভিসি জোনাথন মিশি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অক্সফোর্ডে গিয়ে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলন। মুখ্যমন্ত্রী সেই আমন্ত্রণ গ্রহণও করেন। অক্সফোর্ড ইউনির্ভাসিটি অ্যালুমনি অ্যাসোসিয়েশন সূত্রে খবর, দেশের খুব কম রাজ্যের প্রধানরাই এই বিশেষ সম্মান পেয়েছেন। তবে গত জুন মাসে মুখ্যমন্ত্রীর যাওয়ার কথা থাকলেও নানা কারণে তিনি যেতে পারেননি। ২০১৫ সালে লন্ডন সফরে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সফরসঙ্গী হয়েছিলেন রাজ্যের তৎকালীন কয়েকজন মন্ত্রীও। সেই সময় বাকিংহাম প্যালেসে গিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এর আগে গত ২০২১ সালে একবার মুখ্যমন্ত্রীর রোম সফরে বাগড়া দিয়েছিল কেন্দ্র। সে বছর নেপাল সফরের অনুমতিও দেওয়া হয়নি মুখ্যমন্ত্রীকে। ২০২৩ সালে মমতাকে দুবাই এবং স্পেন সফরের অনুমতি দেওয়া হবে কিনা, তা নিয়েও সংশয় ছিল নবান্নের কর্তাদের। তবে সেবার মিলেছিল বিদেশ মন্ত্রকের সবুজ সংকেত।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০৩/০৩/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১৮০ নং এফিডেভিট বলে Ashoke Sadhukhan ও Ashok Kr. Sadhukhan S/o. Banshidhar Sadhukhan সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৪/০৩/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩১১৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Asraf Ali Mallick ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Ajgar Ali Mallick ও A. Mallick উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৮/০২/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১৬৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Sk Abu Taher ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sekh Abu Sahid ও Lt. A. Sahid উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৪/০২/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০১ নং এফিডেভিট বলে আমি Nirmal Sil ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার কন্যা Nandani Sil ও Nandani D/o. Nirmal Sil উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৬ ই মার্চ, ২১ শে ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার। সপ্তমী তিথি। জন্মে বৃষ রাশি। অষ্টোত্তরী রবি র মহাদশা ও বিংশোত্তোরী চন্দ্র র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ নেই।

মেষ রাশি : শুভ। বাণিজ্যে অর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। লৌহ মেশিনারি বা ইমারতির দ্রব্য ব্যাবসায়ীদের শুভ। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ও শুভ। নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। কোনো সুখবর নিয়ে বান্ধব বা স্বজন পরিবারে আসবে। প্রতিবেশীর দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জল, তরল পদার্থ, কেমিক্যালের এর ব্যবসা যারা করছেন তারা লাভবান হবেন। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সাদা।

বৃষ রাশি : শশুর বাড়ির স্বজন আত্মীয় দ্বারা ছোট ভ্রমণের সুযোগ এবং তাদের দাঁড়ায় সম্মান বৃদ্ধির যোগ। আজ বিপদ মুক্ত। পরিবারে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ বেরোবে। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকবে, তবে ক্ষতির সম্ভবনা নেই। নারীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পুরাতন বান্ধব দ্বারা আর্থিক সুযোগ বৃদ্ধি। প্রবীণ প্রতিবেশি কিছুদিন আগেও যার সাথে বিবাদ ছিল তার দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ। মন্ত্র ওম গণ গণেশায় নমো। শুভ দিক উত্তর। শুভ রং ঘিয়ে।

মিথুন রাশি : পরিবারের কনিষ্ঠ সদস্য হতে সতর্ক থাকুন। আজকের দিনটা ভালো হলেও খুব সতর্ক থাকা ভালো। একসাথে পড়াশুনা করতেন এরকম বান্ধব দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। বাড়িতে তালা দেওয়ার সময় তাড়াহুড়ো করবেন না, আপনার তাড়াহুড়োর কারণে মূল্যবান দ্রব্য কিছু দিন আগে ক্ষতি হয়েছে। ঋণ নি গ্রহণ করতে পারেন। মন্ত্র দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী স্বাহা। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সবুজ।

কর্কট রাশি : আজ ধনপ্রাপ্তি, অর্থপ্রাপ্তি, সম্পদপ্রাপ্তির প্রভৃত সম্ভাবনা। বফন্ধু বান্ধব দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জলের মিস্ত্রি বাড়িতে আসলে আধার কার্ড বা পরিচয় পত্র নিতে ভুলবেন না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিশেষ আলোচনায় পরিবারে নতুন কোনো জিনিস আসতে পারে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। বিদ্যার্থীদের শুভ। প্রবীণ নাগরিকদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে প্রতিউত্তর না দেওয়া ভালো। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

সিংহ রাশি : ইলেকট্রিকাল দ্রব্য এসি, টিভি ফ্রিজ কেনার জন্য মনস্থির করছিলেন আজ শুভ দিন। পরিবারের আট বছরের নিচের কোনো শিশুর দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি গ্রোভবতী মায়েরা একটু সচেতন থাকুন। বিদেশ যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলে একটু ভেবে নিন। বাড়ি-ঘর, জমি সংক্রান্ত সমস্যার নি সমাধানের পথ খুঁজে পাবেন। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ এক বন্ধুর সহযোগিতায় মুক্ত হবে। বিদ্যার্থীদের পক্ষে শুভ। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। মন্ত্র ওম নমঃ গণেশায়। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

কন্যা রাশি : সচেতনতা মূলক শান্তি। স্বামী স্ত্রী র গভীর আলোচনায় কেন তৃতীয় ব্যাক্তিকে টানছেন? লিভার, তলপেট, গলব্লাডার, নিয়ে যে সমস্যা তৈরি হয়েছিল তার থেকে মুক্তি। এক কৃষ্ণবর্ণ বান্ধব দ্বারা শুভ। পরিশ্রমের দ্বারা সফলতা কথাটা ভুলে গেলে আজ ক্ষতি। দূর ভ্রমণে না যাওয়া ভালো। স্পষ্ট কথা বলা ভালো তবে অন্যকে কষ্ট না দিয়ে। মন্ত্র নমঃ শিবায় / কৃষ্ণায়। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক দক্ষিণ।

তুলা রাশি : বিষয় আসায় বিশেষ করে মৃত পিতার সম্প্রতি বা মৃত দাদুর সম্পত্তি থেকে আয় বৃদ্ধির নতুন পথ দেখা যাবে। আজ দাম্পত্য সুখ নিশ্চিত। পরিবারে ধন বৃদ্ধি, ব্যবসা বৃদ্ধি। গুপ্ত শত্রু প্রতিবেশী সেজে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি করবে। মায়েদের প্রসূতি রোগে কষ্ট বৃদ্ধি। স্বজন-পরিজন থেকেও না থাকার মতন। একটি সুখবর আসবে সান্ধ্যকালীন। প্রেমিক যুগল বিবাহের কথা পাকা করতে পারেন। মন্ত্র নমঃ শ্রী বিষ্ণু। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পশ্চিম।

বৃশ্চিক রাশি : মনে এক আর মুখে এক, এই করলে বিপদ। প্রাণের বন্ধু আপনি যাকে ভাবতেন তিনি আপনাকে কেন এড়িয়ে চলছে? এক প্রভাব শালী রাজনৈতিক ব্যাক্তির দ্বারা ক্ষতির আশংকা। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন হঠাৎ বিবাদ-বিতর্ক শুরু হতে পারে। নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পর্ক থেকে দুঃখ প্রাপ্তি। পরিবারে গুরুজনের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। নিজ নাম এ নয় অন্যের সম্পত্তি থেকে লাভ প্রপ্তি। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। মন্ত্র সং শনি দেবায় নমঃ। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

ধনু রাশি : কিছু শুভ। যাকে এতদিন শত্রু মনে করতেন আজ তিনি আপনার বন্ধু রূপে বিশেষ কোনো উপকার করবে। পরিবারের নাবালক আত্মীয় দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। বান্ধব সহযোগে ভ্রমণের দ্বারা অতীব শুভ। বাড়ির পোষ্য কুকুর বা বেড়াল থেকে সমস্যা তৈরী হবে। অর্থ বৃদ্ধি নাহলেও শুভ সংকেত আগামীকাল দেখা যাবে। সন্ধ্যার পর কোনো নিমন্ত্রনে গেলে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্র দুর্গা মন্ত্র। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর

মকর রাশি : এক প্রিয়জনের সহযোগিতায় নৈরাশ্য হতাশা কাটবে আনন্দ প্রাপ্তি। গুরুর মন্ত্র নিলেন কিন্তু পুজোপাঠ জপ-তপ এ আপনার মন নেই, তাহলে দৈব কৃপা কেমন করে পাবেন। গ্রহ স্থিতি অনুসারে বান্ধব দ্বারা বা মোবাইল ফোন দ্বারা কোনো স্বজন সম্পর্কে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি হবে। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং কালো। শুভ দিক পশ্চিম।

কুম্ভ রাশি : স্বজন বান্ধব সহ আনন্দ প্রাপ্তি। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। আপনার মনে সেবা মূলক ভাব ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস, সমাজে কোনো শুভ কিছু করার চিন্তা আজ আপনার রাশির উপ অতীব শুভ যোগ তৈরি করছে। হঠাৎ করে অর্থ প্রাপ্তি। প্রেমিক যুগল ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং নীল। শুভ দিক পশ্চিম।

মীন রাশি : সতর্ক থাকুন। আজ ছোট ঘটনা নিয়ে যদি অধৈর্য হয়ে পড়েন পরিবারে বিবাদ বিতর্ক সৃষ্টি হয় তাহলে সুখ কি করে আসবে? আজ সতর্ক বি থাকার দিন। প্রেমিক যুগল আজ কথা না রক্ষার জন্য ছোট বিবাদ বড় আকার নেবে। কোর্ট কেসে যে মামলাটি আছে আজ সেই বিষয় দুঃখ প্রাপ্তি হবে। গৌড় বর্ণের শত্রু থেকে সতর্ক থাকুন।। মন্ত্র শিব মন্ত্র। শুভ রং হালকা হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

(বিন্ধ্য বাসিনী দেবীর পুজো।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম-পদবী

গত ০৫/০৩/২০২৫ নোটারী পাবলিক, চন্দননগর, হুগলী, কোর্টে ৫৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Chinmoy Paul (old name) S/o. Gour Hari Paul R/o. Bibirhat, Charak Tala, Stadium Gali, Chandannagar, Hooghly-712136, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Chinmoy Kumar Paul Snew nameV নামে পরিচিত হইয়াছি। Chinmoy Paul & Chinmoy Kumar Paul S/o. Gour Hari Paul উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Soumyajit Paul.

নাম-পদবী

গত ০৫/০৩/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ১৮১৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Rapiya Ghosh (old name) W/o. Sankha Subha Ghosh, D/o. Sripati Charan Ghosh, R/o. Flat No. FF/01, Shradhyanjali Apartment, Bara Bazar, Near Triangular Petrol Pump, Chinsurah, Hooghly-712101, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Papiya Ghosh (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Rapiya Ghosh & Papiya Ghosh W/o. Sankha, D/o. Sripati Charan Ghosh, উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Abhraneel Ghosh.

নাম-পদবী

আমরা শ্যামল পান্ডে, অমল পান্ডে ও নির্মল পান্ডে আমাদের জমির রেকর্ডে আমাদের মায়ের নাম হিরন্ময়ী পাড়ে আছে। ২/১/২৫ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে আমাদের মা হিরন্ময়ী পান্ডে স্বামী জগবন্ধু পান্ডে উভয়ে একই ব্যক্তি হইল।

নাম-পদবী

আমি নিধন ঘোষ পিতা শান্ত ঘোষ ভোটার কার্ডে আমার নাম সুবোধ ঘোষ আছে। ৬/২/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে নিধন ঘোষ ও সুবোধ একই ব্যক্তি হলাম বালিয়া ডাঙ্গা চাপড়া নদীয়া- ৭৪১১২৩ আমার আসল নাম নিধন ঘোষ।

নাম - পদবী

আমি Hafiz Deen S/o Kali Mullah ঠিকানা- বাড়ি নং 370, G/F, JJ colony, Raghubri Nagar, Delhi-110027 ঘোষণা করছি গত ২৬/০৭/২০২৪ তারিখে executive magistrate, Patel Nagar এর এফিডেভিট (Certificate no. INDL25196989580928W) বলে Hafiz Deeh এবং Hafiz Deen এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

NAME CHANGE

I **Ritu Goyal** daughter of Suresh Kumar Goyal residing at 16, Radhanath Chowdhury Road,Tangra, Kolkata-700015 have changed my name after marriage and shall henceforth be known as **Ritu Jindal** as declared before the First Class Magistrate South 24 Parganas, Sealdah Court vide affidavit no. 219 dated 27.02.2025. **Ritu Goyal and Ritu Jindal** are same and identical person.

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

In the Court of District Judge,
Paschim Medinipur
Act VIII Case No.-1/2025
Sm. Samapti Dutta (Maiti)
....Petitioner

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে দরখাস্তকারী **শ্রীমত্যা সমাপ্তী দত্ত মাইতি** নাবালিকা **মোনালিসা দত্তর** নামিত ১/৩ অংশ সম্পত্তি বিক্রয় করিবার জন্য অত্র আদালতে মোকর্দ্দমা করিয়াছে।তাহাতে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে আগামী ইং 17-04-25 তারিখের মধ্যে স্বয়ং বা উপযুক্ত ভারপ্রাপ্ত উকিল বাবুর দ্বারা হাজির হইবেন, অন্যথায় আইনানুগ ব্যবস্থা লওয়া হইবে।

(A) Schedule

District-Paschim Medinipur, P.S.-Midnapore, of Mouza-Ballavpur, J.L. No.-183, L.R. Khation No.- 5184, 5185 & 5186 L.R. Plot No - 1116 & 1117.... Bastu along with house ...... 1.97 decimals out of which Minor Monalisa Dutta's 1/3 share i.e. 0.66 decimal along with structure.

(B) Schedule

District-Paschim Medinipur, P.S.-Midnapore, of Mouza-Delua, J.L. No.-156, L.R. Khation No.- 526, 527 & 528 L.R. Plot No.- 90 & 91.... Dhani Chaharam now Bastu..... 0.0414 acre of which **Minor Monalisa Dutta's** 1/3 share i.e. 0.0138 acre.

অনুমত্যানুসারে
Bibhas Mondal (সেরেস্তাদার)
ডিস্ট্রিক্ট জজ আদালত, মেদিনীপুর

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেলগণ তথা জামিরুল ইসলাম এবং সাহিদা বিবি উভয়ের সাং এনায়েতপুর, পোঃ- নালিকুল, থানা- হরিপাল, জেলা- হুগলী এর বাসিন্দা থাকাকালীন হরিপাল ব্লক মধ্যস্থ জে.এল নং ১৪৭ নালিকুল মৌজায় অবস্থিত হাল এল.আর. ৬৮ নং দাগের মধ্যে ১২৫ নং খতিয়ানভুক্ত মৃত জটাধারী পাকিরার নামে থাকা সম্পত্তিটি ওনার ওয়ারিশানগণ তথা আশীষ পাকিরা দীগং এর নিকট হইতে হুগলী সদর-। রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১২৯৩/২০২৩ নং আমমোক্তারনামা দলিলমূলে প্রশান্ত কুমার পাকিরা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইবার পর উক্ত আমমোক্তারনামা দলিলমূলে এবং নিজ অংশটি প্রশান্ত কুমার পাকিরা গত ইং ০৫/০১/২০২৪ তারিখে হরিপাল অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১৯/২০২৪ নং সাফ কোবালা দলিলমূলে সেখ মহাম্মদ হাসান ও সেখ মহঃ হেসাব উদ্দিনকে হস্তান্তর করিবার পর, উক্ত সেখ মহাম্মদ হাসান এবং সেখ মহঃ হেসাব উদ্দিন আমার উপরোক্ত মক্কেলগণকে গত ইং ১৭/০১/২০২৪ তারিখে হরিপাল অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ২৪২/২০২৪ নং সাফ কোবালা দলিলমূলে হস্তান্তর করিয়াছেন। বর্তমানে উক্ত আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত ব্যাপারে কাহারো কোন দাবী দাওয়া বা আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে হরিপাল বি.এল.এ্যান্ড এল.আর.ও অফিসে জানাইতে পারেন। অন্যথায় একতরফা শুনানী হইবে।

ধন্যবাদান্তে,
LAKSHMAN PAL
(Adv.)
Chinsurah Court
Reg No -WB-1593/2015

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেলগণ তথা সেখ মহাম্মদ হাসান এবং সেখ মহঃ হেসাব উদ্দিন উভয়ের পিতা সেখ মহাম্মদ মোর্তজা, সাং খানাখানপুর, পোঃ- বন্দিপুর, থানা-হরিপাল, জেলা- হুগলী এর বাসিন্দা থাকাকালীন হরিপাল ব্লক মধ্যস্থ জে.এল নং ১৪৭ নালিকুল মৌজায় অবস্থিত হাল এল.আর. ৬৮ ও ৬৬ নং দাগের মধ্যে ৯৯৫ নং খতিয়ানভুক্ত মৃত জটাধর পাকিরার নামে থাকা সম্পত্তিটি ওনার ওয়ারিশানগণ তথা আশীষ পাকিরা দীগং এর নিকট হইতে হুগলী সদর-I রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১০৫১৫/২০২৩ নং আমমোক্তারনামা দলিলমূলে প্রশান্ত কুমার পাকিরা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইবার পর উক্ত আমমোক্তারনামা দলিলমূলে এবং নিজ অংশটি প্রশান্ত কুমার পাকিরা গত ইং ০৫/০১/২০২৪ তারিখে হরিপাল রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৯৮/২০২৪ নং সাফ কোবালা দলিলমূলে আমার উপরোক্ত মক্কেলগণকে হস্তান্তর করিয়াছেন। বর্তমানে উক্ত আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত ব্যাপারে কাহারো কোন দাবী দাওয়া বা আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে হরিপাল বি.এল.এ্যান্ড এল.আর.ও অফিসে জানাইতে পারেন। অন্যথায় একতরফা শুনানী হইবে।

ধন্যবাদান্তে,
LAKSHMAN PAL
(Adv.)
Chinsurah Court
Reg No -WB-1593/2015

বিজ্ঞপ্তি

[illegible]

ABHISHEK CHAUDHURI, Advocate
Judge Court, Bankura Enrol. No. F/421/652/2017

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

জেলাঃ হুগলী মাননীয় চন্দননগরের ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
এ্যাক্ট ৩৯, সাকসেশন কেস নং - ৪৫/২০২৪

শ্রীমতি তরু মন্ডল, পিতা - সতীশ মন্ডল, স্বামী - মৃত তপন কুমার মন্ডল, সাকিম - বিবিরহাট, সরকার বাগান, পোঃ ও থানা – চন্দননগর, জেলা – হুগলী, পিন - ৭১২১৩৬ (পঃবঃ)
....দরখাস্তকারিণী

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, উপরোক্ত দরখাস্তকারিণী অত্র আদালতে তাহার স্বামী-তপন কুমার মন্ডল, পিতা-মৃত ভৈরব মন্ডল, বিগত ইংরাজীর ২৪/১২/২০২২ সালের তারিখে পরলোক গমন করায়, তাহার ত্যাক্ত নিম্ন তপশীলে বিশেষভাবে বর্ণিত সম্পত্তি/অর্থ পাওয়ার নিমিত্তে, অত্র আদালতে, উপরোক্ত সাকসেশন মোকর্দ্দমা আনয়ন করিয়া, সাকসেশন সার্টিফিকেট পাইবার জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন।

এই বিষয়ে কাহারো কোনও আপত্তি থাকলে তিনি স্বয়ং অথবা তাহার উপদেশপ্রাপ্ত আইনজীবি মারফত আপত্তি দাখিল করিবেন, উক্ত আপত্তি অত্র নোটিশ / বিজ্ঞপ্তি জারীর পরবর্তী তারিখে ০২/০৫/২০২৫ সকাল ১০.৩০ টার সময় মাননীয় আদালতে হাজির হইয়া, আপত্তি দাখিল করিবেন, নতুবা আইন মোতাবেক কার্য্য করা হইবে।

তপশীল

জেলা হুগলীর চন্দননগর সাব পোস্ট মাস্টার (এস.ও) অফিসে মৃত **তপন কুমার মন্ডলের** ত্যাক্ত সেভিংস একাউন্ট নং - ৭১৫১৪৮৯৭০৪, উক্ত একাউন্টে জমাকৃত অর্থরাশি ২,৮৩,৮৪৯.৬৫/-

দরখাস্তকারিনীর পক্ষে
অর্ণব রায় (এ্যাডভোকেট)
সৌমেন ঘোষাল (সেরেস্তাদার)
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট চন্দননগর কোর্ট

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানাইতেছি যে, হরিপাল ব্লক মধ্যস্থ ১৭নং জে.এল.ভুক্ত ইছাপুর মৌজায় অবস্থিত হাল এল.আর. ৩৩৪ ও ৩৩৬নং দাগে ১৲ আনা সম্পত্তি রেকর্ডের ওনার জয়ন্তী শীল দীগরের নিকট হইতে সুকান্ত শীল হরিপাল রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৪১৩৪/২০২২ নং পাওয়ার নামা দলিল মূলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইবার পর, সুকান্ত শীল উক্ত পাওয়ারনামা দলিল মূলে এবং নিজ অংশ গত ইংরাজী ১২/০৫/২০২৩ তারিখে হরিপাল রেজিষ্ট্রীকৃত ১৯৮২/২০২৩ এবং ১৯৭৯/২০২৩ নং সাফ্ কোবালা দলিল মূলে আমার মক্কেলগন তথা রাজকুমার মালিক এবং তপন কুমার মালিক সহ তৃষানজিৎ মালিকদের হস্তান্তর করিয়াছেন। বর্তমানে উক্ত পাওয়ারনামা দলিল সংক্রান্ত ব্যাপারে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে হরিপাল বি.এল.আর.ও. অফিসে জানাইতে পারেন, অন্যথা একতরফা শুনানী হইবে।

এ্যাডভোকেট
LAKSHMAN PAL
(Adv.)
Chinsurah Court
Reg No -WB-1593/2015

আমমোক্তারনামা

সুশান্ত কুমার, পিতা- ৺ব্যোমকেশ কুমার, সাং-ছুটীপুর, পোঃ-নান্দা, থানা-সিঙ্গুর, জেলা-হুগলী বিগত ইং ১০/০৭/২০২৩ তারিখে সিঙ্গুর এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ৩৪১৫ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে শ্রীমতী সুজাতা কুমার, স্বামী সুশান্ত কুমার, সাং-ছুটীপুর, পোঃ-নান্দা, থানা-সিঙ্গুর, জেলা-হুগলী-কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। যার তপশীল-জেলা হুগলী, থানা-সিঙ্গুর, মৌজা-ছুটীপুর, ৩৩ নং জে.এল. ভুক্ত এল.আর. ৪৪৩ নং খতিয়ান ভুক্ত (১) আর.এস. ও এল.আর. ১৯২ নং দাগে ষোলো আনায় ২২ শতকের মধ্যে ১১ শতক, (২) আর.এস. ও এল.আর. ১৯৪ নং দাগে ষোলো আনায় ৪৯ শতকের মধ্যে ২৪.৫০ শতক, (৩) আর.এস. ও এল.আর. ১৯৬ নং দাগে ষোলো আনায় ১০ শতকের মধ্যে ০৫ শতক, (৪) এল.আর. ১৮৩ নং খতিয়ান ভুক্ত আর.এস. ও এল.আর. ১৯৩ নং দাগে ষোলো আনায় ২২ শতকের মধ্যে আমার নিজাংশে পৈত্রিক ওয়ারিশান সূত্রে ও ৩২৬ নং দানপত্র দলিল মূলে প্রাপ্ত মোট ১১ শতক, মোট ৫১.৫০ শতক সম্পত্তি এত্র দলিলের আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে।

এতদ্বারা সবাইকে অবগত করা হইতেছে যে কাহারো যদি কোন আইনানুগ আপত্তি ও অধিকার থাকে তাহার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে ১ মাসের মধ্যে সুজাতা কুমার, স্বামী-সুশান্ত কুমার, সাং-ছুটীপুর-কে জানাইতে হবে।

আমমোক্তার নামা

১) বিকাশ চন্দ্র সাহা, ২) সঞ্জয় কুমার সাহা, উভয়ের পিতার নাম- স্বর্গীয় অজিত কুমার সাহা, ঠিকানা- সাহাপুর, পোস্ট ও থানা-তারকেশ্বর ব্যক্তিগণ ইংরেজি ১২.০২.২০২৪ তারিখে ডিএসআর(১) হুগলি অফিসে রেজিস্ট্রি ১৪৬০ নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে এরা সবাই সৈনিক আদক-কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। ইহাদের নাম বরাবর রেকর্ড অনুযায়ী ১৮৪ দাগে ভুক্ত রইয়াছেন। এই বিষয়ে কাহারও কোনরূপ আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হইবার এক(১) মাসের মধ্যে উক্ত অফিসে আপত্তি জানাইতে পারবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

তপশীল

জেলা-হুগলী, থানা ও অ্যাডিসনাল জেলা সাব রেজিস্ট্রি-তারকেশ্বর সামিল মৌজা-সাহাপুর, জে.এল. নং.-২২, হাল দাগ ১৮৪ অন্তর্গত শুনা জমি ১ আনায় ১.২২ শতক সম্পত্তি।

হিমাদ্রি চক্রবর্তী
(এ্যাডভোকেট)
চুঁচুড়া আদালত, হুগলী

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩০০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

A2Advantage Ad Agency, শেফালী আচার্য্য, বেলেডাঙ্গাল, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম, মোঃ ৭৯০৮১৬৩৬৩৫

মা তারা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী, অক্ষয় ধীবর, শঙ্করী অ্যাপার্টমেন্ট, ফটকদুয়ার রোড, রামপুরহাট, বীরভূম- ৭৩১২২৪, (বর্ণপরিচয় স্কুলের কাছে), ৯৪৩৪২৫২৫০৪, maatara.adagency@gmail.com

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

হাওড়া

ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওয়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওখা-৭১১১০১, ফোন- ৯৩৩০৬৬৯৫১৮

নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে দেখা করলেন রাজ্য সভাপতি ও কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ড. সুকান্ত মজুমদার এবং বিজেপির পশ্চিমবঙ্গের সহ পর্যবেক্ষক অমিত মালব্য।

কন্যাশ্রী প্রকল্পের সুবিধা দ্রুত ও নির্ভুল করতে এআই-এর ব্যবহার

নিজস্ব প্রতিবেদন: আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রাক্কালে কন্যাশ্রী প্রকল্পের সুবিধা দ্রুত ও নির্ভুলভাবে ছাত্রীদের কাছে পৌঁছে দিতে রাজ্য সরকার আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ওই প্রকল্পে নতুন নাম অন্তর্ভুক্তি ও তথ্য যাচাইয়ের কাজে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করা হয়েছে বলে নারী শিশু ও সমাজ কল্যাণ দপ্তর জানিয়েছে। জানা গেছে, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বা আইএফএসসি কোডে ত্রুটি, দুই ছাত্রীর এক নম্বর ব্যবহার ইত্যাদি কারণে কন্যাশ্রীর আবেদন নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হয়। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার করে দ্রুত এবং নির্ভুলভাবে এই পরিষেবা প্রত্যেক ছাত্রীর কাছে পৌঁছে দেওয়া যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। এতে সরকারি দপ্তরের কাজের সুবিধা হওয়ার পাশাপাশি কাজের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতাও আসবে। মূলত, সরকারি সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে সময়, তথ্যগত ভুল দ্রুত সমাধানে রাজ্য প্রশাসন এআই-ভিত্তিক প্রযুক্তি আনছে, যা আবেদনকারীদের তথ্য যাচাই করে দ্রুত ভুল চিহ্নিত করতে পারবে। সাধারণ সফটওয়্যারের তুলনায় এআই আরও দ্রুত ও নির্ভুলভাবে কাজ করবে বলে মত বিশেষজ্ঞ মহলের।

প্রসঙ্গত, কন্যাশ্রী প্রকল্পের অধীনে ১৩-১৮ বছরের অবিবাহিত স্কুলপড়ুয়া মেয়েরা প্রতি বছর ১ হাজার টাকা এবং ১৮ বছর পর্যন্ত অবিবাহিত থেকে পড়াশোনা চালিয়ে গেলে এককালীন ২৫ হাজার টাকা দেওয়া হয়। গত ১১ বছরে প্রায় ৯০ লক্ষ ছাত্রী এই প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছেন। চলতি অর্থবছরেই ১৫.৭৫ লক্ষ ছাত্রী বার্ষিক বৃত্তির জন্য নথিভুক্ত হয়েছেন, আর ২.০১ লক্ষ ছাত্রী পেয়েছেন এককালীন অনুদান। এখনও পর্যন্ত মোট ৫৯৩.৫১ কোটি টাকা বণ্টন হয়েছে। নতুন এআই ব্যবস্থার ফলে কন্যাশ্রী প্রকল্পের সুবিধা আরও স্বচ্ছ ও দ্রুততার সঙ্গে পৌঁছে যাবে লক্ষাধিক ছাত্রীর কাছে একথা সরকারি আধিকারিকরা বললেও বাস্তবে তা কতটা ফলপ্রসূ হয় সেটাই এখন দেখার।

কলকাতায় বিজ্ঞানের অগ্রগতি নিয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলন সিটিএমএসই

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা সম্প্রতি ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (আইইএম) কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ৩ দিন ব্যাপী পঞ্চম আন্তর্জাতিক সম্মেলন কারেন্ট ট্রেন্ডস ইন ম্যাটেরিয়ালস সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিটিএমএসই ২০২৫)। এই সম্মেলনে বিশ্বখ্যাত গবেষক, বিজ্ঞানী ও শিল্প বিশেষজ্ঞরা একত্রিত হয়ে উপাদান বিজ্ঞানের আধুনিকতম গবেষণা ও উদ্ভাবন নিয়ে আলোচনা করেন ও নিজেদের মূল্যবান মতামত জানান। আন্তর্জাতিক এই সম্মেলনে ড. বেঞ্জামিন জাংফ্লেশ (ইউনিভার্সিটি অফ ডেলাওয়্যার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) এবং ড. ভেঙ্কট কামালাকার (আপসালা ইউনিভার্সিটি, সুইডেন) এর মতো বিজ্ঞানীদের পাশাপাশি প্রফেসর অঞ্জন বর্মন, প্রফেসর মুকুল কবির, ড. চন্দ্রিমা ব্যানার্জি-সহ বিশিষ্ট গবেষকরা তাঁদের গবেষণা উপস্থাপন করেন। আইআইটি খড়্গপুরের প্রফেসর সমিত কুমার রায় এবং প্রফেসর অঞ্জন বর্মন-সহ বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীকে সম্মানিত করা হয়।

ব্যারাকপুরে হান্নান গাজীর মৃত্যুর ঘটনায় পুলিশের হাতে ধৃত এক যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: গ্যারেজ বন্ধ করে বাড়ি ফেরার পথে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ শুক্রবার রাতে টিটাগড় থানার ব্যারাকপুর পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের কালিয়ানিবাস শিশু তীর্থ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছিল কুখ্যাত অপরাধী হান্নান গাজীর। যদিও মৃতের পরিবারের অভিযোগ, পরিকল্পনা মাফিক হান্নানকে গাড়ি দিয়ে ধাক্কা মারা হয়েছে। ঘটনার পর পলতার বাজার এলাকার একাধিক সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে বেশ কয়েকজনকে চিহ্নিত করেছিল মৃতের পরিবার। যদিও ঘটনার পর থেকেই ওদেরকে এলাকায় দেখাই যাচ্ছিল না। সিসিটিভি ফুটেজে থাকা আবু কালাম নামে এক যুবককে মঙ্গলবার রাতে পাকড়াও করে রাখে মৃতের পরিবারের সদস্যরা এবং এলাকার লোকজন। খবর পেয়ে নোয়াপাড়া থানার পুলিশ ও টিটাগড় থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। সেখান থেকে পুলিশ আবু কালাম নামে ওই যুবককে পাকড়াও করে নিয়ে যায়। ধৃত যুবক জানিয়েছে, দুর্ঘটনার সময় তিনি ওই গাড়িতে ছিলেন এবং গাড়িতে বসে তিনি মোবাইলে গেম খেলছিলেন। আর গাড়ি চালাচ্ছিল রাহুল নামে এক যুবক। এর বেশি সে কিছুই জানে না।

দক্ষিণ-পূর্ব রেলের হোলি স্পেশ্যাল ট্রেন, যাত্রী সুবিধার দিকে নজর

নিজস্ব প্রতিবেদন: দক্ষিণ-পূর্ব রেল হোলি উপলক্ষে অতিরিক্ত যাত্রীদের সুবিধার্থে বিশেষ ট্রেন পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। চারলাপল্লি-শালিমার-চারলাপল্লি এবং চারলাপল্লি- সাঁতরাগাছি- চারলাপল্লি রুটে বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

০৭৭০৩ / ০৭৭০৪ চারলাপল্লি-শালিমার-চারলাপল্লি স্পেশ্যাল

০৭৭০৩ চারলাপল্লি-শালিমার হোলি স্পেশ্যাল

চারলাপল্লি থেকে প্রস্থান ৯ মার্চ ও ১৬ মার্চ , রাত ৭ টা ৪৫ মিনিটে। শালিমারে পৌঁছনোর সময় যাত্রা শুরুর তৃতীয় দিনে দুপুর ২ টোয়।

০৭৭০৪ শালিমার-চারলাপল্লি হোলি স্পেশ্যাল

শালিমার থেকে প্রস্থান ১১ মার্চ ও ১৮ মার্চ ভোর ৫ টায়।

চারলাপল্লিতে পৌঁছনোর সময় পরের দিন সকাল ০৮ টা ১০ মিনিটে।

এই বিশেষ ট্রেনটি জলেশ্বর, খড়গপুর ও সাঁতরাগাছি স্টেশনে থামবে।

০৭৭০৫ / ০৭৭০৬ চারলাপল্লি-সাঁতরাগাছি-চারলাপল্লি স্পেশ্যাল

০৭৭০৫ চারলাপল্লি- সাঁতরাগাছি হোলি স্পেশ্যাল

চারলাপল্লি থেকে প্রস্থান ৭ মার্চ ও ২১ মার্চ, সকাল ৭ টা ১৫ মিনিটে।

সাঁতরাগাছিতে পৌঁছনোর সময় পরের দিন সকাল ১০ টা ৩০ মিনিটে।

০৭৭০৬ সাঁতরাগাছি- চারলাপল্লি হোলি স্পেশ্যাল

সাঁতরাগাছি থেকে প্রস্থান ৮ মার্চ ও ২২ মার্চ দুপুর ১২ টা ৩৫ মিনিটে।

চারলাপল্লিতে পৌঁছনোর সময় পরের দিন বিকেল ৪ টা ৪০ মিনিটে।

এই বিশেষ ট্রেনটি জলেশ্বর ও খ ড়গপুর স্টেশনে থামবে।

এছাড়াও হোলি উপলক্ষে অতিরিক্ত যাত্রীদের সুবিধার্থে সাঁতরাগাছি-দ্বারভাঙ্গা-সাঁতরাগাছি রুটে বিশেষ ট্রেন পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

০২৮২৭ /০২৮২৮ সাঁতরাগাছি-দ্বারভাঙ্গা-সাঁতরাগাছি হোলি স্পেশ্যাল

০২৮২৭ সাঁতরাগাছি-দ্বারভাঙ্গা হোলি স্পেশ্যাল

সাঁতরাগাছি থেকে প্রস্থান ১২ মার্চ, সকাল ৭ টা ৩০ মিনিটে।

দ্বারভাঙ্গায় পৌঁছনোর সময় ওই দিন সন্ধ্যা ৭ টা ০৫ মিনিটে।

০২৮২৮ দ্বারভাঙ্গা-সাঁতরাগাছি হোলি স্পেশ্যাল

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ৬ মার্চ ২০২৫, ২১ ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার

কোতোয়ালি থানার ওসির বিরুদ্ধে ভয়াবহ অভিযোগ

নিন্দায় সরব সিপিএম রাজ্য সম্পাদক সেলিম থেকে মানবাধিকার সংগঠন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: যাদবপুরকাণ্ডের প্রতিবাদে সোমবার ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল বামপন্থী সংগঠনগুলো। এদিকে সেদিনই মেদিনীপুরের কোতোয়ালি থানার লকআপে ঘটে যায় নৃশংস ঘটনা। প্রতিবাদে সামিল হওয়ায় এআইডিএসও-র মহিলা সদস্যের ওপর অকথ্য অত্যাচারের অভিযোগ উঠে এল। এআইডিএসও-র মহিলা সদস্য জানান, তাঁকে মোমের ছ্যাঁকা দেওয়ার সঙ্গে চরম হেনস্তা করা হয়। চটুল বলিউডি গান চালিয়ে নাচতে বলে পুলিশ। আর এতে সরব মানবাধিকার সংগঠন থেকে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছেন পুলিশ সুপার।

এআইডিএসও-র মহিলা সদস্যেদের অভিযোগ পায়ে জ্বলন্ত মোমবাতির ছ্যাঁকার সঙ্গে বেল্ট দিয়ে পেটানো, সঙ্গে মুখে বুটের আঘাত, চুল ধরে শূন্যে উঁচু করে পায়ের তলায় আঘাত করা হয়। এছাড়াও মারধরের সময় চালিয়ে দেওয়া হয় চটুল বলিউডি গান, ড্রাগ কেসে ফাঁসিয়ে দেওয়ার হুমকি। প্রত্যেকটি অভিযোগ কোতোয়ালি থানার মহিলা ওসির বিরুদ্ধে। অভিযোগে যা

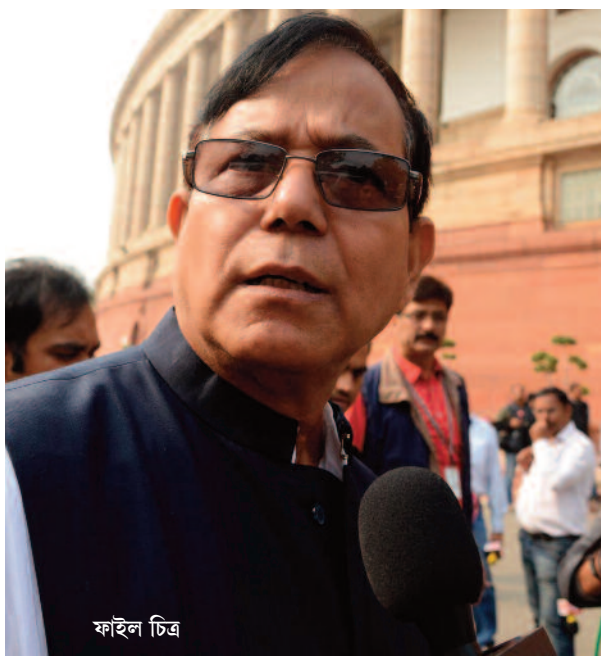

ফাইল চিত্র

সামনে এসেছে তা যেন সিনেমায় দেখানো অত্যাচারের দৃশ্য!

নিগৃহীতা জানান, গত ৩ মার্চ আমাদের যে কর্মসূচি ছিল, তা মূলত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে। আমরা শান্তিপূর্ণভাবেই বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে করা হচ্ছিল। কোনও রাস্তা অবরোধ, কিংবা এমন কোনও কাজ করা হয়নি, যাতে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের হেনস্তার মুখে পড়তে হয়। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে পৌঁছানো মাত্রই বিশাল বাহিনী আন্দোলনকারীদের তুলে থানায় নিয়ে যায়। সেখানে ছাত্রকর্মীদের নামিয়ে চার জন ছাত্রীকে পাটনাবাজারে মহিলা থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশ ভ্যান থেকে নামিয়ে সিসিটিভি আওতার বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চুলের মুঠি ধরে টেনে হিঁচড়ে লাথি মেরে ফেলে দেওয়া হয়। ওই অবস্থাতেই ওসি-সহ পাঁচ জন পুলিশ কর্মী মিলে চড়াও হয়। এরপর বাকি তিন জনকে নিয়ে যাওয়া হয় অন্য রুমে। তারপর একা তাঁর ওপর চলে অত্যাচার। সঙ্গে হুমকির সুরে বলা হয়, থানার অনেক জায়গা আছে, যেখানে পুঁতে দিলে তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এরপরের অভিযোগ আরও ভয়ানক। নিগৃতীতা বলেন, এইভাবে মারার পর নাকি স্নান করে ফ্রেশ হয়ে যেতে বলেন ওসি। যাতে শরীরে কোনও ক্ষতচিহ্ন না থাকে। স্নান করতে না চাওয়ায় অভিভাবকদের আসার আগে জোর করিয়ে স্নান করানো হয়। নিগৃহীত আরও এক এআইডিএসও কর্মী বর্ণালী নায়ক বলেন, 'চেয়ারে বসে মুখে বুট দিয়ে লাথি মারা হয়েছে। রক্ত যখন বেরোচ্ছিল, তখন জোর করে জল খাইয়ে দেওয়া হয়।' অপর এক অভিযোগকারী এআইডিএসও-র জেলা সম্পাদিকা রানুশ্রী বেজ জানান, 'গাড়ি থেকে চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে ভিতরে নিয়ে গিয়ে চারদিক থেকে ঘিরে লাথি মারে।' এই অভিযোগ সামনে আসতেই মানবাধিকার কর্মী রঞ্জিত শূর বলেন, 'এটাই পুলিশের আসল রূপ। ভয়ঙ্করভাবে শাসকের দলদাস হিসাবে কাজ করছে। এই ঘটনা মেদিনীপুর নয়, গোটা রাজ্যেই হচ্ছে।'

এ প্রসঙ্গে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন, 'এরকম অসামাজিক জীবকে পুলিশের উর্দি পরিয়ে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেভাবে অন্যায় আচরণ হয়েছে, বেআইনি। মেদিনীপুরে যা হয়েছে নৃশংস। ক্ষ্যাপা কুকুরের মতো তৃণমূল কংগ্রেস পুলিশকে লেলিয়ে দিয়েছে।' এই ঘটনায় পুলিশ সুপার ধৃতিমান সরকার বলেন, 'এরকম ঘটনার কোনও অবকাশই নেই। সেখানে যথেষ্ট পরিমাণ সিনিয়র অফিসাররা উপস্থিত ছিলেন। মহিলা থানাতেই রাখা ছিল। আমি বলব, একটা নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের জেলার নেতৃত্ব এটাকে ইস্যু করার চেষ্টা করছে।'

পড়ুয়াদের অনশন তোলার আবেদন জানাতে চান ইন্দ্রানুজের বাবা

নিজস্ব প্রতিবেদন, যাদবপুর: শনিবার বিকেলে ওয়েবকুপার বার্ষিক সাধারণ সভার মধ্যেই ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে বিক্ষোভ দেখায় এসএফআই। অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর। উত্তেজনা চলাকালীন মন্ত্রীর গাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখাতে গিয়ে জখম হন ইন্দ্রানুজ রায়। চিকিৎসাধীন কেপিসি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। এই ঘটনার প্রতিবাদে অনশনে বাম ছাত্ররা। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর পদত্যাগের দাবি জানিয়ে হচ্ছে আন্দোলন। যা শুনে রীতিমতো মর্মাহত ইন্দ্রানুজের বাবা অমিত রায়। তিনি পড়ুয়াদের অনশন তোলার আবেদন করবেন বলে জানান বুধবার।

এদিকে কেপিসি হাসপাতাল সূত্রে খবর, ইন্দ্রানুজ-অভিনবরা বর্তমানে স্থিতিশীল কিন্তু তাঁদের চোট রয়েছে। মেডিক্যাল রিপোর্টস তাই বলছে। ইন্দ্রানুজের এক্সরে'তে রয়েছে চোটের প্রমাণ। কিন্তু শাসক দল তৃণমূলের একাংশ এ ব্যাপারে প্রশ্ন তুলতে ছাড়েনি। তৃণমূলের আইটি সেলের প্রধান দেবাংশু ভট্টাচার্যকে এমনও বলতে শোনা যায়, চোখের ওপর থেকে টায়ার চলে গেলে, মাথা থেঁতো হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু, শুধু চোখে চোট লেগেছে। এনিয়ে প্রতিক্রিয়া দেন ইন্দ্রানুজের বাবা অমিত রায়। সঙ্গে এও জানান, এক্স-রে রিপোর্ট মঙ্গলবার পাওয়া গিয়েছে, বিকেল নাগাদ। তবে, কোনও রাজনৈতিক তরজায় যেতে চান না বলে এদিন সাফ জানিয়ে দেন অমিত রায়। তাই তাঁরা যে বিভিন্ন রকম মন্তব্য এড়িয়ে যাচ্ছেন, উপেক্ষা করার চেষ্টা করছেন সেটা বলেন। তাঁর কথায়, 'যা ঘটছে তা তো দেখতেই পাচ্ছেন। আমাকে আর আলাদা করে বলতে হবে না।'

এদিকে ইন্দ্রানুজের বিরুদ্ধে তিনটি জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। তার মধ্যে একটিতে অভিযোগ করা হয়েছে, এই ছাত্র-সহ আরও একাধিক পড়ুয়া ব্রাত্য বসুকে মারধর, মন্ত্রীর পথ আটকানো, ঘড়ি ছিনিয়ে নেওয়া হয়। প্রতিবাদ করলে মহিলা শিক্ষকদের শ্লীলতাহানি করেছেন। এখানেই শেষ নয়, স্টাফ কোয়ার্টার ভাঙচুর ও আগুন জ্বালানোর অভিযোগ রয়েছে ইন্দ্রানুজের বিরুদ্ধে। এছাড়াও তিন হাজার টাকা, ঘড়ি ও সোনার চেন ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। এই সবটা নস্যাৎ করে দেন অমিত রায়। স্পষ্ট জানান, 'ইন্দ্রানুজ ও তাঁর বন্ধুদের ওপর যা অভিযোগ সব মিথ্যে। ছাত্র-ছাত্রীদের মিথ্যা অভিযোগে ফাঁসাতে হবে, এমন নিচু মানের রাজনীতির আমি নিন্দা করছি। এটা শিক্ষাঙ্গণে একদমই চাইছি না।'

এতকিছুর মধ্যেও ইন্দ্রানুজের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিতে মঙ্গলবার সকালে অমিত রায়কে ফোন করেছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। তাঁর কাছে গোটা ঘটনা ও মামলার বিষয়টি জানান তিনি। 'মিথ্যে অভিযোগ' প্রসঙ্গে হস্তক্ষেপ করার আবেদনও জানান। তবে, শিক্ষামন্ত্রীর অ্যাপ্রোচ যে সম্মানের ও ইতিবাচক, সে বিষয়টি উল্লেখ করতে ভোলেননি তিনি। তবে, ইন্দ্রানুজের বাবার দাবি, এই বিষয়টিও কোথাও কোথাও বিকৃত করা হচ্ছে। 'শিক্ষামন্ত্রী সত্যিই অনুতপ্ত।'

এরপর অনশন প্রসঙ্গে তিনি দুঃখ প্রকাশ করে জানান, 'আমি তো অনশনের খবরটা জানতাম না, আপনাদের থেকে জানলাম। তাহলে আমি যাব। পড়ুয়াদের এমন ঘটনায় আমি ইমোশনাল হয়ে যাচ্ছি। ওরা না খেয়ে বসে আছে, আর আমরা চুপচাপ যে যার মতো থাকব, এটা কোনও সুস্থ সমাজের লক্ষণ নয়। আমার নৈতিক জায়গা থেকে মনে হয়েছে, আমি যাব। অনশন তোলার অনুরোধ জানাব।' শেষে উপাচার্জ প্রসঙ্গে বলেন, 'আমি দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। উনি দ্রুত ক্যাম্পাসে আসুন। ক্যাম্পাসের সমস্যাগুলো দেখুন।'

জমি হাঙরদের থাবা নৈহাটির গরিফা সেন পাড়ায়, উধাও আস্ত একটা পুকুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: এবার আস্ত একটা পুকুর চুরি। কাউন্সিলরের বাড়ির নাকের ডগায় থাকা পুকুরটি রাতারাতি ভ্যানিশ হয়ে গেছে। নৈহাটি পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের গরিফা সেন পাড়ায় কেশব পাঠাগার সন্নিহিত এলাকায় রাতারাতি উধাও ছয় কাঠা পাঁচ ছটাক আয়তনের একটি পুকুর। যদিও পুকুর ভরাট রুখতে এলাকার লোকজন স্থানীয় থানা থেকে শুরু করে পুলিশ কমিশনার, নৈহাটি পুরসভা এবং ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরে স্মারকলিপি জমা দিয়েছিলেন। এরপর ভরাট বন্ধ ছিল। পরবর্তীতে রাতের অন্ধকারে শাসকদলের মদতে অজয় ভদ্র নামে এক প্রমোটার ওই পুকুরটি ভরাট করে ফেলেছেন বলে অভিযোগ। প্রসঙ্গত, জল সঞ্চয়ের জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা মুখ্যমন্ত্রী 'জল ধরো, জল ভরো' প্রকল্প চালু করেছেন। তাছাড়া পুকুর কিংবা জলাশয় ভরাট ঠেকাতে বারংবার কড়া হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবুও মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ অমান্য করেই জমি হাঙরেরা জলাভূমি ভরাট করে চলেছে। অথচ নির্বিকার প্রশাসন।

জমির নথি বলছে, নৈহাটির ২ নম্বর গরিফা মৌজার অধীনস্থ যেই পুকুরটি রাতারাতি ভরাট হয়ে গিয়েছে, সেটি ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের রেকর্ডে পুকুর হিসেবে উল্লেখ রয়েছে। স্থানীয়রা দাবি করেছেন, ওখানে আগে পুকুর ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে ওই পুকুরটি ভরাট করে ফেলেছেন অজয় ভদ্র নামে এক প্রমোটার। যদিও গরিফার সেন পাড়ায় ভরাট হয়ে যাওয়া পুকুর নিয়ে নৈহাটির পুরপ্রধান অশোক চট্টোপাধ্যায়ের সাফাই, অজয় ভদ্র নামে একজন ওই ডোবাটা কিনেছিল। ধীরে ধীরে ওই ডোবাটা ভরাট করা হচ্ছিল। অভিযোগ পাওয়ার পর তিনি পুকুর ভরাট বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তাঁর দাবি, নতুন করে ওখানে আর পুকুর ভরাট হয়নি। তবে কাউন্সিলরের বাড়ির নাকের ডগায় মাটি ও আবর্জনা দিয়ে লোকালয়ের মধ্যে থাকা পুকুরটি অবাধে বুজিয়ে ফেলা হল। অথচ প্রশাসন কিংবা পুর কর্তৃপক্ষ কারও নজর পড়ল না। এটা কি মেনে নেওয়া যায়? এমনই প্রশ্ন আজ ঘুরপাক খাচ্ছে গরিফার সেন পাড়ায়।

শহর কলকাতায় নাবালিক ধর্ষণ, ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শহর কলকাতায় নাবালিককে দিনের পর দিন ধর্ষণের অভিযোগ। বটতলার পর এবার ঘটনাস্থল টালিগঞ্জ। এই ঘটনায় এক যুবককে গ্রেপ্তারও করেছে পুলিশ। অভিযোগ, কাউকে কিছু বললে প্রাণে মারার হুমকি দিয়ে ৬ বছরের ওই শিশুটিকে দিনের পর দিন ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্ত যুবক ওই এলাকারই বাসিন্দা। বুধবার সকালে এই শিশু নির্যাতনের খবর সামনে আসে। স্বাভাবিক ভাবেই এই ঘটনায় শোরগোল পড়ে এলাকায়। পরিবারের লোক থানায় এলেও থানা প্রথমে অভিযোগ নিতে চায়নি বলে দাবি করে শিশুটির পরিবার। পরে অবশ্য সক্রিয় হয় পুলিশ।

এই ঘটনায় নির্যাতিতার মা জানান, 'আমি মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ ওর পোশাকে রক্তের দাগ দেখতে পাই। গোপনাঙ্গ দিয়ে রক্ত বের হচ্ছিল। তখন মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলে ও সব বলে দেয়। জানায় এই প্রথম নয়, একমাস আগেও ওর উপর নির্যাতন হয়েছে।' একইসঙ্গে নির্যাতিতার মা এও

জানান, মেয়ে বাড়িতে ঘুমাচ্ছিল। তখনই ঘরে ঢুকেছিল ওই ছেলেটি। এমন যে ঘটে যাবে ভাবতেও পারিনি। থানায় অভিযোগ দায়েরের পর পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে। আমি চাই ওর ফাঁসি হোক।'

বুধবার সকালে এই ঘটনা জানাজানি হতেই তুমুল উত্তেজনা সৃষ্টি হয় টালিগঞ্জের ওই এলাকায়। শিশুটিকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এলাকায় দুঃস্থ বাচ্চাদের পড়ানোর কাজ করে এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। সেখানেই পড়াশোনা করে শিশুটি। ওই সংস্থার এক শিক্ষিকা জানান, এদিন ভোরবেলা ঘটনাটি জানতে পারেন তিনি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলেও আসেন। দোষীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন তিনি।

দুর্নীতি থেকে মোড় ঘোরাতেই ভুয়ো ভোটার খোঁজার নাটক তৃণমূলের, কটাক্ষ অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: দলনেত্রীর নির্দেশ মতোই তৃণমূলের নেতা-মন্ত্রীরা ভুয়ো ভোটার খুঁজতে দুয়ারে দুয়ারে ঘুরছেন। ভুয়ো ভোটার খোঁজা নিয়ে এবার শাসকদলকে বিঁধলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। বুধবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তাঁর কটাক্ষ, মমতা ব্যানার্জির সরকার দুর্নীতিতে নিমজ্জিত। এই দুর্নীতি থেকে মোড় ঘোরাতেই ভুয়ো ভোটার খোঁজার নাটক শুরু হয়েছে। আসলে ওদের লক্ষ্য, মানুষের মন অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া। তাঁর বক্তব্য, বাংলায় সহকারী রিটার্নিং অফিসার হলেন বিডিও, এসডিও এবং ডিএম। সমস্ত নির্বাচনের কাজ এঁদের অধীনে হয়ে থাকে। তাঁর দাবি, বাংলার সহকারী রিটার্নিং অফিসারেরা সরকারের লোক নন। এঁরা তৃণমূলের লোক হয়ে গেছেন। তৃণমূলের নির্দেশ মতো এঁরা কাজ করেন। তাঁর অভিযোগ, বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভুয়ো ভোটার খোঁজার নামে নাটক করছেন তৃণমূলের নেতা-মন্ত্রীরা। এক-একজন তৃণমূল নেতার নাম

ভোটার তালিকার তিন-চার জায়গায় আছে। তাছাড়া বাংলাদেশের ভোটার তালিকায় যাদের নাম, বাংলার ভোটার তালিকায়ও তাদের নাম আছে। বাংলায় এক-একজন সংখ্যালঘু ভোটারের নাম তিন-চার জায়গায় আছে। অথচ ওরা ভুয়ো ভোটার খোঁজার নামে নাটক করছে। তাঁর সংযোজন, বাংলায় ভুতুড়ে ভোটার নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হওয়া প্রয়োজন। যাতে ভুয়ো ভোটার নিয়ে আদালতের মাধ্যমে সিবিআই তদন্ত করানো যায়। তাঁর দাবি, বাংলায় ৪০-৫০ লক্ষ ভুয়ো ভোটার আছে। ভোটার তালিকা থেকে সেই ভুয়ো ভোটার বাদ গেলেই মমতা ব্যানার্জির সরকার শেষ হয়ে যাবে। তৃণমূলের ভুয়ো ভোটার খোঁজা নিয়ে তাঁর বক্তব্য, আসলে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভুয়ো ভোটার খোঁজার নামে ভয় দেখানো হচ্ছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে দেখা গিয়েছে, বিজয়ী প্রার্থীকে হারিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর যিনি হেরেছেন, তাঁর নামে জেতার শংসাপত্র ইস্যু করা হচ্ছে। তাঁর কটাক্ষ, বিডিও, এসডিও এবং ডি এম-রা সরকারি আমলা নয়। এঁরা তৃণমূল দলটা করেন।

মদ্যপ ব্যক্তির চোখ উপড়ে নেওয়ার ঘটনায় গণধোলাই, মৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, দমদম: অত্যাধিক মদ পান করায় সোজা হয়ে চলতে পারছিলেন না। টলতে টলতে চলতে গিয়ে পড়ে যান প্রতিবেশীর দরজার সামনে। এরপরই মদ্যপ ব্যক্তির চোখ উপড়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠল এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। অভিযুক্তের নাম গোকুল মণ্ডল। এরপরেই উত্তেজিত জনতা চড়াও হন গোকুলের ওপর। গণপ্রহারে মৃত্যু হয় তাঁর। এদিকে, যাঁর চোখ উপড়ে নেওয়া হয়েছে, সেই আক্রান্ত প্রদীপ সরকার আশঙ্কাজনক অবস্থায় বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

ঘটনা সূত্রপাত বুধবার ভোরবেলায়। দক্ষিণ দমদম পুরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডে তিন নম্বর প্রমোদনগরে মদ্যপ যুবক প্রদীপ সরকার টলমল করে হেঁটে যাওয়ার সময় ভারসাম্য হারিয়ে ঘরের দরজার সামনে পড়ে যান। তাতেই গোকুল ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। সেই নিয়েই বাগবিতণ্ডা। অভিযোগ, গোকুল মারধর করতে

থাকেন প্রদীপকে। এখানেই ক্ষান্ত হননি গোকুল। বুকের উপর বসে চোখ উপড়ে নেয়। চোখের চারপাশের মাংস খুবলে বেরিয়ে আসে চোখ।

চিৎকার চেঁচামেচিতে স্থানীয় বাসিন্দারা জড়ো হয়ে যান। এরপরই উত্তেজিত জনতা গোকুলের বাড়িতে চড়াও হন। গণধোলাইয়ের মুখে পড়ে গোকুল। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে গোকুলকে উদ্ধার করে প্রথমে দমদম পুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে সেখানে তার অবস্থার অবনতি হলে আরজিকরে স্থানান্তরিত করা হয়। এরপর আরজি করেই মৃত্যু হয় গোকুলের। এদিকে প্রদীপ সরকার আশঙ্কাজনক অবস্থায় বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

ট্যাংরার ঘটনার পুনর্নির্মাণে প্রসূনকে নিয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ট্যাংরা কাণ্ডে প্রসূন দে'কে গ্রেপ্তার করার পরই পুলিশ জানিয়েছিল যে, তাঁকে নিয়েই ঘটনার পুনর্নির্মাণ করা হবে। এই পরিকল্পনা মতো বুধবার দুপুরেই প্রসূনকে ফের ট্যাংরার সেই 'অভিশপ্ত' বাড়িতে নিয়ে যায় পুলিশ। ইতিমধ্যে তিনি জেরায় খুনের কথা স্বীকার করেছেন বলে পুলিশ সূত্রে খবর। সেই প্রেক্ষিতে কাকে, কোথায় আর কখন খুন করলেন প্রসূন, সেটাই বুঝতে চাইছেন তদন্তকারীরা। প্রসূন ইতিমধ্যেই পুলিশকে জানিয়েছেন, স্ত্রী রোমি তাঁর মেয়ের পা চেপে ধরেছিলেন এবং তিনি তাঁর মুখে বালিশ চেপে শ্বাসরোধ করে খুন করেন। তারপর একে একে রোমি এবং বউদি সুদেষ্ণাকেও তিনি খুন করেছিলেন। যদিও দাদা প্রণয়কে তাঁর মুখোমুখি বসিয়ে জেরার ভাবনা রয়েছে পুলিশের। প্রসূন আদতে কতটা সত্যি বলছেন বা বলছেন না, সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে চাইছে পুলিশ।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ভোরের দিকে ইএম বাইপাসে অভিষিক্তা মোড়ের কাছে দুর্ঘটনায় জখম হয় প্রণয়, প্রসূন ও প্রণয়ের ছেলে প্রতীপ। তাঁদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এরপরই সামনে আসে অতুল সূর রোডের দে পরিবারের মারাত্মক ঘটনা। এর আগে আহত নাবালকও শিশু সুরক্ষা কমিশনের কাছে দাবি করেছিল যে, কাকাই খুন করেছে। তাঁকে মারতে এলে সে মরার ভান করে পড়েছিল। বড় ভাই প্রণয়ও আগে পুলিশকে জানিয়েছিলেন, হাত কাটার ভাবনা তাঁর ভাইয়েরই

ছিল। তিনি নিজে ভয়ে কাটতে পারেননি। অনুমান, ঘটনার পুনর্নির্মাণ থেকে আসল বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে।

এদিকে সোমবারই হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর প্রসূন দেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। মঙ্গলবার তাঁকে শিয়ালদা আদালতে পেশ করলে বিচারক তাঁর ২ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। এদিকে আদালতে প্রসূন জানান, তিনি কোনও আইনজীবী চান না। আইনি প্রক্রিয়ায় কার্যত মৃত্যুবরণ করতে প্রস্তুত তিনি।

আদালতে প্রসূনকে হাজির করানো হলে বিচারক লক্ষ্য করেন তাঁর সঙ্গে কোনও আইনজীবী নেই। রাজ্যের আইনি সহায়তা প্রদানকারী সংস্থার তরফে জানানো হয়, প্রসূন কোনও আইনজীবী রাখতে চান না। বিচারক নিজে তাঁর থেকে এই বিষয়ে জানতে চাইলে প্রসূন স্পষ্ট করে ঘাড় নাড়িয়ে বুঝিয়ে দেন, তিনি চান না তাঁর হয়ে কোনও আইনজীবী লড়ুন। এদিকে তাঁর দাদা এখনও হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। তিনি ছাড়া পেলে তাঁকেও গ্রেপ্তার করবে পুলিশ। তারপরই চূড়ান্তভাবে ট্যাংরা কাণ্ডের আসল ঘটনা প্রকাশ পেয়ে যাবে বলেই আশা।

পানাগড়ের ঘটনা ইভটিজিং নয়, আদালতে জানাল রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পানাগড়ের ঘটনা ইভটিজিং নয়, বুধবার আদালতে এমনটাই দাবি করা হল রাজ্যের তরফ থেকে। তাদের দাবি দুর্ঘটনাতে মৃত্যু হয়েছিল চন্দননগরের সুতন্দ্রা চট্টোপাধ্যায়ের। বুধবার কলকাতা হাইকোর্টে একটি মিডিয়া হাউসের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলায় রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত সওয়াল করতে গিয়ে জানান, এই ঘটনায় আক্রান্ত একজন ইভেন্ট ম্যানেজার। তিনি বুদ্ধগয়া যাচ্ছিলেন অনুষ্ঠান করতে। গাড়িটি পানাগড়ের পেট্রোল পাম্পে যায়। সেখান থেকে পেট্রোল ভরে বুদ্ধগয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। অন্যদিকে আর একটি ক্রেটা গাড়িও পানাগড়ের, সেই গাড়ির মালিক তাঁর ছেলে বিষ খেয়ে বর্ধমান হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। পরিবারের বাকি সদস্যদের আশঙ্কা ছিল ছেলের বউ বা মা বিষ খেতে পারে। সেই আশঙ্কায় জোরে গাড়ি চালিয়ে তারা হাসপাতাল থেকে ফিরছিলেন। তখনই ক্রেটা গাড়িটি প্রথমে ওভারটেক করে সুতন্দ্রাদের গাড়িকে। সেই সময় সুতন্দ্রার অন্য

একটা গ্রুপ যারা ট্রেনে যাচ্ছিল তাদের হোটেলে খাবারের আলুভাজা দেওয়াকে কেন্দ্র করে একটা ঝামেলার সৃষ্টি হয়েছিল। বিষয়টি ফোনে তারা জানাচ্ছিল সুতন্দ্রাকে। কারণ সুতন্দ্রা ছিলেন ইভেন্ট ম্যানেজার। এই পরিস্থিতিতে সুতন্দ্রা একটু মানসিক ভাবে অস্থির হয়ে পড়েন। চেইজ করতে বলে ক্রেটা কারটিকে। এইভাবে চলতে চলতে একটা বাম্পারের জায়গায় দু'টি গাড়ির সামান্য ঠোকাঠুকি হয়। এর জেরে একে অপরকে চেইজ করার প্রবণতা আরও বাড়ে। এরপর পানাগড়ের একটা জায়গায় এসে ক্রেটা গাড়িটি কার সার্ভিস রোডে ঢুকে যায়। আর সুতন্দ্রার গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশের একটা নির্মিয়মাণ টয়লেটে গিয়ে আঘাত করে। এটা কোনও ভাবেই ইভটিজিংয়ের বিষয় নয়। সেই ঘটনাকে মিডিয়া ইভটিজিং বলে সম্পূর্ণ অন্য গল্প বানিয়ে চালিয়েছে।'

এই প্রসঙ্গে রাজ্যের এজি কিশোর দত্ত আরও বলেন, 'আমাদের কাছে অন্তত ৭০ টি সিসিটিভি ফুটেজ রয়েছে। পুলিশ কমিশনার খতিয়ে দেখেন। তারপর সেদিন বিকেলে ৬টা ৪৫ এ সাংবাদিক সম্মেলন করে জানান এটা ইভটিজিং-এর ঘটনা নয়। কিন্তু বিভিন্ন মিডিয়া হাউস পরদিন সকাল পর্যন্ত ইভটিজিং বলে চালাতে থাকে।' এরই রেশ ধরে এজি এও জানান, 'যে যে নিউজ চ্যানেল এবং সংবাদপত্র সুতন্দ্রা সংক্রান্ত খবর করেছে, তাঁদের প্রত্যেককে অভিযুক্ত হিসাবে যোগ করতে হবে।' আগামী ১৮ মার্চ শুনানি হবে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে।

সম্পাদকীয়

দেশের মানুষের সুস্থ নিরাপদ জীবনের সুযোগসুবিধা দরকার, তা পাওয়া যাচ্ছে কি?

বর্তমানে ‘শাসন’ নামক ‘তন্ত্র’ থাকলেও ‘শাসন’-এর নামে ভূতের নৃত্য চলছে। একটা কথা শোনা যায়, ‘বিফলে মূল্য ফেরত’। কিন্তু দেশচালনায় কে কবে বিফলে মূল্য ফেরত পেয়েছে তার নজির নেই। ভারতের সংবিধান মেনে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা উচ্চ থেকে নিম্ন, নানা স্তরে এমন অস্পষ্ট ভাবে দায়বদ্ধ। সবই তাঁদের ইচ্ছে। নিরীহ অসহায় নাগরিক ভবিষ্যতে সাংবিধানিক অধিকার ফিরে পাবেন, সেই আশা করেন না। সংবিধানের আরও সংশোধন দরকার; আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই এই দুর্দিনে এমন সাহসী মতামত যারা পোষণ করে তাদের। স্বাধীনতা ও সংবিধানের প্রস্তাবনার সঙ্গে ‘স্বরাজ’ শব্দ গুরুত্ব পায়নি, যা সুভাষচন্দ্র বসু, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ চেয়েছিলেন। বরং নাকের বদলে নরুন নামক প্রজাতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, সাধারণতন্ত্র সব এল ঔপনিবেশিক প্রভাবে। ‘তন্ত্র’-যোগে এত শব্দের বহুস্বরে আসল মানুষের শব্দ চাপা পড়ে গেল। ৭৫ বছর শেষে ক্রমশ ‘পষ্ট চোখে দেখনু বিনা চশমাতে, পাস্তভূতের জ্যান্ত ছানা করছে খেলা জোছনাতে।’ আমরা জানি, সুভাষচন্দ্র স্বরাজের ভিত্তিতে সংবিধান রচনার কথা বলেছিলেন। চেয়েছিলেন পূর্ণ স্বরাজের আগে যেন আসে পূর্ণ সাম্যবাদ। তবে কেন গণতন্ত্রের নাম করে দীর্ঘদিন ধরে ‘সর্বদলীয় রোগ’ সারানোর দরকার, ‘যুক্তরাষ্ট্রীয় গণতন্ত্র’কে রক্ষা করার জন্য ‘কঠিনতর’ পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। মন্ত্র-তন্ত্র কিছুই জানিনে মা, কেবল জানি যে দেশের মানুষের সুস্থ নিরাপদ জীবনের সুযোগসুবিধা দরকার, সেটা এই দেশ ও তার রাজনীতি দিতে ব্যর্থ।

শব্দবাণ-২১১

■	১			২		■
■		■	■		■	■
৩		৪	■	৫		৬
	■		■		■	
৭			■	৮	৯	
■	■		■	■		■
■	১০					■

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১.স্পষ্ট, ব্যক্ত ৩. প্রথম পাতাল ৫. মেডিসিন ৭. দয়া, কৃপা ৮. অশ্বারোহী সৈন্যদল ১০. যবনিকা।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. বিখ্যাত, প্রসিদ্ধ ২. মাসিক ৩. — দিয়েছ নাথ ৪. লক্ষণযুক্ত ৬. বৃন্দাবনের পর্বতবিশেষ ৯ .দম্ভ, আস্ফালন।

সমাধান: শব্দবাণ-২১০

পাশাপাশি: ১. প্রণিপাত ৩. দরজা ৪. খবর ৬. টানেল ৯. রচনা ১০. তমোজ্যোতি।

উপর-নীচ: ১. প্রজাত ২. তঞ্জেব ৩. দণ্ডিকাটা ৫. রংকানা ৭. নেহাত ৮. বিরতি।

জন্মদিন

আজকের দিন

ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত

১৮১২ *বিশিষ্ট লেখক ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্তর জন্মদিন।*
১৯৮৭ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা গৌরব চক্রবর্তীর জন্মদিন।*
১৯৯৭ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী জাহ্নবী কাপুরের জন্মদিন।*

২০২৯ নির্বাচন

পুরনো বোতলে নতুন মদ

সুবীর পাল

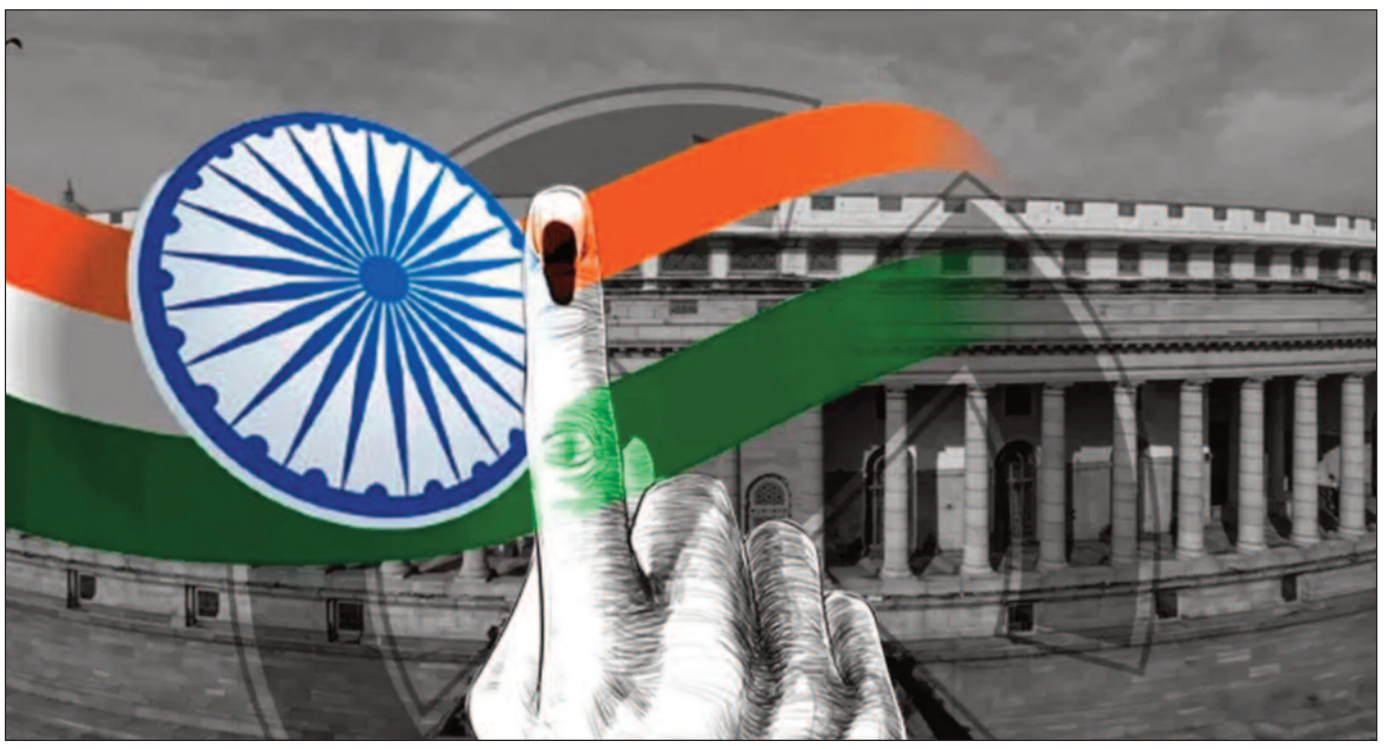

ইংরেজি ক্যালেন্ডারের সেই সুদূরপ্রসারী সালটা যে ২০২৯। পরণের চশমা চোখে নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদীর দৃষ্টি যেন নিবদ্ধ সেটাই অর্জুনের পাখির চোখ সালটার দিকে। নয়াদিল্লির সাউথ ব্লকের পিএমও যেন জানতে চাইছে, ‘স্যার কি দেখছেন?’ প্রধানমন্ত্রীর শান্ত অথচ সপ্রতিভ প্রত্যাশিত স্বগতোক্তি, ‘এক দেশ এক ভোট। এটা আমাদের প্রতিশ্রুতি। জাতির প্রতি। ২০২৯ সালটাই সম্ভবত হতে চলেছে লক্ষ্য পূরণের সেই মাইলফলক। আমি স্পষ্ট অনুভব করছি, আমার ভারত অগ্রগতির পথে আরও এককদম এগিয়ে যেতে প্রস্তুত।’

ভারতীয় আইন কমিশন ২০১৮ সালের অগাস্ট মাসে একটি খসড়া রিপোর্টে সারা ভারত জুড়ে ‘এক দেশ এক ভোট’ করার বিষয়ে সরাসরি সওয়াল করে। আর এই খসড়া রিপোর্টকে সন্তর্পনে নিখুঁত মুন্সীয়ানায় হাইজ্যাক করে নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন বিজেপি ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনী প্রচারের পাদপ্রদীপে এই স্লোগানটি পরিকল্পিত ভাবে ভাসিয়ে দেয় দেশবাসীর জনমানসে। এরপর বারানসীর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে। প্রাসঙ্গিক নানা ঘটনাবলীর পথ অতিক্রম করে ২০২৪ সালের একেবারে শেষ প্রান্তে এসে এই স্লোগান আজ সংবিধানের পাতায় লিপিবদ্ধ হওয়ার প্রহর গুনতে ব্যস্ত।

আক্ষরিক অর্থেই বর্তমানে সারা দেশ যখন শীতের আমেজে কিছুটা হলেও জুবুথুবু, তখন ভারতের নানা প্রান্তে উষ্ণতার ঝড় বইতে শুরু করেছে এই ‘এক দেশ এক ভোট’ সম্পর্কিত আলোচনার রকে ও সমালোচনার ঠেকে। প্রচারণাটা এমনই চতুর পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে যেন কেন্দ্রীয় শাসক দল এই নব্য ধারাটির নয়া প্রবর্তক। আপাতত কিছু কিছু মহলে এমন ধারণাটা প্রতিষ্ঠিতও হয়েছে বেশ সফল ভাবে। কিন্তু বাস্তবে কি তাই? সত্যিই কি ভারতে ‘এক দেশ এক ভোট’ নীতির প্রথম উদ্ভাবক মোদী সরকার? ঠারেঠোরে ঘুরপথে বিজেপি এখনও তো এমনই ছায়া প্রচারে ব্যস্ত নানা প্রান্তিক এলাকার অলিতে গলিতে।

কিন্তু ইতিহাস তো অন্য কথা বলে। তাছাড়া এই ছায়া প্রচারের হাটে হাঁড়িটা ভেঙে দিয়েছেন দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। এক ইলেকট্রনিক্স গণমাধ্যমে সম্প্রতি তিনি বলেন, ক্ষুব্ধএই যে সারা দেশ জুড়ে ইদানীং একটা আওয়াজ ক্রমশঃ জোড়ালো হচ্ছে, এক দেশ এক ভোট, এটা কিন্তু এর আগেও লাগু ছিল আমাদের দেশে। টানা পনেরো ধরে। এই তথ্যটা আমরা কোথাও গুলিয়ে ফেলছি আজকাল। তবে এই নীতি প্রণয়ন গণতান্ত্রিক দেশে সুষ্ঠু প্রশাসন পরিচালনার জন্য খুব সহায়ক ক্ষুব্ধ আসলে সাম্প্রতিকতম ‘এক দেশ এক ভোট’ ব্র্যান্ড হলো প্রকৃতপক্ষে ‘পুরোনো বোতলে নতুন মদ’ ন্যায় দেশব্যাপী এক ককটেলীয় নির্বাচনী এজেন্ডা।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরবর্তী ক্ষেত্রে আমাদের দেশে এই এক দেশ এক ভোট ইস্যু নিয়ে প্রথম ভাবনা চিন্তা শুরু হয় ১৯৫০ সালে। তবে এই ইস্যুটি নির্দিষ্ট কোনও ব্যক্তিবিশেষের মস্তিষ্ক প্রসূত নয় বলেই একাংশ ইতিহাসবিদদের ধারণা। বরং তাঁদের মতে, সাম্প্রতিক কালের মতো তদানীন্তন সময়ে এই ইস্যুর কোনও বিকল্প ব্যবস্থার মতো ভাবনার অবকাশও ছিল না। ফলে এক দেশ এক ভোট তখন আপনাআপনিই অবধারিত হয়ে ওঠে দেশ ব্যাপী নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার তাড়নায়। ফলে প্রত্যাশিত স্বাভাবিক নিয়মেই দেশবরেণ্য চিন্তাবিদ ডা. বীর সাভারকার ও ভারতের সংবিধান প্রণেতা ডা. বি আর আম্বেদকর সহ দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই নীতি ভারতে সর্বপ্রথম লাগু হয়েছিল ১৯৫২ সালে। টানা পনেরো বছর অর্থাৎ ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত এই নির্বাচনী বিধির কোনও প্রকার অন্যথা ঘটেনি। ইন্দিরা গান্ধীর প্রধানমন্ত্রীত্বের সময়ে ১৯৬৮ সাল থেকে সারা দেশের সঙ্গে বিভিন্ন রাজ্য জুড়ে রাজনৈতিক ডামাডোল আরম্ভ হয়। একাধিক রাজ্যে বিধানসভা ভেঙে দিয়ে লাগু করা হয় রাষ্ট্রপতি শাসন। পাশাপাশি রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে ১৯৭০ সালে লোকসভাও ভেঙে দেন ইন্দিরা গান্ধী। তারই ফলস্বরূপ ১৯৭১ সালে লোকসভা নির্বাচনের মুখোমুখি হতে হয় ভারতবাসীকে। সুতরাং পিতা জওহরলাল নেহেরুর আমলে ১৯৫২ সালে এক দেশ এক ভোট নীতি ভারতের সংবিধানে প্রথমবারের মতো দিনের আলো দেখলেও কন্যা ইন্দিরা গান্ধী হাত ধরে সেই বিধির কফিনে তখনকার মতো পেরেকটি গেঁথে দেওয়া হয়েছিল ১৯৬৭ সালে।

কি অদ্ভুত সমাপতন। যখন ভারতে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এক দেশ এক ভোট নীতিকে কার্যত হিমঘরে পাঠিয়ে দিলেন তখন তাঁকে গণতন্ত্র বিরোধী বলে অ্যাখ্যা দিয়েছিলেন সেই সময়কার ভারতীয় বিরোধী শিবির। পুনরায় বর্তমান কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুনরাম মেঘওয়াল সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে এক দেশ এক ভোট বিলটি পেশ করলে তাতে গত ১৭ ডিসেম্বর ২৬৯ জন সাংসদ স্বপক্ষে ও বিপক্ষে ১৯৮ জন সংসদ সদস্য ভোটাভুটিতে অংশ নিন। আর তখনই গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধকারীর তকমা সেঁটে দিয়ে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্দেশ্যে তীব্র সমালোচনায় ব্যস্ত থাকলেন কংগ্রেসী শীর্ষ নেতৃত্ব সমেত প্রায় সমস্ত বিরোধীরা। সত্য সেলুকাস কি বিচিত্র এই দেশ। এক দেশ এক ভোট, গুম হবার মুহূর্তেও বিরোধীরা চিৎকার করতে পিছপা হননি সেদিন। আবার এর পুনঃ অক্সিজেন দানেও বিরোধীরা গলা ফাটাতে সবে মিলি করি কাজে চরম তৎপর এদিনও। আর বিরোধিতার স্লোগানও কিন্তু অদ্ভুত রকমের এক। তা হলো ‘গণতন্ত্রের হত্যাকারী প্রধানমন্ত্রী, নিপাত যাক।’ অর্থাৎ নীতিটা যখন এক দেশ এক ভোট তখন তার বিলীনেও গণতন্ত্র বিমুখতা দেখেন ভারতের বিরোধী নেতারা আবার তার ফিরতি প্রতিষ্ঠাতেও গণতন্ত্রের শত্রুতা উপলব্ধি করেন দেশীয় বিরোধী দলগুলো।

ভারতের এই এক দেশ এক ভোট কিসসার পাশাপাশি সমগ্র বিশ্বের নিরিখে বহু গণতান্ত্রিক দেশে এই নীতি কিন্তু আজও যথেষ্ট জনপ্রিয়। পৃথিবীর ইতিহাস ঘাটলে, গণতান্ত্রিক এই বিধিবদ্ধ ব্যবস্থার প্রথম প্রবক্তা হলেন ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ ব্যক্তিত্ব চার্লস ফক্স। আঠারোশো শতকের প্রায় শেষ দিকে এক দেশ এক ভোট করার ব্যাপারে তিনিই বিশ্বে প্রথম মতামত প্রকাশ করেন। তাঁর এই মতামত অনুসরণ করে ১৮৬০-১৮৭০ সময়কালের মধ্যে ইংল্যান্ডে ও আমেরিকার এহেন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সর্বপ্রথম।

সেই যে অতুলপ্রসাদ সেনের কালজয়ী রচিত গান, ‘বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান’ আজও কি আশ্চর্য রকমের প্রাসঙ্গিক। আসলে এটাই যে প্রকৃত ভারতবর্ষের চালচিত্র। গণতান্ত্রিক ও প্রজাতান্ত্রিক ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের চিরন্তনী ঐতিহ্য। আমাদের দেশের মধ্যে ২৮টি রাজ্য ও ৮টি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল রয়েছে। এখানে ১২২টি প্রধান ভাষা সহ ১৫৯৯টি অন্যান্য ভাষা বিদ্যমান। বর্ণ রয়েছে ৬৪০০টি। ৬টি ধর্ম। জাতি গোষ্ঠীর সংখ্যাও ৬টি। এখানে ৫১টি উৎসব পালন করা হয় মহা সমারোহে। যার মধ্যে ১৭টি জাতীয় স্তরে আর ৩৪টি আঞ্চলিক পর্যায়ে উদযাপন করা হয়। তাই তো প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী একদা আওয়াজ তুলেছিলেন, ‘মেরা ভারত মহান।’ এই দেশ বহুত্ববাদের তন্ত্রে একাত্মতার মন্ত্রে দীক্ষিত। এই ভারত একাত্মতার সাধনে বহুত্ববাদের পালনেও শিক্ষিত। হয়তো দেশজ এই আত্মস্থ পরম্পরা ভাবনাকে আরও বলিষ্ঠ বুনিয়াদী করার প্রয়াসে কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি এক দেশ এক ভোট পুনরায় ভারতে লাগু করার ক্ষেত্রে সংবিধান সংশোধনের রাস্তায় হাঁটতে পুরোপুরি বদ্ধপরিকর। অবশ্যই রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সাম্প্রতিক এই সরকারী পদক্ষেপের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে বিস্তর আলোচনার এবং প্রবল সমালোচনার তুফান বইছে দেশ জুড়ে। সেই কারণেই হয়তো সংশ্লিষ্ট বিলটি লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠের অনুমোদন পেলেও তা ঐক্যমত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটির কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে অতি সম্প্রতি।

প্রসঙ্গত অবশ্যই উল্লেখ্য, দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের নেতৃত্বে ২০২৩ সালের ১ সেপ্টেম্বর নরেন্দ্র মোদী সরকার এক দেশ এক ভোট বিষয়ক একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করেছিল। অবশ্য সেই কমিটির তরফে গত বছরের ১৪ মার্চ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর হাতে একটি পুর্নাঙ্গ রিপোর্ট তুলে দেওয়া হয়। ১৮,০০০ পাতা সমৃদ্ধ মোট ৮ খন্ডের ওই রিপোর্টে দেশের সামগ্রিক লোকসভা ভোটের সঙ্গে সমস্ত রাজ্যের ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন সহ বিধানসভা ভোটও একত্রে সম্পন্ন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, ওই রিপোর্টটি গত ১২ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা প্রয়োজনীয় অনুমোদন পেয়ে যায়।

সুতরাং বিরোধী জোট গণতান্ত্রিক পরিসরে যতই বিরোধিতার সুর চড়া করুক না কেন এই মুহূর্তে এই ইস্যুতে সংসদের ট্রেজারি বেঞ্চ কিন্তু যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী। এখন শুধু অপেক্ষা জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটির অন্দরমহলে মোদী ম্যাজিক কতটা দ্রুত আর কতটা কার্যকরী ভূমিকা পালন করে! আসলে এটাই প্রকৃত বাস্তব, তাঁর শ্যেনদৃষ্টি কিন্তু ঘুরেফিরে সেই সেই সেই ২০২৯...

মানুষ যখন মানুষের ক্ষতির কারণ

শুভজিৎ বসাক

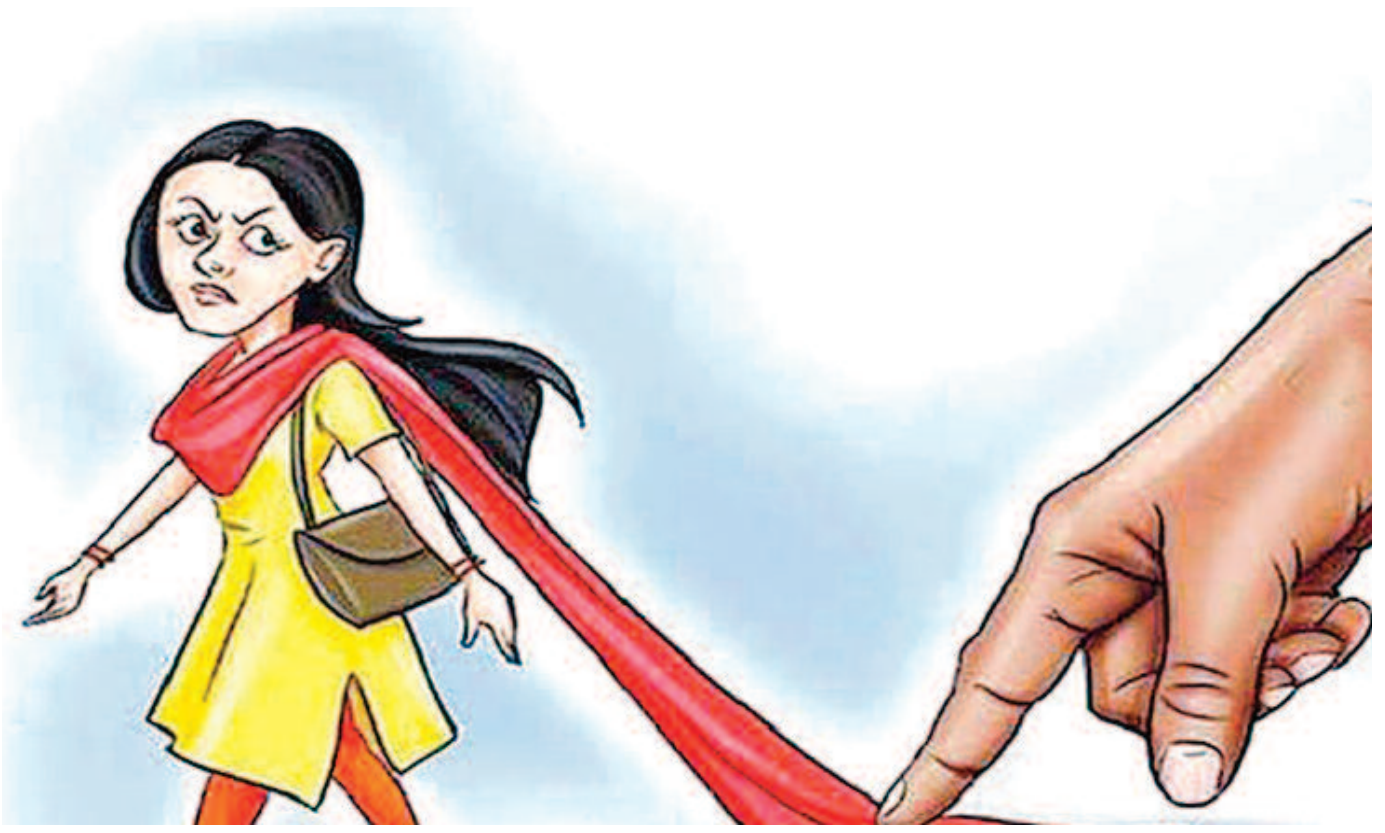

প্রতিদিন সংবাদপত্র, সোশ্যাল মিডিয়া খুললেই ভালো খবরের চেয়ে মন খারাপ করা খবর যেমন নির্মম হত্যা, যৌনলিপ্সার দরুন নানা কুকীর্তি, চুরি, ডাকাতি, নানারকম বিবাদ ইত্যাদির আধিক্যই চোখে বেশি পড়ে, এটাই নিয়ম হয়ে গিয়েছে। স্বভাবতই আঙুল তোলা হয় প্রশাসনের দিকে, তারা নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ এবং আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে এমনই অভিযোগ উঠে আসে বারংবার। সময়টা এমনই যেখানে সত্যিটা পরিবেশিত হয় অনেক দেরিতে আর মিথ্যা কথা সামাজিক পরিসরে প্রাদুর্ভাব ছড়াচ্ছে। যারা অন্যায় করছে তারা কি মানুষ নয়? মানুষই মানুষের ক্ষতির কারণ হয়ে শুধু দাঁড়ায়নি সামাজিক অবক্ষয়েরও মূল উদ্যোক্তা হয়ে উঠেছে। খুব খুঁটিয়ে যদি দেখা হয় তবে তাতে উঠে আসে যারা অপরাধপ্রবণ মানসিকতা নিয়ে সমাজে চলছে তার জন্য যেমন মূলতঃ দায়ী তার অভিভাবকেরা একইসাথে দায়ী তার বসবাসরত পরিবেশ বা পাড়া বা মহল্লা সংস্কৃতি। শৈশব থেকে একটি শিশু যা দেখে বড় হয়েও সে তারই প্রতিফলন ঘটায়। অভিভাবক ও প্রতিবেশীরা আজকাল এই মানসিকতায় দিন কাটায় যেখানে শুধুই নিজ স্বার্থ প্রাধান্য পায়, মুখে কৃত্রিম হাসি অথচ অন্তরে বিষময় ভাবমূর্তিকে সে তার ভাবনা মারফৎ দৈনন্দিন কাজকর্মে প্রকাশ করে। শিশুটি আপনা হতেই এই নিকৃষ্ট ভাবনায় নিজেকে অভিযোজিত করে ফেলে, তার মধ্যে উৎকর্ষ ভাবনার জায়গায় কুটিল, ক্ষতিকারক ভাবনাই বেশি করে ফুটে ওঠে। সাথে দোসর হিসাবে মোবাইল তো আছেই যেখানে সস্তার নেট মারফৎ নানা অপসংস্কৃতিকে সহজেই প্রচারিত হতে দেখা যায়। শিশুটি ক্রমশঃ বড় হওয়ার পথে উন্নতি বলতে ধরে নেয় অন্যের ক্ষতি করে, অন্যের সম্পদ নষ্ট করে, অন্যকে নানা উপায়ে হেনস্থা করে, যোগ্যকে অযাচিত কটূ ভাষায় আক্রমণ করে, তাকে প্রতিদিন ছোটোখাটো বিবাদে জড়িয়ে তাকে পিছিয়ে রেখে নিজের অশিক্ষাকে বড় করে দেখানো এবং এই অশিক্ষাই মূলতঃ শিক্ষার আধার হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়ায় তার মধ্যে আসলেই কোনও গঠনমূলক ভাবনার উদ্রেক হয় না।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কথা হল এই শিশুরা সবাই যে প্রান্তিক স্তরের তা কিন্তু নয় শহর ও শহরতলীর ঝাঁ চকচকে অট্টালিকাতেও এই সংস্কৃতি প্রবেশ করেছে, তাদের অভিভাবক, পড়শীরা সম্ভ্রান্ত পেশায় যুক্ত থাকলেও ক্ষতিকারক অপসংস্কৃতিকে সাদরে খাতিরও করছে অর্থাৎ ভুল পথেই নিজেকে সঠিক ভেবে পরিচালিত করার মানসিকতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে। আর এইসকল বাড়ি, পরিবেশ থেকে যারা সমাজে রাস্তাঘাটে, কর্মপরিসর প্রভৃত জায়গায় পা রাখবে বা রেখে চলেছে তারাই নানা অপরাধের প্রাদুর্ভাব ঘটাচ্ছে যা বাস্তবসম্মত অথচ অদেখা সত্যি। যাদের অভিভাবক, পড়শীরা এক কদর্য ভাবধারার মধ্যে বেড়ে ওঠে তাদের সন্তানেরাও নানারকম সামাজিক নিকৃষ্ট কাজ করবে এটা প্রত্যাশিত। অর্থাৎ নিজের মধ্যে স্বার্থের বীজ বপন করে যারা অন্তরে বিষ বয়ে নিয়ে চলেছে তাদেরও ঘর নানাভাবে উজাড় হচ্ছে কারণ এরা শৈশব থেকেই গড়তে নয় বরং ভাঙ্গনশীল মানসিকতাতেই বিশ্বাসী হয়ে ওঠে আর সেটা বুঝে উঠতে অনেক দেরী করে ফেলে এই প্রকৃতির মানুষেরা।

তাই তো আজকাল যৌনলিপ্সার মত ন্যক্কারজনক ঘটনাতে আসক্ত হয়েছে যুব থেকে প্রৌঢ়সমাজ, সাথে বিবাহ সম্পর্কিত সম্পর্ক, বিচ্ছেদ বাড়ছে। এবার সম্পূর্ণটা খতিয়ে দেখলে কোথাও কি সরকারের বা প্রশাসনের দায়বদ্ধতা থাকে? মানুষ নিজেই ঠিক-ভুলের যথাযোগ্য বিচার করতে ব্যর্থ হচ্ছে, অনৈতিকতাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে আর এতে ক্ষতি হচ্ছে সামগ্রিক একটা প্রজন্মের কারণ এই মানসিকতাসম্পন্ন মানুষগুলো নানারকম গুরুত্বপূর্ণ কাজেও যুক্ত থেকে সুযোগসন্ধানী হয়ে নিজ স্বার্থে অপকর্ম করে সামাজিক অবক্ষয় ঘটিয়ে চলেছে। সরকারের অবিলম্বে উচিৎ উপেক্ষিত যোগ্য মেধাকে উৎসাহিত করা আর নবপ্রজন্মের যারা বিভিন্ন পাড়ায় ও অঞ্চলে গঠনমূলক মানসিকতাসম্পন্ন হয়ে শিক্ষাকে পাথেয় করে চলে তাদের মূলস্রোতে যুক্ত করা, এরাই হয়ে উঠবে সরকারের মূল চোখ। তাহলেই সংবাদপত্রে প্রকাশিত সমস্ত ন্যক্কারজনক, সামাজিক অবক্ষয়ের ঘটনাগুলো কিছুটা হলেও কম প্রকাশিত হয়ে উল্লেখযোগ্য খবরাখবর পাঠের যোগ্য হবে।

আবাসের উপভোক্তার থেকে কাটমানির নেওয়ার অভিযোগ তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: আবাস যোজনার উপভোক্তার কাছ থেকে কাটমানি নেওয়ার অভিযোগ তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে, তৃণমূলের কাটমানির জন্য কেন্দ্র আবাস যোজনা বন্ধ করেছে, তৃণমূলকে কটাক্ষ বিজেপির। বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়ের থানার বেলুট রসুলপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বামুনপাড়া গ্রামের বাসিন্দা লাল্টু বাগদী নামের এক আবাস উপভোক্তার কাছে ৫০০০ টাকা কাটমানি নেওয়ার অভিযোগ স্থানীয় এক তৃণমূল নেতা তুষারকান্তি মুখার্জির বিরুদ্ধে।

সম্প্রীতি আবাস নিয়ে কেন্দ্রের বঞ্চনার পর রাজ্য সরকারের একক প্রচেষ্টায় রাজ্যের ১২ লক্ষ উপভক্তা কে প্রথম কিস্তির টাকা দিয়েছে রাজ্যে। সেই তালিকায় নাম রয়েছে বেলুট রসুলপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বামুনপাড়া গ্রামের বাসিন্দা লাল্টু বাগদির। অভিযোগ, লাল্টু প্রথম কিস্তির টাকা পেতেই তাঁর বাড়িতে যায় স্থানীয় তৃণমূল নেতার তুষারকান্তি মুখার্জি। উপভোক্তাকে বলে দশ হাজার টাকা দিতে। উপভোক্তা তাকে ৫০০০ টাকা দেন। উপভোক্তার দাবি ওই তৃণমূল নেতা তাকে বলে সকলের কাছে ৫০০০ টাকা করে নেওয়া হয়েছে তাই তাকেও দিতে হবে। উপভোক্তা আরও বলেন, ওই তৃণমূল নেতা বলেছে ভালোবেসে সবাই তাঁর কাছেই টাকা নেওয়া হচ্ছে।

অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা দাবি সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ। কেউ তাঁকে ভয় দেখিয়ে এ কথা বলা করাচ্ছে। আবাস প্রকল্পে উপভোগ করা যাতে কাউকে টাকা না দেয় সেই প্রচার বাড়ি বাড়ি গিয়ে করে এসেছেন তারা। এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তৃণমূল নেতার এই টাকা নেওয়ার অভিযোগ সামনে আসতেই শাসকবিরোধী তরজা। বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির মুখাপাত্র দেবপ্রিয় বিশ্বাস বলেন তৃণমূলের নেতার টাকা নেবে না এটা হতেই। যারা টাকা দিয়ে এসেছে তারা পদ পেয়েছে, এখন যারা টাকা নিচ্ছে তারা আগামী দিনের পদ পাবে।

বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার যুব সভাপতি সুব্রত দত্ত বলেন, বিষয়টি তাদের জানা নেই। যদি কোন তৃণমূল নেতা এই কাজ করে প্রশাসন তাঁর বিরুদ্ধে এই দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নিক। যদি দলগত ভাবে এই অভিযোগ আসে দল থেকেও তার ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যে খুন স্বরূপনগরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, স্বরূপনগর: মূল্যবান জিনিস ছিনতাই করতে এসে সাতসকালে শুট আউট। গায়ের কোর্ট নিয়ে পালাল দুষ্কৃতীরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ সুত্রে জানাগেছে মৃতের নাম ইসারুল গাজি (৩৩)। বাড়ি স্বরূপনগরের হাকিমপুরের তরালি গ্রামে। স্বরূপনগর খুনের ঘটনায় তিনজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে পুলিশ। তাদের মধ্যে একজনের কথায় অসঙ্গতি পাওয়া যাওয়ায় তাকে গ্রেপ্তার করা হতে পারে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

বুধবার সকালে উত্তর ২৪ পরগনা বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগরের গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দত্তপাড়া বড়পোলের কাছে ঘটনাটি ঘটেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ইসারুল গাজি বাড়ি থেকে মোটরসাইকেলে স্বরূপনগরের দিকে যাচ্ছিল। ঠিক সেই সময় আনুমানিক সকাল সাড়ে ছয়টা নাগাদ পিছন দিক দিয়ে দুটি মোটর বাইকে করে ছয় জন দুষ্কৃতী এসে ফিল্মি কায়দায় তাঁর বাইক আটকায়। তাঁর কাছে কিছু চায়। দিতে না চাওয়াতে শুরু হয় গণ্ডগোল, মারধর। এরপরেই আচমকা দুষ্কৃতীরা গুলি চালায়।

গুলিবিদ্ধ অবস্থায় এলাকার একটি বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিলে তাঁর শরীরে থাকা কোর্টটি খুলে নিয়ে পালায় দুষ্কৃতী। রক্তাক্ত অবস্থায় পুলিশ ইসারুল কে উদ্ধার করে স্বরূপনগর শাড়াপুল গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, মৃত ব্যক্তির কাছে মূল্যবান জিনিস থাকতে পারে সেইগুলি ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যই তাঁকে গুলি করা হয়েছে। এই ব্যক্তির সঙ্গে দুষ্কৃতীদের পূর্ব পরিচিতি আছে বলেও মনে করা হচ্ছে। দুষ্কৃতীদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলার পুলিশ মর্গে পাঠানো হয়েছে।

বসিরহাট পুলিশ জেলার সুপার হোসেন মেহেদি রহমান জানান, 'দুষ্কৃতীদের সনাক্ত করা গিয়েছে। তদন্তেত স্বার্থে সবটাই প্রকাশ্যে আনা যাচ্ছে না। আশা করছি খুব শীঘ্রই দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার করবে পুলিশ।'

চাকরির নামে ৫ কোটি আত্মসাতের অভিযোগে গ্রেপ্তার অধ্যাপক, শোরগোল

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: চাকরি দেওয়ার নাম করে ৫ কোটি টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগে গ্রেপ্তার আরামবাগ মহকুমার ঐতিহ্যবাহী কলেজ রাজা রামমোহন রায় কলেজের অধ্যাপক। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় আরামবাগ মহকুমা জুড়ে। ধৃত ভূগোল বিভাগের অধ্যাপক জোসেফ সরেন। সোমবার তিনি উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ থেকে গ্রেপ্তার হলেও বুধবার এই মহকুমায় জানাজানি হতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। অভিযোগ, জোসেফ সরেন বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে চাকরি দেওয়ার নাম করে প্রায় ৫ কোটি টাকা আত্মসাৎ করেন।

সূত্রের খবর, রাজ্যের বিভিন্ন মন্ত্রী ও শাসকদলের নেতাদের নাম ভাঙিয়ে বিভিন্ন প্রার্থীদের কাছে থেকে প্রায় ৫ কোটি টাকা তুলেছিলেন ওই অধ্যাপক। কিন্তু চাকরি না মেলায় উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ, ইটাহার সহ বিভিন্ন জায়গার প্রতারিত যুবক যুবতীরা পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে অধ্যাপক জোসেফ সরেনকে গ্রেপ্তার করেন ইটাহার থানার পুলিশ।

জানা গিয়েছে, ওই অধ্যাপক আরামবাগ মহকুমার খানাকুলের রাজা রামমোহন রায় মহাবিদ্যালয়ে ভূগোল বিভাগের সহকারী অধ্যাপক পদে কর্মরত। আগে তিনি উত্তর দিনাজপুরের কোচরা হাইস্কুলে শিক্ষকতা করতেন। অভিযোগ, সেসময় থেকেই বিভিন্ন ব্যক্তিকে প্রাথমিক ও হাই স্কুলে শিক্ষকতার পদ থেকে শুরু করে চতুর্থ শ্রেণির পদে চাকরি দেওয়ার নাম করে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের বিভিন্ন তরুণ তরুণী পিছু প্রায় পঁচিশ থেকে ছাব্বিশ লক্ষ টাকা করে হাতিয়েছেন তিনি।

স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে, তিনি শাসকদল তৃণমূলের বড় নেতা ছিলেন এবং তৃণমূলের অধ্যাপক সংগঠনের নেতা ছিলেন। এই ঘটনা নিয়ে রাজা রামমোহন রায় কলেজের প্রিন্সিপাল ডঃ দীপক ভার্গব বলেন, ঘটনার কথা জানার পরেই ওঁকে শো কজ করা হয়। উচ্চ শিক্ষা দপ্তরেও জানানো হয়েছে।

বিয়েবাড়ির গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: টিউশন পরিয়ে বাড়ি ফেরার পথে একটি বিয়েবাড়ির গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল এক গৃহ শিক্ষকের। জানা গিয়েছে, মৃত ওই শিক্ষকের নাম আজিজুল হাকিম (৬৫)। নাদনঘাট থানার রাজিবপুর গ্রাম থেকে ঘোলা গ্রামে গিয়েছিলেন তিনি টিউশন পড়াতে। মঙ্গলবার টিউশন পরিয়ে সাইকেল নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে একটি গাড়ি তাঁকে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই ব্যক্তির। পরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ দেহ উদ্ধার করে বুধবার দেহ কালনা মহকুমা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। মৃতের পরিবার জানিয়েছে টিউশন পরিয়ে সাইকেলে করে বাড়ি ফেরার পথেই দুর্ঘটনা ঘটে।

পোস্ট অফিসে টাকা লোপাটের অভিযোগ, তদন্তে সিআইডি

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরে পোস্ট অফিসে টাকা রেখে লোপাট মামলায় সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। এতদিন এই মামলার তদন্ত করছিল পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ। গত বৃহস্পতিবার পুলিশের তদন্ত রিপোর্ট ও কেস ডায়েরি দেখার পর অসন্তোষ প্রকাশ করেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। এরপরই এডিজি সিআইডিকে তদন্ত হস্তান্তর করেন। আদালতের আরও নির্দেশ, এই মামলার আগের দায়িত্বে থাকা দুই আইওকে সিআইডি এডিজিকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে। ওই দুই অফিসার এই তদন্তে কী কী পদক্ষেপ করেছেন তাদের থেকে ব্যাখ্যা নিতে হবে। আগামী ৬ মাসের মধ্যে এই তদন্ত শেষ করতে হবে জানিয়ে আদালত এও স্পষ্ট করে দিয়েছেন, এই মামলার তদন্তের জন্য একজন অ্যান্টি করাপসন বিভাগের দক্ষ অফিসারকে নিয়োগ করতে হবে।

মঙ্গলবার হাইকোর্টের তরফ থেকে তদন্তের ভার দেওয়া হয়েছিল সিআইডিকে সেই কথা মতো পোস্ট অফিস থেকে ১২ লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা উধাও হয়ে যাওয়ার তদন্তে সিআইডির চার প্রতিনিধি দল আসে জামালপুর পোস্ট অফিসে। তদন্তে নেমে পোস্ট অফিসে দীর্ঘক্ষণ পোস্টমাস্টারের সাথে কথা বলার পর। সিআইডির চার প্রতিনিধি দল অভিযোগকারী সুরজিৎ পালের বাড়িতে পৌঁছায়। দীর্ঘক্ষণ সুরজিৎ এর পরিবারের সাথে কথা বলে এবং ভিডিওগ্রাফি করা হয় সুরজিৎ এর পরিবারের সদস্যদের কথোপকথন। তারপর আবারও পোস্ট অফিসে পৌঁছয় ওই সিআইডির টিম।

জানা গিয়েছে, বর্ধমানের জামালপুরের বাসিন্দা আবেদনকারী সুরজিৎ পেশায় ফল বিক্রেতা। বাবা রণজিৎ পাল মৃৎশিল্পী। ২০২১ সালে পোস্ট অফিসে দুজনে ১২ লক্ষ টাকা জমা করেছিলেন। ২০২২ সালে অসুস্থ মায়ের চিকিৎসা করার জন্য ওই টাকা তোলার চেষ্টা করেন সুরজিৎ। কিন্তু সেই টাকা পেতে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছেন পোস্টমাস্টার। এনিয়ে জামালপুর থানায় পোস্ট অফিসের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগ, পুলিশ কোনও পদক্ষেপ করেনি। টাকা না পাওয়ায় অসুস্থ মায়ের চিকিৎসা করাতেও পারছেন না বলে অভিযোগ। তার প্রেক্ষিতেই পুলিশের রিপোর্ট তলব করে আদালত। এদিন সেই রিপোর্টের প্রেক্ষিতে আদালতের পর্যবেক্ষণ, লোকের খাটনির টাকা। জমাতে টাকা রাখছে পোস্ট অফিসে, আর তা লোপাট হয়ে যাচ্ছে। পুলিশ কিছুই করছে না। এ ভাবে লোপাট হয়ে গেলে, আর পুলিশ কিছু না করলে মানুষের ভরসা উঠে যাবে। ক্ষোভ প্রকাশ করে প্রধান বিচারপতি। তিনি আরও বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারি প্রতিষ্ঠানে টাকা রেখে যদি এই ভাবে মানুষ প্রতারিত হয় তাহলে মানুষ যাবে কোথায়। অভিযোগকারী সুরজিৎ বলেন, 'আমাদের হাইকোর্ট ও সিআইডির ওপর ভরসা রয়েছে। আমারা আমাদের প্রাপ্য টাকা ফিরে পাব এই অপরাধের সাথে যারা যুক্ত রয়েছে তারা আইনের মাধ্যমে যথাযথ শাস্তি পাবে।'

শেয়ার সার্টিফিকেট হারানোর নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লি (কোম্পানি) কর্তৃক ইস্যুকৃত নিম্নোক্ত শেয়ার সার্টিফিকেট(গুলি) স্থানান্তরিত বা হারিয়ে গিয়েছে এবং নথিভুক্ত শেয়ার হোল্ডার(গণ) বিকল্প শেয়ার সার্টিফিকেট(গুলি) ইস্যুর জন্য আবেদন করা হয়েছে।

ক্রম নং	ফোলিও নং	নথিভুক্ত শেয়ারহোল্ডার(গণ)	সার্টি.নং	ডিস্ট. থেকে	ডিস্ট. পর্যন্ত	শেয়ার সংখ্যা
১	১০২৪৭৮৮	কৃষ্ণেন্দু নন্দী সুপ্রিয় নন্দী (প্রয়াত)	২১৮৭৬	১০৬৪৩৬২৬	১০৬৪৪০৮০	৪৫৫
২	১০৩৫৯৫১	সুপ্রিয় নন্দী (প্রয়াত) কৃষ্ণেন্দু নন্দী	৩২২৯৫	১৩৪৩৩০৭৬	১৩৪৩৩৫৩০	৪৫৫
৩	১০৩৫৯৫২	শংকর চন্দ্র নন্দী (প্রয়াত) কৃষ্ণেন্দু নন্দী	৩২২৯৬	১৩৪৩৩৫৩১	১৩৪৩৩৯৮৫	৪৫৫

যেকোনও ব্যক্তির উক্ত শেয়ার সার্টিফিকেট(গুলি) সম্পর্কে কোনও দাবি থাকলে প্রামাণ্য নথি সহ কোম্পানি বা কেফিন টেকনোলজিস লি., সেলেনিয়াম টাওয়ার বি, প্লট ৩১-৩২, গোচিবলি,ফিনান্সিয়াল ডিস্ট্রিক্ট, হায়দরাবাদ-৫০০০৩২ নিকট দাবি দাখিল করতে পারেন। এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে কোনও বৈধ এবং উপযুক্ত দাবি গৃহীত না হলে, কোম্পানি উক্ত তালিকাভুক্ত শেয়ারহোল্ডারগণের নামে বিকল্প শেয়ার সার্টিফিকেট(গুলি) ইস্যু করার প্রক্রিয়া গ্রহণ করবে এবং পরবর্তীতে কোনও ব্যক্তির দাবি গ্রাহ্য হবে না।

শেয়ারহোল্ডার এর নাম : **শঙ্কর চন্দ্র নন্দী (প্রয়াত)**
তারিখ : **০৬.০৩.২০২৫** — শেয়ারহোল্ডারের নাম : **কৃষ্ণেন্দু নন্দী**
স্থান : **কলকাতা** — শেয়ারহোল্ডারের নামে : **সুপ্রিয় নন্দী (প্রয়াত)**

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
Central Bank of India

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
[দ্রষ্টব্য রুল ৮(১)]
পরিশিষ্ট IV

পুরুলিয়া শাখা
পি.বি. নং ৪২, সরলা বালা দেবী ম্যানসন, গঙ্গানন্দ মুখার্জি স্ট্রিট, পো. পুরুলিয়া
জেলা - পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭২৩ ১০১

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, পুরুলিয়া শাখার** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (আইন) ধারা ১৩(২) এবং ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে ০৬.১২.২০২৪ তারিখে **ঋণগ্রহীতা মেসার্স উৎকল অ্যাকোয়া ইন্ডাস্ট্রিজ (স্বত্বা : কৃষান কুমার স্বামী)** ঠিকানা - জে. কে. কলেজ রোড, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭২৩১০১ কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১৩,৫০,২৯১.০০ টাকা (তেরো লাখ পঞ্চাশ হাজার দুশো একানব্বই টাকা) ০৬.১২.২০২৪ থেকে কার্যকর মতে** পরবর্তী সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয় সহ নোটিশ পাওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **১ মার্চ ২০২৫** তারিখে।
ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**-র নিকট বকেয়া পরিমাণ **১৩,৫০,২৯১.০০ টাকা (তেরো লাখ পঞ্চাশ হাজার দুশো একানব্বই টাকা)** (০৬.১২.২০২৪ পর্যন্ত মূল এবং সুদ সহ বকেয়া) ০৬.১২.২০২৪ থেকে সুদ এবং চার্জ সহ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

বন্ধকদাতার নাম	কিষাণ কুমার স্বামী, মেসার্স উৎকল অ্যাকোয়া ইন্ডাস্ট্রিজ, রাঘবপুর, পো : রাঘবপুর, প্লট নং ২০৪/পি, জেএল নং ২৬০/৬৬, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন ৭২৩১০১
বন্ধকদাতার ঠিকানা	**মেসার্স উৎকল অ্যাকোয়া ইন্ডাস্ট্রিজ** রাঘবপুর, পো : রাঘবপুর, প্লট নং ২০৪/পি, জেএল নং ২৬০/৬৬, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন ৭২৩১০১
সম্পত্তির সম্পূর্ণ বিবরণ	দলিল তারিখ : **বিক্রয় দলিল নং ১-২৯৮৫ তারিখ ১৩/০৯/২০১১,** প্লট নং ২০৪ পি, আরএস খতিয়ান নং ৫১৮, জেএল নং ২৬০/৬৬, এরিয়া ৫৬ ডেসিমেল, মৌজা : রাঘবপুর, থানা : পুরুলিয়া।
চৌহদ্দি	উত্তরে : আরএস প্লট নং ২০৪ দক্ষিণে : আরএস প্লট নং ২০৪ পূর্বে : ১০ রোড পশ্চিমে : দেবু বারুই এর জমি।

তারিখ : ০১.০৩.২০২৫
স্থান : পুরুলিয়া
অনুমোদিত অফিসার
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060, 9831919791

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

পাঁচগ্রাম শাখা
গ্রাম - পাঁচগ্রাম হাটতলা, পো. পাঁচগ্রাম
থানা - নবগ্রাম, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ
পিন - ৭৪২১৮৪

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) এবং ৯(১)]
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে
এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট যা নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে **"যেখানে যেমন অছে", "যেখানে যা আছে", এবং "যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে" ২৬.০৩.২০২৫ অনুযায়ী, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, পাঁচগ্রাম শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা) ৬৬,২৫,৭৭৮.০০ টাকা** (ছেষট্টি লাখ পঁচিশ হাজার সাতশ আটাত্তর টাকা) (বিবি + এমওআই = ৪০,৪৬,১১৪.০৭ টাকা + ২৫,৭৯,৬৬৩.৯৩ টাকা) **০৫.০৩.২০২৫** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় আদায়ের জন্য **ঋণগ্রহীতা : মেসার্স স্ট্রাকচার ব্রিক ফ্যাক্টরি, স্বত্বাধিকারী : কমল হাসান,** গ্রাম - নিধিয়া, পো. উজিরপুর, থানা - নলহাটি, জেলা - বীরভূম, পিন - ৭৩১২৩৭ কাছ থেকে।
ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	ক) ১. **ঋণগ্রহীতা : মেসার্স স্ট্রাকচার ব্রিক ফ্যাক্টরি স্বত্বাধিকারী : কামাল হাসান** গ্রাম : নিধিয়া, পো : উজিরপুর, থানা : নলহাটি, জেলা : বীরভূম, পিন : ৭৩১২৩৭। ২. **স্বত্বাধিকারী এবং জামিনদাতা তথা বন্ধকদাতা : কামাল হাসান,** পিতা : কাবেজ শেখ, গ্রাম : নিধিয়া, পো : উজিরপুর, থানা : নলহাটি, জেলা : বীরভূম, পিন : ৭৩১২৩৭। **খ) পাঁচগ্রাম শাখা।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত নির্মাণ, **শ্রী কামাল হাসান** এর নামে, মৌজা আশুরিয়া, জেএল নং ১৩২, এলআর খতিয়ান নং ২১৮৩, এলআর প্লট নং ১৫৩৬, জমির এরিয়া : ২০ ডেসিমেল, গ্রাম : নিধিয়া, পো : উজিরপুর, থানা : নলহাটি, জেলা : বীরভূম, পিন : ৭৩১২৩৭, পশ্চিমবঙ্গ, শ্রেণি : বাস্ত, উল্লেখ্য স্বত্ব দলিল ১৬৪৭ তারিখ ১৪.০২.২০১৯, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর নলহাটি। **চৌহদ্দি** : উত্তরে কাবেজ শেখ এর জমি, দক্ষিণে : ভেলু শেখ এর জমি, পূর্বে : বলদেব এর জমি, পশ্চিমে : রাজ্য হাইওয়ে।	**৬৬,২৫,৭৭৮.০০ টাকা** (ছেষট্টি লাখ পঁচিশ হাজার সাতশ আটাত্তর টাকা) (বিবি + এমওআই = ৪০,৪৬,১১৪.০৭ টাকা + ২৫,৭৯,৬৬৩.৯৩ টাকা) **০৫.০৩.২০২৫** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) **২৭.৯৫ লাখ টাকা (*)** (সাতাশ লাখ পঁচানব্বই হাজার টাকা) খ) **২.৭৯৫ লাখ টাকা** (দুই লাখ উনআশি হাজার পাঁচশ টাকা) গ) **১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা) ঘ) **IDIB30401703017** ঙ) **ব্যাঙ্কের জানা নেই** চ) **স্বত্ব দখলীকৃত**

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২৬.০৩.২০২৫, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **https://baanknet.com** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ ইমেল আইডি : support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পলাইন নম্বরে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এর জন্য পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য যোগাযোগ করুন **support.BAANKNET@psballiance.com**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০**-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/আইনি উত্তরাধিকারী(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ - ০৫.০৩.২০২৫/স্থান : পাঁচগ্রাম — অনুমোদিত অফিসার/ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট শাখা
বি-৮/৩৫ (সিএ) আইটিআই মোড়, ঘোষপাড়া কল্যাণী
পো. কল্যাণী, জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১২৩৫
পশ্চিমবঙ্গ

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) এবং ৯(১)]
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে
এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট যা নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে **"যেখানে যেমন অছে", "যেখানে যা আছে", এবং "যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে" ২৬.০৩.২০২৫ অনুযায়ী, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা) ২,৮২,৯০,১৯০.০০ টাকা** (দুই কোটি বিরাশি লাখ নব্বই হাজার একশ নব্বই টাকা) (বিবি + এমওআই = ১,৯৩,৮৭,০৩০.৮৭ টাকা + ৮৯,০৩,১৫৯.১৩ টাকা) **০৫.০৩.২০২৫** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় আদায়ের জন্য **মেসার্স এস ডি এন্টারপ্রাইজ (অংশীদার ১ : শ্রী সঞ্জয় কুমার বিশ্বাস এবং অংশীদার ২ : শ্রীমতী দিপালী বিশ্বাস) (ঋণগ্রহীতা)** বাগমোর রানি রাসমণি ঘাট রোড, কাঁচড়াপাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩১৪৫ কাছ থেকে।
ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	ক) ১. **শ্রীমতী দিপালী বিশ্বাস,** স্বামী- শ্রী সঞ্জয় কুমার বিশ্বাস **(এইচবিএল- ৫০১৭৬৬৬৬৮৩০ এবং (এইচবিএল -৫০২৯১৯২৪০০৬-এর ঋণগ্রহীতা তথা জামিনদার তথা বন্ধকদাতা)** বাগমোড় রানী রাসমনি ঘাট রোড, কাঁচরাপাড়া উত্তর ২৪ পরগণা, পিন - ৭৪৩ ১৪৫। ২. **শ্রী সঞ্জয় কুমার বিশ্বাস,** পিতা- শম্ভুচরণ বিশ্বাস **(এইচবিএল -৫০১৭৬৬৬৬৮৩০ এবং এইচবিএল -৫০২৯১৯২৪০০৬-এর ঋণগ্রহীতা তথা জামিনদার)** বাগমোড় রানী রাসমনি ঘাট রোড, কাঁচরাপাড়া উত্তর ২৪ পরগণা, পিন - ৭৪৩ ১৪৫। ৩. **মেসার্স এস.ডি. এন্টারপ্রাইজ (অংশীদার ১- শ্রী সঞ্জয় কুমার বিশ্বাস এবং অংশীদার ২- শ্রীমতী দীপালি বিশ্বাস) (ঋণগ্রহীতা)** বাগমোড় রানী রাসমনি ঘাট রোড, কাঁচরাপাড়া উত্তর ২৪ পরগণা, পিন - ৭৪৩ ১৪৫। ৪. **শ্রী সঞ্জয় কুমার বিশ্বাস,** পিতা- শম্ভুচরণ বিশ্বাস **(মেসার্স এস.ডি. এন্টারপ্রাইজের অংশীদার তথা জামিনদার)** বাগমোড় রানী রাশমনি ঘাট রোড, কাঁচরাপাড়া উত্তর ২৪ পরগণা, পিন - ৭৪৩ ১৪৫। ৫. **শ্রীমতী দিপালী বিশ্বাস,** স্বামী-শ্রী সঞ্জয় কুমার বিশ্বাস **(মেসার্স এস.ডি. এন্টারপ্রাইজের অংশীদার তথা জামিনদার তথা বন্ধকদাতা)** বাগমোড় রানী রাশমনি ঘাট রোড, কাঁচরাপাড়া উত্তর ২৪ পরগণা, পিন - ৭৪৩ ১৪৫। **খ) কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট শাখা**	**শ্রীমতী দিপালী বিশ্বাস** স্বামী- সঞ্জয় কুমার বিশ্বাস এর জমি ও বিল্ডিং এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার ৩১.০১.২০১৩ তারিখের বিক্রয় দলিল নং ৮৩১ এবং ৩১.০১.২০১৩ তারিখের বিক্রয় দলিল নং ৮৩২ হোল্ডিং নং- ৭১/৫৯/৮০ বাগমোড় রাণী রাশমনি ঘাট রোড, পোস্ট - কাঁচরাপাড়া, থানা- বিজপুর, জেলা - উত্তর ২৪ পরগণা, হালিশহর পৌরসভার অধীনে ওয়ার্ড নং ২, এলাকা ৩.১২৫ কাঠা (মোট এলাকা ৪৪২৫ বর্গফুট)। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত**-উত্তর - ২০' প্রশস্ত রানী রাসমনি ঘাট রোড, দক্ষিণ - পৌর ড্রেন, পূর্ব - ১০' প্রশস্ত রাস্তা, পশ্চিম - পৌর ড্রেন দ্বারা।	**২,৮২,৯০,১৯০.০০ টাকা** (দুই কোটি বিরাশি লাখ নব্বই হাজার একশ নব্বই টাকা) (বিবি + এমওআই = ১,৯৩,৮৭,০৩০.৮৭ টাকা + ৮৯,০৩,১৫৯.১৩ টাকা) **০৫.০৩.২০২৫** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) **১,০৬,০০,০০০.০০ টাকা (*)** (এক কোটি ছয় লাখ টাকা) খ) **১০,৬০,০০০.০০ টাকা** (দশ লাখ ষাট হাজার টাকা) গ) **৫০,০০০.০০ টাকা** (পঞ্চাশ হাজার টাকা) ঘ) **IDIB30101515060** ঙ) **ব্যাঙ্কের কাছে অজানা** চ) **স্বত্ব দখল**

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২৬.০৩.২০২৫, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **https://baanknet.com** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ ইমেল আইডি : support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পলাইন নম্বরে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এর জন্য পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য যোগাযোগ করুন **support.BAANKNET@psballiance.com**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০**-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/অংশীদার(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ - ০৫.০৩.২০২৫/স্থান : কল্যাণী আই. ই. — অনুমোদিত অফিসার/ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

বহরমপুর মেন শাখা
৩১৫, নেতাজি রোড, পো. খাগরা
থানা - বহরমপুর
জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১০৩

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬)]
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে
এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট যা নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে **"যেখানে যেমন অছে", "যেখানে যা আছে", এবং "যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে" ২৬.০৩.২০২৫ অনুযায়ী, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, বহরমপুর মেন শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা) ২১,১৬,৮২১.০০ টাকা** (একুশ লাখ ষোলো হাজার আটশ একুশ টাকা) **(বিবি + এমওআই = ১৯,৮৪,৫৮৯.০০ টাকা + ১,৩২,২৩২.০০ টাকা) ০৫.০৩.২০২৫** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় আদায়ের জন্য **শ্রীমতী শ্যামলী মৈত্র,** ৪/১, কুঞ্জ আবাসন, ৫৩, নয়া সড়ক রোড, গোরাবাজার সাময়কি দোকানের নিকট, পো. এবং থানা - বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ পিন - ৭৪২১০১ **আরও ঠিকানা** - "নিধি টাওয়ার" ফ্ল্যাট নং - ২-০, ৩য় তল, ৩৯/১, রসগঞ্জ রোড, পো. কাশিমবাজার রাজ, বহরমপুর পুরসভা অধীন, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২১০২ কাছ থেকে।
ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	ক) **ঋণগ্রহীতা তথা বন্ধকদাতা : শ্রীমতি শ্যামলী মৈত্র** স্বামী শ্রী প্রবীর কুমার মৈত্র **সহ-ঋণগ্রহীতা তথা বন্ধকদাতা : নিবির মৈত্র** পিতা শ্রী প্রবীর কুমার মৈত্র **উভয়ের ঠিকানা :** ৪/১, কুঞ্জ আবাসন, ৫৩, নয়া সড়ক রোড, সাময়কি শপ গোরাবাজারের নিকট, পো এবং থানা : বহরমপুর, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪২১০১, **আরও ঠিকানা :** নিধি টাওয়ার, ফ্ল্যাট নং ২-ও, ৩য় তল, ৩৯/১, রসগঞ্জ রোড, পো কাশিমবাজার রাজ, বহরমপুর পুরসভা অধীন, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪২১০২। খ) **বহরমপুর মেন ব্রাঞ্চ।**	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত ফ্ল্যাট অবস্থিত মৌজা : ৯৯ কালিকাপুর, খতিয়ান নং আরএস ৮০, এলআর ৭৭৮, ১০১১। ১০১৮, প্লট নং আরএস ৩৪১, আরএস ৩৪২, আরএস ৩৪৩, এলআর ৪৬৭। এলআর ৪৬৯, এলআর ৪৬৮, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৯৩৯.০৬ বর্গফুট ফ্ল্যাট নং এইচ, ৩য়তলে, ভবনের নাম নিধি টাওয়ার, বহরমপুর পুরসভা অধীন, হোল্ডিং নং ৩৯/১, রসগঞ্জ রোড, পো : কাশিমবাজার রাজ, থানা : বহরমপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪২১০২। বিক্রয় দলিল নং ১৫৯৭৪ তারিখ ১৩.১০.২০২৩, বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ১২০৩-২০২৩, পৃষ্ঠা ৩৬৭৯৯৬ থেকে ৩৬৮০২৬, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর বহরমপুর। **ভবন (নিধি টাওয়ার) এর চৌহদ্দি :** উত্তরে : বিষ্ণুপদ মুখার্জি, দক্ষিণে : রসগঞ্জ রোড, পূর্বে : হুকুম চাঁদ বাগ, পশ্চিমে : রসগঞ্জ রোড।	**২১,১৬,৮২১.০০ টাকা** (একুশ লাখ ষোলো হাজার আটশ একুশ টাকা) **(বিবি + এমওআই = ১৯,৮৪,৫৮৯.০০ টাকা + ১,৩২,২৩২.০০ টাকা)** ০৫.০৩.২০২৫ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ ব্যয় অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) **২৩,৯৩,০০০.০০ টাকা (*)** (তেইশ লাখ তিরানব্বই হাজার টাকা) খ) **২,৩৯,৩০০.০০ টাকা** (দুই লাখ উনচল্লিশ হাজার তিনশ টাকা) গ) **১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা) ঘ) **IDIB30591402464** ঙ) **ব্যাঙ্কের কাছে অজানা** চ) **স্বত্ব দখল**

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২৬.০৩.২০২৫, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **https://baanknet.com** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ ইমেল আইডি : support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পলাইন নম্বরে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এর জন্য পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য যোগাযোগ করুন **support.BAANKNET@psballiance.com**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০**-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/সহ-ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ - ০৫.০৩.২০২৫/স্থান : বহরমপুর — অনুমোদিত অফিসার/ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইংরেজিতে নকলে বাধায় শিক্ষকদের মারের অভিযোগ পরীক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: উচ্চ মাধ্যমিকের ইংরেজি পরীক্ষার দিন নকলে বাধা দেওয়ার অভিযোগে ধুন্ধুমার কাণ্ড ঘটল মালদার বৈষ্ণবনগর থানার চামাগ্রাম হাইস্কুলে। অভিযোগ, নকলে বাধা দেওয়ায় একাংশ পরীক্ষার্থীরা সংশ্লিষ্ট স্কুলের শিক্ষকদের মারধর করে বলে অভিযোগ। এমনকি অফিস ঘরের চা তৈরির গরম জল হুড়োহুড়ির মধ্যে শিক্ষকদের গায়ে পড়েও জখম হন কয়েকজন। বুধবার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সময় এমন ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে চামাগ্রাম হাইস্কুল চত্বরে। পরে ঘটনার খবর পেয়ে ওই স্কুলে পৌঁছয় বৈষ্ণবনগর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। পরবর্তীতে পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। যদিও ইংরেজি পরীক্ষা পরে সুষ্ঠু মতো সম্পন্ন হলেও, আতঙ্কে রয়েছেন সংশ্লিষ্ট স্কুলের শিক্ষক এবং শিক্ষিকারা। এই হামলার ঘটনায় ৬ জন শিক্ষক জখম হয়েছেন বলে অভিযোগ। যাদের মধ্যে দু'জনকে বৈষ্ণবনগর থানার বেদরাবাদ গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করানো হয়েছে।

এদিকে এদিন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার তদারকি করতে মালদা এসেছিলেন পশ্চিমবঙ্গ হায়ার সেকেন্ডারি বোর্ডের কাউন্সিল সভাপতি চিরঞ্জিত ভট্টাচার্য। তিনিও পরীক্ষার শেষে পরে ওই স্কুলে যান এবং সংশ্লিষ্ট স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেন। এই হামলার বিষয়টি নিয়ে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট জেলা শিক্ষা দপ্তরের কাছে চেয়ে পাঠিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ হায়ার সেকেন্ডারি বোর্ডের কাউন্সিল সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এবছর চামাগ্রাম হাইস্কুলে সিট পড়েছে কান্দিটোলা হাইমাদ্রাসা, চর সুজাপুর হাইস্কুল এবং পারলালপুর হাইস্কুলের। পরীক্ষা শুরুর সময় মেন গেটের সামনে মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে পরীক্ষার্থীদের তল্লাশি চালাচ্ছিলেন কয়েকজন শিক্ষক। সেই সময় পরীক্ষার্থীদের একাংশ তল্লাশি চালানোর প্রতিবাদ জানিয়ে আচমকায় কয়েকজন শিক্ষকের ওপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ। আর তাতেই পরীক্ষার্থী এবং সংশ্লিষ্ট স্কুল কর্তৃপক্ষ মধ্যে ধুন্ধুমার কাণ্ড ঘটে যায়। পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ।

চামাগ্রাম হাইস্কুলের সহকারী শিক্ষক বিলাশচন্দ্র মণ্ডল জানিয়েছেন, এদিন ইংরেজি পরীক্ষা ছিল। পরীক্ষা শুরুর আগে স্কুলের মেনগেট দিয়ে পরীক্ষার্থীরা যখন প্রবেশ করছিল, তখন মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে কয়েকজন শিক্ষক তাদের তল্লাশি চালাচ্ছিলেন। সেই সময় তল্লাশি চালাতে বাধা দেয় একাংশ পরীক্ষার্থী। তখনই হুড়োহুড়ি শুরু হয় এবং সে সময় কয়েকজন শিক্ষকের ওপর একাংশ পরীক্ষার্থী হামলা চালায় বলে অভিযোগ। তখনকার মতো বিষয়টি মিটে গেলেও পরীক্ষা শুরুর কিছুক্ষণ আগেই হঠাৎ করে একদল পরীক্ষার্থী স্কুলের অফিস ঘরে ঢুকেই গোলমাল শুরু করে। প্রতিবাদ করাতেই শিক্ষকদের ওপর হামলা চালানো হয়। কয়েকজন শিক্ষককে মারধর করা হয়। সেই সময় টেবিলের চা তৈরির জন্য গামলায় গরম জল ছিল। সেটিও কয়েকজন শিক্ষকদের গায়ে এসে পড়ে।

চামাগ্রাম হাই স্কুলের শিক্ষকদের বক্তব্য, পরীক্ষার্থীদের হামলার ঘটনায় রীতিমত আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি সামাল দিয়েছে ঠিকই। কিন্তু পরবর্তী পরীক্ষাগুলিতে এমন ঘটনা ঘটার আশঙ্কা রয়েছে। রীতিমতো নকলে বাধা দেওয়ার কারণেই এদিন একাংশ পরীক্ষার্থীরা এই অশান্তি সৃষ্টি করেছে। পুরো বিষয়টি জেলা শিক্ষা দপ্তরকে জানানো হয়েছে।

এই ঘটনার পর এদিন দুপুরে চামাগ্রাম হাইস্কুলে গিয়ে পৌঁছয় পশ্চিমবঙ্গ হায়ার সেকেন্ডারি বোর্ডের কাউন্সিল সভাপতি চিরঞ্জিত ভট্টাচার্য। কথা বলেন সংশ্লিষ্ট স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকাদের সঙ্গে। চিরঞ্জীববাবু বলেন, 'ঘটনাটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। এমন ঘটনা কখনও আশা করা যায় না। শিক্ষকেরা পরীক্ষার্থীদের নকলে বাধা দেওয়ার জন্যই তল্লাশি চালানোর কাজ করেছেন। কিন্তু হঠাৎ করে শিক্ষকদের ওপর একাংশ পরীক্ষার্থীদের হামলা সেটা অত্যন্ত জঘন্য কাজ। ইতিমধ্যে জেলা শিক্ষা দপ্তরের কাছে পুরো রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছি। সবদিক দিয়ে বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। এই ঘটনার পিছনে বহিরাগত কেউ যুক্ত রয়েছে কিনা সেটিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

ফের ধসের আতঙ্ক খনি অঞ্চলে, দু'দিন জীবনের ঝুঁকিতে রাত্রিবাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: ফের ধসের আতঙ্ক খনি অঞ্চলে, আতঙ্কে এলাকা ছাড়ার পরিস্থিতি স্থানীয়দের। অণ্ডালের খাস কাজোড়া কোলিয়ারি এলাকার পিটি কাজোড়া এলাকার একটা বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুল ধসের কবলে। আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়। দিনের বেলায় স্কুল চলাকালীন ধসের ঘটনা ঘটলে বড়সড়ো বিপদ হতে পারতো বলে আশঙ্কা স্থানীয়দের। মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে।

ধসের তীব্রতা এতটাই যে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার পর আশপাশের মানুষ বাড়ি ছাড়তে শুরু করেছেন, ধসের কারণে প্রচণ্ড মাটি ফাটার শব্দে আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দা প্রদীপ পোদ্দার ও তৃণমূল নেতা মলয় চক্রবর্তী, বিজয় ও অধিকারীরা জানান, খনির নীচে কয়লা বের করে নেওয়ার পর সেই শূন্যস্থানে সঠিক ভাবে বালি ভরাট করার ব্যবস্থা থাকে ইসিএল কর্তৃপক্ষের কিন্তু সঠিক ভাবে বালি ভরাট না করে বালির বিকল্প হিসাবে এক ধরনের ডাস্ট ব্যবহার করার কারণেই খনি এলাকায় বিভিন্ন জায়গায় বারবার ধসের ঘটনা ঘটছে বলে অভিযোগ।

ধসের কারণে এলাকায় অবস্থিত একটি বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুল সম্পূর্ণভাবে ধসে পড়েছে। স্কুল এবং আশেপাশে ২০ মিটারের মধ্যে রয়েছে জনবসতি এলাকা।ধসের কারণে একটা বাড়ির ছাদ ভেঙে পড়ে চাপা পড়েছে চার চাকা গাড়ি, বাইক ও অনেক মূল্যবান সামগ্রী বলে জানান বাড়ির মালিক মোহাম্মদ আজহারউদ্দিন। স্থানীয় বাসিন্দা আনন্দ বার্নওয়াল জানান, যেভাবে এলাকায় ধস হয়েছে তাতে স্বাভাবিক কারণেই আতঙ্ক ছড়িয়েছে। তিনি বলেন মঙ্গলবার রাতে ধসের ঘটনার পর ইসিএল আধিকারিক রা তাঁদের এলাকা ছেড়ে অন্যত্র চলে যাবার পরামর্শ দেন। কিন্তু স্থানীয়দের প্রশ্ন অন্য কোন জায়গায় তারা থাকবেন? স্ত্রী পুত্র মা বাবা নিয়ে কি গাছ তলায় থাকবেন তারা? এ বিষয়ে ইসিএলের তারফে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। একপ্রকার জীবনের ঝুঁকি নিয়েই রাত্রিবাস করছেন তাঁরা।

বুধবার সকালেও এলাকার মানুষের চোখে মুখে দেখা যাচ্ছে আতঙ্কের ছাপ। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি এলাকা যদি ধস প্রবন হয় তাহলে ইসিএল কর্তৃপক্ষ আগাম কেন নোটিশ দিল না এলাকাবাসীদের? এলাকার যে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলটির সম্পূর্ণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে গতকাল বেলা বারোটা পর্যন্ত স্কুলে বিদ্যার্থীরা ক্লাস করেছে। স্থানীয়বাসিন্দাদের অভিযোগ যদি ক্লাস চলাকালীন দুর্ঘটনা ঘটতো তা হলে কতগুলি খুদে প্রাণ হয়তো অকালেই চলে যেত, তার দায়ী কে নিত ?

যদিও বুধবার সকালেও কোনও ইসিএল আধিকারিকের দেখা মেলেনি ধসপ্রবণ এলাকায়। তা হলে এটা প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক এতগুলো মানুষকে এক প্রকার মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে ইসিএল। মঙ্গলবার থেকে ধসের প্রবণতা বাড়ছে ধীরে ধীরে এলাকায় আরও ধসের ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা স্থানীয়দের। আর তাতে যদি কোন প্রাণহানি হয় তা হলে তার দায় ইসিএলকেই নিতে হবে বলে অভিযোগ। স্থানীয়দের একটাই দাবি, ধসপ্রবণ এই এলাকায় যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে তাতে তাদের অবিলম্বে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে ইসিএল কর্তৃপক্ষকে।

শাসক কাউন্সিলরের তদারকি, তিন ভুয়ো ভোটারের হদিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ইংরেজবাজার পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল দলের কাউন্সিলর ভোটার কার্ড তদারকি চালাতে গিয়ে তিন ভুয়ো ভোটারদের হদিশ পেলেন। সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের শরৎপল্লি এলাকায় বিহারের তিন ভোটারের নাম রয়েছে বলেও জানতে পেরেছেন তৃণমূল দলের ওই কাউন্সিলর। বিষয়টি সামনে আসতেই রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে মালদায়। জেলা সদর শহর ইংরেজবাজারেই বিহারের তিন বাসিন্দার ভুয়ো ভোটার কিভাবে হলো তা নিয়েও শুরু হয়েছে রাজনৈতিক সমালোচনা। বুধবার সকালে নিজের ওয়ার্ডেই দলের কর্মীদের নিয়ে ভোটার কার্ডের তদারকির জন্য বাড়ি বাড়ি যান তৃণমূল দলের কাউন্সিলর নিবেদিতা কুন্ডু। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্বামী তথা তৃণমূলের জেলার মুখাপাত্র আশীষ কুন্ডুও। শরৎপল্লী এলাকার জনৈক বাসিন্দা সুব্রত চৌধুরী বাড়ির ঠিকানাতে উদ্ধার হয় বিহারের ওই তিন ভুয়ো ভোটার কার্ড ।এরপরই স্থানীয় বাসিন্দা সুব্রতবাবুর সঙ্গে কথা বলেন সংশ্লিষ্ট এলাকার কাউন্সিলর এবং দলের অন্যান্য কর্মকর্তারা।

১৮ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল দলের কাউন্সিলর নিবেদিতা কুন্ডু বলেন, বিহারের বাসিন্দা আদিত্য চৌধুরী, ত্রিপুরা চৌধুরী এবং বিন্ধানাথ চৌধুরী এই তিনজন বিহারের বাসিন্দা। অথচ ইংরেজবাজারের শরৎপল্লী এলাকায় এই তিন বিহারের বাসিন্দার ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে। তাদের ঠিকানা দেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দা সুব্রত চৌধুরীর বাড়ির নামে। ভোটার হেল্পলাইনে থেকেই এই তথ্য জানার পরই এদিন সুব্রত চৌধুরীর বাড়িতে যায় এবং তাঁর সঙ্গে কথা বলি। কিন্তু তিনিও এব্যাপারে কিছু জানাতে পারেন নি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি নির্দেশ দিয়েছেন বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার কার্ডের তদারকি করার। সেই কাজ শুরু করাতেই এদিন এই তিনটি ভুয়ো ভোটারের হদিস মিলেছে। এই ঘটনার পিছনে বিজেপি ষড়যন্ত্র রয়েছে বলেও আমাদের ধারণা । বিষয়টি প্রশাসনকে জানানো হয়েছে।

স্থানীয় কাউন্সিলরের স্বামীর তথা তৃণমূলের জেলার মুখপাত্র আশীষ কুন্ডু বলেন, সম্প্রতি কলকাতা নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে মুখ্যমন্ত্রীর সভা থেকেই ভুয়ো ভোটার ধরার জন্যই মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে খোঁজখবর নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই মতোই কাজ শুরু করা হয় । এদিন ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের বিহারের তিনজন ভোটারের হদিস মিলেছে। তাদের ভোটার কার্ডের এপিক নম্বরও আলাদা রয়েছে বলে জানতে পেরেছি। কিভাবে বিহারের এই তিন বাসিন্দা এখানে এসে ভোটার তালিকায় নাম তুললো সেব্যাপারেও বুঝে উঠতে পারছি না। পুরো বিষয়টি প্রশাসনকে জানানো হয়েছে। তবে এই ঘটনার পিছনে বিজেপির মদত রয়েছে।

এদিকে শরৎপল্লি এলাকার বাসিন্দা সুব্রত চৌধুরী জানিয়েছেন, তাঁর পরিবারের স্ত্রী সহ চারজন সদস্য রয়েছেন। বিহারের এই তিনজনের সম্পর্কে তাদের কিছু জানা নেই। বাড়িভাড়াও তাঁরা দেন না। এদিন কাউন্সিলর এসেছিলেন। তাঁকে সমস্ত ঘটনার কথা বলা হয়েছে। বাকিটা প্রশাসন তদন্ত করে দেখবে। বিজেপির জেলা সহ সভাপতি অজয় গাঙ্গুলি জানিয়েছেন, বিজেপির বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তোলা হচ্ছে তা ঠিক নয়। ভুয়ো ভোটার ধরার নামে তৃণমূল নাটক করছে। বিভিন্ন এলাকার জনপ্রতিনিধিরা বাড়ির মালিকদের সাজিয়েই এই ধরনের মিথ্যা গল্প তৈরি করছে।

ধৃত সুতন্দ্রার গাড়ির চালককে নিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণ পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: পানাগড়ে সড়ক দুর্ঘটনায় চন্দননগরের যুবতীর মৃত্যুর ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে সুতন্দ্রার গাড়ির চালক ধৃত রাজদেও শর্মাকে নিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করে কাঁকসা থানার পুলিশ। বুধবার বিকেলে তাকে নিয়ে প্রথমে গলসির যে পেট্রোল পাম্পে তেল ভরা হয়, সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে ওঠার পর কোন জায়গায় বাবলু যাদবের গাড়ির কাছাকাছি যায় তাদের গাড়ি। সেই সমস্ত জায়গা পুলিশকে দেখায় সুতন্দ্রার গাড়ির চালক। সেখান থেকে তাকে নিয়ে আসা হয় পানাগড় বাইপাস থেকে পানাগড় ঢোকার মুখে পুরাতন জাতীয় সড়কে।সেখানে ঘটনার দিন কি ঘটেছিল তা পুনর্নির্মাণ করে পুলিশ। তারপর তাকে ঘটনাস্থলে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কী ভাবে গত ২৩ তারিখে র মাঝ রাতে ঘটেছিল তা পুলিশের দুটি গাড়িকে নিয়ে পুনর্নির্মাণ করা হয়। ঠিক একই ভাবে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করা হয়েছিল ওপর গাড়ির চালক তথা গাড়ির মালিক বাবলু যাদবকে নিয়ে।

বাবলু যাদবের বিরুদ্ধে যে সমস্ত ধারা দেওয়া হয়েছে। একই ধারা দেওয়া হয়েছে সুতন্দ্রার গাড়ির চালকের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার রাজদেও শর্মাকে গ্রেপ্তার করে মহকুমা আদালতে পেশ করার পর। মহকুমা আদালতের বিচারক তাকে চার দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেয়। সেইমতো ধৃত রাজদেও শর্মাকে নিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করে পুলিশ।

জানা গিয়েছে, এখনও পর্যন্ত দু'টি গাড়ির রেষারেষির জেরেই দুর্ঘটনায় গত ২৩ তারিখে মধ্য রাতে মৃত্যু হয় চন্দন নগরের বাসিন্দা তথা নৃত্যশিল্পী সুতন্দ্রা চ্যাটার্জির। দু'টি গাড়ির রেষারেষির পাশাপাশি বাবলু যাদবের বিরুদ্ধে সুতন্দ্রাকে লক্ষ্য করে ইভটিজিং করার অভিযোগ ওঠে। ঘটনার পর এলাকা ছাড়া থাকে পানাগড়ের বাসিন্দা বাবলু যাদব। পরে ৪দিনের মাথায় তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাকে ২দিনের পুলিশ হেপাজতে নিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করার পাশাপাশি সুতন্দ্রার গাড়ির চালককে নিয়েও একই ভাবে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করে ঘটনার সত্যতা খুঁজতে তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ।

একত্রে মতুয়া মেলা করতে চাইছে ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়ির দুই পরিবার

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঠাকুরনগর: মতুয়া মেলা উপলক্ষে ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়িতে দুই পরিবারের আলাদা আলাদা নিশান উত্তোলন তবে দু'পক্ষই চাইছে একত্রে মেলা করতে। প্রতিবছর হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্মতিথি (মধুকৃষ্ণ ত্রয়োদশীতে) উত্তর ২৪ পরগনা ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়ির কামনা সাগরে

পুণ্যস্নান হয়। স্নান উপলক্ষে দূরদূরান্ত থেকে মতুয়া ভক্তরা এই দিনে ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়িতে আসেন।পূন্য স্নান উপলক্ষে ঠাকুরনগরে বসে মতুয়া ধর্ম মহামেলা। এবছর মার্চ মাসের ২৭ তারিখে সেই পুণ্যস্নান পড়েছে। বুধবার ঠাকুর বাড়িতে মতুয়া নিশান উত্তোলনের মধ্য দিয়ে মেলার সূচনা হয়। তবে মমতা ঠাকুরের অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘ এবং শান্তনু ঠাকুরের অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের পক্ষ থেকে আলাদা আলাদা নিশান উত্তোলন হয়েছে। আর সেখান থেকেই প্রশ্ন উঠছে এবছর মতুয়া ধর্ম মহামেলার রাশ কার হাতে থাকবে। তবে মমতা ঠাকুর বলেন, তিনি চাইছেন মতুয়াদের দুটি সংগঠন একত্রিতভাবে ধর্ম মহামেলা করুক। একত্রিত হবে মেলা করার বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছে।আলোচনা কোন পর্যায়ে পৌঁছবে সেটা এখনই বলা সম্ভব নয়। শান্তনু ঠাকুরের অল ইন্ডিয়া মতুয়া সঙ্গে সভাপতি রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস বলেন দুই পরিবার একত্রিত ভাবে মেলা করা নিয়ে একটা কানাঘুষো চলছে। আশা করা যায় সমস্ত অসুবিধা মিটে যাবে।

হস্তশিল্প মেলায় ভয়াবহ আগুন, পুড়ে ছাই বেশ কয়েকটি স্টল

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: বুধবার আসানসোলের পলো গ্রাউন্ডে রাজ্য সরকারের হস্তশিল্প মেলায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে। যার জেরে বেশ কয়েকটি স্টল পুড়ে ছাই হয়ে যায় এবং একাধিক দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

প্রাথমিক ভাবে অনুমান, এই মেলার ফুড স্টল থেকে আগুন লাগে। ক্ষতিগ্রস্ত ১০-১২ টা স্টলের মধ্যে অধিকাংশই খাবার স্টল। এছাড়াও কয়েকটি হস্তশিল্পের স্টল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। হস্তশিল্পীদের অভিযোগ, মেলায় কোনও দমকল গাড়ি স্থায়ী ভাবে রাখা ছিল না এবং আগুন লাগার ঘটনা বেশ কিছুক্ষণ পর দমকলের গাড়ি আসে শুধু তাই নয় মেলায় রাখা থাকা অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র বিকল ছিল। মেলায় আসা শিল্পী ও কর্মীরা বালতি করে জল দিয়ে আগুন নেভাতে চেষ্টা করেন। তাদের আরও অভিযোগ, এই মেলায় কোনও ফুড স্টল থাকার কথা নয়।

এই মেলায় আসা শিল্পীদের অভিযোগ, আগুন লাগার ফলে তাদের বহু টাকার ক্ষতি হয়েছে। (ওসি ইন্ডাস্ট্রিজ) দীক্ষি শেরপা বলেন আগুন লাগার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন। কয়েকটি দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মেলায় আসা সমস্ত স্টলের বিমা করা থাকে। যে সমস্ত স্টলের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তাদের বিমা থেকে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হবে। ফুড স্টল প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এই স্টলগুলি অনুমতি নিয়েই মেলাতে এসেছে। দমকলের গাড়ি স্থায়ীভাবে মেলা প্রাঙ্গণে না থাকার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সমস্ত ব্যাপার তদন্ত করে দেখা হবে।

দমকল আধিকারিক বলেন, রাস্তা জ্যাম থাকার কারণে গাড়ি আস্তে একটু দেরি হয় এবং স্থায়ী ভাবে গাড়ি থাকার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, মেলা চলাকালীন দিনগুলিতে পেট্রোলিং করা হয়। তবে স্থায়ী ভাবে গাড়ি না থাকা ও অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র বিকল থাকা প্রসঙ্গে দমকল আধিকারিক কোনও সদুত্তর দিতে পারেননি। আসানসোল পুরনিগমের মেয়র পরিষদ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'আমরা লিখিত ভাবে দমকল বিভাগকে মেলা প্রাঙ্গণে গাড়ি রাখার কথা জানিয়েছিলাম।'

ব্যবসায়ীর ওপর অতর্কিতে হামলার অভিযোগ, কাটারির কোপ যুবকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ব্যবসায়ীর ওপর হামলা চালিয়ে অতর্কিতে হাতের কাটারি দিয়ে একের পর এক কোপ মারার অভিযোগ উঠল স্থানীয় এক যুবকের বিরুদ্ধে। ঘটনা বাঁকুড়ার জয়পুর থানার হিজলডিহা বাজারের। ঘটনায় আহত ব্যবসায়ী দেবাশিস ঘোষকে গুরুতর আহত অবস্থায় জয়পুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাঁকুড়ার জয়পুর থানার হিজলডিহা বাজারে অন্যান্য দিনের মতোই নিজের মোট সাইকেল গ্যারেজ খুলেছিলেন দেবাশিস ঘোষ। নিজের দোকানের পাশে থাকা এক লটারি বিক্রেতার সঙ্গে তিনি গল্প করছিলেন। এই সময় সেখানে হাজির হন স্থানীয় যুবক বনমালি মাঝি। প্রথমে লটারি বিক্রেতার কাছে আসেন বনমালি। তাঁর সঙ্গে কথা বলার মাঝেই বনমালি মাঝি আচমকাই নিজের পোশাকের মধ্যে লুকিয়ে রাখা কাটারি বের করে হামলা চালায় দেবাশিস ঘোষের ওপর। একের পর এক মোট ৩ বার দেবাশিস ঘোষের ওপর কাটারির কোপ মারা হয়। এই ঘটনায় দেবাশিস ঘোষ গুরুতর আহত হন। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা আহত দেবাশিস ঘোষকে উদ্ধার করে জয়পুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। পরে সেখান থেকে আহতকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হয়। অভিযুক্ত যুবককে আটক করেছে জয়পুর থানার পুলিশ।

পরীক্ষার তৃতীয় দিন পরিদর্শনে উচ্চ মাধ্যমিক কাউন্সিল সেক্রেটারি

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাবড়া: উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার তৃতীয় দিনে পরীক্ষা কেন্দ্রে পরিদর্শনে উচ্চ মাধ্যমিক কাউন্সিল সেক্রেটারি। হাবড়া বানিপুর বাণী নিকেতন স্কুলে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার তৃতীয় দিন পরিদর্শনে আসলেন হায়ার সেকেন্ডারি(উচ্চ মাধ্যমিক)কাউন্সিল সেক্রেটারি প্রিয়দর্শিনী মল্লিক সরকারি নির্দেশ পরীক্ষা কেন্দ্রে মানা হচ্ছে কিনা তা তিনি ঘুরে দেখলেন এবং স্কুল কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বললেন। সিসিটিভি ও মেটাল ডিটেকটিভ সমস্ত ব্যবস্থা রয়েছে জানালেন তিনি পাশাপাশি রাজ্যের কোন পরীক্ষা কেন্দ্রে সমস্যা নেই এমনটাই জানালেন তিনি। এবছর পরীক্ষার্থীর সংখ্যা তুলনামূলক

কিছুটা কম পাশাপাশি অনেক ছাত্র-ছাত্রী সরকারি সাহায্য ট্যাব নিয়ে পরীক্ষায় বসেনি এই নিয়ে তিনি বলেন, 'যারা ট্যাব দিয়েছে সরকার, তারা বলতে পারবে এ ব্যাপারে আমি কিছু বলতে পারব না।'

পর্যটক বোঝাই বাস দুর্ঘটনায় আহত ৩৬

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: নারায়ণগড়ে জাতীয় সড়কের ওপর একটি পর্যটক বোঝাই বাস দুর্ঘটনার কবলে পড়ায় ৩৬ জন পর্যটক আহত হয়েছেন। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটি মঙ্গলবার রাত দুটো নাগাদ ৭৬ জন পর্যটক নিয়ে পুরী থেকে দুর্গাপুরে ফিরে আসার সময় খড়গপুর বালেশ্বর ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কের নারায়ণগড় থানার বড়মারা এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পণ্য বোঝাই একটি লরির পিছনে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনায় আহত ৩৬ জন পর্যটকের মধ্যে বেশ কয়েকজন মহিলা ও শিশু রয়েছে। ১৪ জন গুরুতর জখম হয়েছেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

জানা গিয়েছে, ২৭ ফেব্রুয়ারি দুর্গাপুর থেকে ওই বাসটিতে ৭৬ জন পর্যটক পুরী ভ্রমণের জন্য গিয়েছিলেন। ভ্রমণ করে ফেরার পথে নারায়ণগড় এলাকায় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। বাসের ভেতরে থাকা আহত পর্যটকরা জানান, সামনে থাকা লরিটি দ্রুত বেগে খড়্গপুরের দিকে আসার সময় হঠাৎ ব্রেক করলে বাসটি লরির পিছনে সজোরে ধাক্কা মারে। দুমড়ে মুচড়ে যায় টুরিস্ট বাসের সামনের অংশ দুমড়ে মুচড়ে যায়। আহত হন মোট ৩৬ জন। গুরুতর জখম হয়েছেন ১৪ জন।

রাজু প্রামানিক নামে এক পর্যটক জানান, রাত ১০টা নাগাদ বালেশ্বরে খাবার খেয়ে বাড়ি ফেরার পথে হঠাৎ একটা বিকট শব্দ হয়। বাসের মধ্যে থাকা সকলেই সামনের দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যান। চালকের সামনে বসা একজন কাঁচ ভেঙ্গে বাইরে ছিটকে পড়েন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ ও নারায়ণগড় থানার পুলিশ। ওসি সুজয় লায়েকের তত্ত্বাবধানে আহাতদের উদ্ধার করে স্থানীয় বেলদা সুপার স্পেশালিটি ও মকরামপুর গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠানো হয়। ১৪ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁদের মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। দুর্ঘটনার ফলে জাতীয় সড়কে বেশ কিছুক্ষণের জন্য যান চলাচল অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। পরে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ ও নারায়ণগড় থানার পুলিশের চেষ্টায় দুর্ঘটনাগ্রস্থ বাসটিকে সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করা হয়।

মাটি চুরির অভিযোগে ধুন্ধুমার জামুড়িয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: মাটি চুরিকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি জামুড়িয়ার বিধানসভার পড়াশিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের কুলডাঙা গ্রামে। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় জামুড়িয়া থানার কেন্দা ফাঁড়ির পুলিশ।

প্রসঙ্গত, এলাকার এক জমি মালিক উজ্জ্বল ঘোষ অভিযোগ করেন ওঁরা কর্মসূত্রে বাইরে থাকেন সেই সুযোগে এলাকার বাসিন্দা কল্যান ঘোষ নামে এক ব্যক্তি তাদের প্রায় আড়াই তিন বিঘা জমির ওপরে থাকা গাছ কেটে বিক্রি করে, সেই জমির দশ ফুট গভীর করে মাটি কেটে বিক্রি করে দিচ্ছে। খবর পেয়ে এখানে এসে মাটি কাটার সঙ্গে যুক্ত একটি ট্রাক্টর আটকায় উজ্জ্বল ঘোষের পরিবার। সেই সঙ্গে জামুড়িয়া থানার কেন্দা বাড়ির পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ এসে খালি ট্রাক্টরটি আটক করে নিয়ে যায়।

কল্যাণ ঘোষ বলেন, তার ওপর লাগানো মাটি চুরি,গাছ চুরির অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তিনি বলেন, 'আমার ট্রাক্টর ভাটাতে ইট চালায়, হয়তো ড্রাইভার বিশ্রাম নিতে বা খাবার খেতে গিয়েছিল সেখানে, সেই সময় উজ্জ্বল ঘোষের পরিবার খালি ট্রাক্টরটি আটক করে। আমি খোজ নিতে গেলে আমাকেও গালাগালি করে এবং মারধর করে।'

রবীন্দ্রনাথের সহজপাঠের গুরুত্ব বোঝাতে অভিনব প্রয়াস

মহেশ্বর চক্রবর্তী

আরামবাগ: আধুনিক শিক্ষায় ছেলে মেয়েদের গড়ে তুলতে অভিভাবকরা বেশিভাগ ক্ষেত্রে ইংরাজি মাধ্যম স্কুলে পড়ালেও আজও বাংলা ভাষা শেখার অন্যবদ্য পাঠ্য বই হলো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা সহজপাঠ। এই সহজ পাঠ বইয়ের গুরুত্ব ও বাংলা ভাষার ঐতিহ্য তুলে ধরতে গোঘাট এক নম্বর ব্লক প্রশাসন ও পঞ্চায়েত সমিতি বিভিন্ন দপ্তরের দেওয়ালে সহজ পাঠ বইটি তুলে ধরে। শিক্ষা দপ্তরের সারা বাড়ি সহজপাঠ বইয়ের লেখা থেকে শুরু করে বিখ্যাত চিত্র শিল্পী নন্দলাল বসুর চিত্রগুলি ফুটিয়ে তোলা হয়। কয়েক মাস ধরে চলে এই কাজ। যেখানে সাধারণ মানুষ বাড়িতে সুন্দর রঙ করেন সেখানে ব্লক প্রশাসন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহজপাঠ বইটি সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরতে এই উদ্যোগ নেয়। জানা গেছে, বাংলা ভাষার ঐতিহ্য ও কৃষ্টিকে আবারও মানুষের কাছে গ্রহনযোগ্য করা এবং বাংলা মাধ্যমে

পড়াশোনা করে বাংলা ও বাঙালির ঐতিহ্য তুলে ধরার জন্যই এই উদ্যোগ প্রশাসনের।

উল্লেখ্য, সহজ পাঠ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা একটি বাংলা ভাষা শেখার বই। এর দুটি সংস্করণে এই বইটি বাংলার ভাষা ও সাহিত্যের মৌলিক বিষয়গুলি বর্ণনা করে। প্রথম সংস্করণ (প্রথম ভাগ) বাংলা বর্ণমালার প্রাথমিক ধারণা, তাদের কাঠামো, উচ্চারণ শেখায় আর দ্বিতীয় সংস্করণে একটি বাক্য, অনুচ্ছেদের মধ্যে শব্দ ব্যবহার এবং ছড়ার গঠন শেখায়।

বিখ্যাত ভারতীয় শিল্পী নন্দলাল বসু দ্বারা চিত্রিত এই বই দুটি বাংলা ভাষা শেখার অগ্রদূত।সহজ পাঠ ১ম ও ২য় ভাগ প্রথম প্রকাশিত হয় শান্তিনিকেতনে ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে। এত বছর পরেও বাঙ্গালির মাতৃভাষায় শিশুপাঠ হিসেবে বই দুটির প্রয়োজন আগের মতই আছে। 'সহজ পাঠ' আজও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। বর্ণ পরিচয়, শব্দ গঠন, ভাবপ্রকাশ সব আছে সহজ পাঠে। ছোট ছোট ঘটনার গ্র্যাফিক চিত্র দিয়ে ভরা পাঠগুলি। শিশুর মন সহজেই নিবেশিত হয় পাঠে। এতে শুধু লিখ তে পড়তে সক্ষমতা বিকাশের বিচার হয় না, ভাষা থেকে ভাষা শিল্পের অর্থাৎ সাহিত্যের বোধ জন্মায় শিশুর। এখানেই রবীন্দ্রনাথের সহজ পাঠের মহত্ব ও অভিনবত্ব।

এই বিষয়ে গোঘাটের বিশিষ্ট শিক্ষক অরুণাভ রায় বলেন, 'রবীন্দ্রনাথ আমাদের প্রাণের কবি। তাঁর লেখা সহজপাঠ এখনও শিশুদের পাঠ্য হিসাবে পড়ানো হয়। বিখ্যাত চিত্র শিল্পী নন্দলাল বসুর আঁকা ছবি রয়েছে ওই বইয়ে, যা শিশুদের সহজেই বাংলা ভাষা শিখ তে আগ্রহী করে তোলে। আমরা যারা শিক্ষক তারাও এই বইয়ের মাধ্যমে সহজেই শিশুদের বাংলা ভাষা জ্ঞান গড়ে তুলি। গোঘাট এক নম্বর ব্লক প্রসাশনের শিক্ষা দপ্তরের দেওয়ালে এই সহজপাঠ বইটি অঙ্কনের মাধ্যমে তুলে ধরা খুবই প্রশংসাযোগ্য।'

এই বিষয়ে গোঘাট এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ অন্যন্যা পাল বলেন, 'বিডিও অফিসে প্রত্যেক দিন কয়েকশো লোক আসেন। তাদের মধ্যে সহজপাঠের গুরুত্ব তুলে ধরতেই এই প্রয়াস। তাছাড়া বাংলা ভাষার প্রতি ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ সৃষ্টি করতেই এই আবেদন প্রশাসনিক দপ্তরে। সহজপাঠ বাঙালির মননে রয়েছে।'

প্রোটিয়াদের দুরমুশ করে ফাইনালে নিউ জিল্যান্ড

রবিবাসরীয় লড়াই কোহলি বনাম কিউয়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি: নজির গড়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে উঠল নিউ জিল্যান্ড। রানের পাহাড় গড়ে প্রথমেই প্রতিপক্ষকে চাপে ফেলে দিয়েছিল কিউয়ি ব্রিগেড। কেন উইলিয়ামসন এবং রাচীন রবীন্দ্রর জোড়া সেঞ্চুরির ধাক্কা আর সামলাতে পারল না দক্ষিণ আফ্রিকা। ডেভিড মিলার মরিয়া চেষ্টা করলেও ফাইনালের টিকিট মিলল না প্রোটিয়াদের ভাগ্যে।

চিরকালের চোকার্স। একটার পর একটা আইসিসি টুর্নামেন্ট যায়, আর এই শব্দবন্ধ বসে যায় দক্ষিণ আফ্রিকার নামের সঙ্গে। ওয়ানডে বিশ্বকাপ, টি-২০ বিশ্বকাপ, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি-গত দেড় বছরে প্রত্যেকটা টুর্নামেন্টে দাপট দেখিয়েছে প্রোটিয়া ব্রিগেড। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চাপের মুখে ভেঙে পড়েছে গোটা দল। ট্রফি জয়ের স্বপ্ন অধরা থেকে গিয়েছে। সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল বুধবারের লাহোরেও।

এদিন টসে জিতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন নিউ জিল্যান্ড অধিনায়ক মিচেল স্যান্টনার। পাওয়ার প্লে চলাকালীনই আউট হয়ে যান ফর্মে থাকা ওপেনার উইল ইয়ং। কিন্তু দলের ইনিংস গড়ার দায়িত্ব নেন রাচীন এবং উইলিয়ামসন। ১৬৪ রানের জুটি গড়ে বড় রানের ভিত গড়েন। শেষ পর্যন্ত দুজনের ব্যাট থেকেই আসে সেঞ্চুরি। ওপেন করতে নেমে রাচীনের সেঞ্চুরি এল ৯৩ বলে। তবে ১০১ বলে ১০৮ রান করে আউট হন তিনি। উইলিয়ামসন বাউন্ডারি মেরে সেঞ্চুরি পূরণ করেন মাত্র ৯১ বলে। নির্ধারিত ৫০ ওভার শেষে ৩৬২ রানে থামল কিউয়ি ইনিংস। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ইতিহাসে এটাই এক ইনিংসে সর্বোচ্চ স্কোর।

৩৬৩ রানের পাহাড় তাড়া করতে হলেও ইনিংসের শুরুতে বেশ আত্মবিশ্বাসী ছিলেন প্রোটিয়া ব্যাটাররা। কিন্তু রানের গতি বাড়াতে না পেরে কার্যত উইকেট ছুড়ে দেন। ৭১ বলে মাত্র ৫৬ রানের মন্থর ইনিংস খেলেন টেম্বা বাভুমা।

৬৯ রান আসে রাসি ভ্যান ডার ডুসেনের ব্যাট থেকে। এছাড়া ব্যাটিং লাইন আপের সকলেই ব্যর্থ। টেলএন্ডারদের সঙ্গী করে একটা মরিয়া লড়াই চালিয়েছিলেন মিলার, তবে ততক্ষণে ম্যাচ হাতের বাইরে। ম্যাচের শেষ বলে সেঞ্চুরি করলেন মিলার। কিন্তু শেষ চারের যুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকাকে দুরমুশ করে ফাইনালে উঠল নিউ জিল্যান্ড। খেতাবি লড়াইয়ে ভারতের বিরুদ্ধে নামবেন স্যান্টনাররা।

সৌরভের নজির ছুঁলেন নিউ জিল্যান্ডের রাচিন

নিজস্ব প্রতিনিধি: একই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে দু'টি শতরান করার নজির গড়লেন রাচিন রবীন্দ্র। এর আগে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে শতরান করেছিলেন তিনি। এ বার সেমিফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে শতরান করলেন। একই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে দু'টি শতরান করে ফেললেন তিনি। এর আগে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় একই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে দু'টি শতরান করেছিলেন। তালিকায় রয়েছেন আরও এক ভারতীয়।

একই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে একাধিক শতরান করার নজির ছিল সাত ব্যাটারের। সেই তালিকায় এ বার যোগ হল রাচিনের নাম। ২০০০ সালে সৌরভ একই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে দু'টি শতরান করেছিলেন। ২০১৫ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে একই নজির গড়েছিলেন শিখর ধাওয়ান। ভারতের সেই দুই ক্রিকেটারের সঙ্গে একই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে একাধিক শতরান করার নজির গড়েছিলেন ক্রিস গেল (২০০৬), সৈয়দ আনওয়ার (২০০০), হার্শেল গিবস (২০০২), উপুল থরঙ্গা (২০০৬) এবং শেন ওয়াটসন (২০০৯)। এর মধ্যে গেল একই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে তিনটি শতরান করার রেকর্ড গড়েছিলেন। যা এখনও কেউ ছুঁতে পারেননি।

দক্ষিণ আফ্রিকার বোলিং আক্রমণের বিরুদ্ধে বুধবার রাচিনের দাপট দেখল লাহোর। ১০১ বলে ১০৮ রানের ইনিংস খেলেন তিনি। এর মধ্যে ১৩টি চার এবং একটি ছক্কাও মারেন। রাচিন এবং কেন উইলিয়ামসনের (১০২) ব্যাটে ভর করে ৩৬২ রান তোলে নিউ জল্যিান্ড। যা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে রেকর্ড। তাঁরা ভেঙে দেন অস্ট্রেলিয়ার ৩৫৬ রানের রেকর্ড।

সিএবির কর্তাদের ব্যর্থতায় বঞ্চিত কলকাতা

আইপিএল ক্যাপ্টেন্স মিটিং চলে গেল মুম্বইতে

অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়

আইসিসির কোনও টুর্নামেন্টে ইডেনে ম্যাচ আনতে কালঘাম ছুটে যায় সিএবি কর্তাদের। পরমুখাপেক্ষী হয়েই থাকতে হয় বেশিরভাগ সময়। বাংলার বাঙালি ক্রিকেটারদের জন্য দরবার করার মতোও যেন কেউ নেই। ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে কলকাতা নাইট রাইডার্স গতবার চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় নিয়ম মেনেই এবার উদ্বোধন ও ফাইনাল পায় ইডেন গার্ডেন্স। তাতে সিএবি কর্তাদের কোনও ভূমিকা ছিল না। কিন্তু আইপিএলের আগে অধিনায়কদের মিটিং কলকাতায় হচ্ছে না। সাধারণত এই মিটিং হয় উদ্বোধনী ম্যাচের আয়োজক শহরেই। কলকাতার ক্ষেত্রে তা হচ্ছে না। তা হবে মার্চের ২০ তারিখ মুম্বইতে।সমস্ত দলের অধিনায়ককে মুম্বইয়ে বিসিসিআইয়ের সদর দফতরে থাকতে বলা হয়েছে। আইপিএল গভর্নিং বডিতে রয়েছেন প্রাক্তন সিএবি সভাপতি অভিষেক ডালমিয়া। তাঁকে সিএবি 'দুধেভাতে' করেই ব্যবহার করে। বাকি কর্তাদের আইপিএলে কোনও ভূমিকাই নেই। প্রয়াত জগমোহন ডালমিয়ার সাজিয়ে দেওয়া পথেই শুধু ইডেন নিয়ে গর্ব করে যায়। তিনি থাকলে, এমন দুর্দিন ভাবাই যায় না। কিছুটা হাল ধরেছিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় যখন সিএবি সভাপতি হয়েছিলেন। ধারেভারে তিনি প্রভাব ফেলতেন ভারতীয় ক্রিকেটে। কিন্তু এরপর সিএবি কর্তারা যেন শামুকের খোলসের ভিতর ঢুকে গেছে। হতে পারে ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট, কিন্তু সিএবির এমন সুবোধ বালকের ভূমিকায় থাকার মানে কী!

অতীতে ২০২৩ সালে এই ক্যাপ্টেন্স মিটেই সরগরম হয়ে উঠেছিল গুজরাটের আহমেদাবাদ। ২০২৪ সালে একই ছবি দেখা গেছে চেন্নাইতেও। মিটিং রুদ্ধদ্বার হলেও, ফটোসেশনে হাজির হয় ফ্র্যাঞ্চাইজি দলের অধিনায়করা। সেই স্বাদ থেকে বঞ্চিতই হল কলকাতা। অতীতে স্কোর বোর্ডে ভুল, আলো নিভে যাওয়া, পিচ বিতর্ক কত কী নিয়েই তো লজ্জায় মুখ ঢেকেছিল ইডেন। আবার সঠিক প্রশাসনে গরিমা ফিরেও পেয়েছে। এবারও কী গরিমা ফিরবে? পথ কে দেখাবেন সেটাই বড় ব্যাপার।

২০২৩ সালে আহমেদাবাদে (বাঁদিকে) ও ২০২৪ সালে চেন্নাইতে (ডানদিকে) অধিনায়কদের ক্যাপ্টেন্স মিটের পর ফটোসেশন। ছবি: আইপিএল

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

আলোচনায় বসতে চিঠি জেলেনস্কির, জানালেন ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ৫ মার্চ: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, তিনি ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির কাছ থেকে একটি চিঠি পেয়েছেন। ইউক্রেনের নেতা ওই চিঠিতে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ ইস্যুতে আলোচনার টেবিলে বসার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট স্থানীয় সময় মঙ্গলবার রাতে মার্কিন কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশনে দেওয়া ভাষণে এ কথা বলেন। এ সময় তিনি ওই চিঠি থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে কথা বলেন। ট্রাম্প বলেন, 'আজ সকালে আমি ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির কাছ থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ চিঠি পেয়েছি। এতে লেখা ছিল, স্থায়ীভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া এগিয়ে নিতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আলোচনার টেবিলে আসতে প্রস্তুত ইউক্রেন। ইউক্রেনীয়দের চেয়ে বেশি শান্তি আর কেউ চায় না।'

এর আগে গত শুক্রবার উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ের ফলে হোয়াইট হাউসে ট্রাম্পের সঙ্গে জেলেনস্কির আলোচনা ভেস্তে গিয়েছিল। দ্বিতীয় মেয়াদে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হিসেবে গত ২০ জানুয়ারি ক্ষমতা গ্রহণের পর এই প্রথম কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশনে ভাষণ দিলেন ট্রাম্প। ভাষণে ট্রাম্প দাবি করেছেন, জো বাইডেন প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন ২ কোটি ১০ লাখ অভিবাসী অবৈধ ভাবে আমেরিকায় ঢুকেছেন।

আমেরিকার সীমান্ত সুরক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত বাহিনী 'ইউএস বর্ডার প্যাট্রল'-এর পরিসংখ্যান অনুসারে, বাইডেন প্রেসিডেন্ট থাকাকালে প্রায় ৭০ লাখ অভিবাসীকে অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্র-মেক্সিকো সীমান্ত অতিক্রম করার সময় গ্রেপ্তার করেছিল এ বাহিনী। যদিও এ পরিসংখ্যানগুলোয় বারবার সীমান্ত অতিক্রমকারীদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

অধিবেশনে ট্রাম্প বলেছেন, তিনি আমেরিকায় আবার বাক্‌স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনবেন এবং সরকারি সেন্সরশিপের অবসান ঘটাবেন। ট্রাম্প এর আগে নিজের প্রথম মেয়াদে ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে সবশেষ কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশনে বার্ষিক 'স্টেট অব দ্য ইউনিয়ন' ভাষণ দিয়েছিলেন। এর কয়েক সপ্তাহ পরই কোভিড-১৯ মহামারি গোটা বিশ্বকে স্থবির করে দিয়েছিল।

STATE FISHERIES DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

SFDCL invites e-tender from eligible bidder against 20 NIT's vide. No. SFDC/MD/NIT/Inland/2024-25/22(e) to 41(e) regarding supply of IMC Fingerlings and other aquaculture inputs in different projects. Bid submission start & end date for all tenders are **06.03.2025 &13.03.2025** respectively.
For details visit: wbtenders.gov.in

E-TENDER

Sealed Tender are invited by the Prodhan, Nandanpur Gram Panchayat (Under Karimpur-II Panchayat Samity), Gopalpur, Nadia. **NIT NO. 05/15TH CFC/2024-25, 06/5TH SFC/2024-25,** Last date of application **12.03.2025 & 06.03.2025, 1.30p.m.** For details please contact to the office.
Sd/- Prodhan, Nandanpur Gram Panchayat.

E-TENDER

E- tenders are invited by the Prodhan, Nandanpur Gram Panchayat (Under Karimpur-II Panchayat Samity), Gopalpur, Nadia. **NIET NO- 03/5TH FC/ 2024-25, 04/15TH CFC/2024-25,** Last date of submission **12.03.2025 up to 6.m.** visit **www.wbtenders.gov.in,** For details please contact to the office.
Sd/- Prodhan, Nandanpur Gram Panchayat.

eTender Notice

Mohanpur Gram Panchayet
Barrackpore-II Block, North 24 Parganas
MEMO NO. MGP/134/24-25
Date : 28.02.2025/2025
https:/wbtenders.gov.in/
Sd/- Prodhan, Mohanpur Gam Panchayet

Memari-II Panchayat Samity
Paharhati, Purba Bardhaman
e-Tender Notice

e-Tender is invited vide **NIT No.: 89/2024-25 & Memo No.: 301, Date: 05.03.2025,** for **02 nos. scheme** under Memari-II Panchayat Samity. Documents download/sell end date (Online) for Bid Submission up to **13.03.2025** for detail information please contact with Memari-II PS office notice board/SAE Section and go through e-Tender site **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Executive Officer, Memari-II Panchayat Samity

SARATCHANDRA GRAM PANCHAYAT
Bagnan-II Development Block
Mellock, Bagnan, Howrah
Notice Inviting e-Tender

NIT No. WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-22/2024-25, Sl. 1(4th Call) & WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-28/2024-25, Sl. 1-2(2nd Call), Date-04.03.2025. WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-23/2024-25, Sl. 1-2(4th Call), Date-05.03.2025. Bid Submission Start Date : **05.03.2025 (NIT-22, 28), 06.03.2025 (NIT-23) from 12:00 Noon.** Bid Submission End Date : **11.03.2025 up to 11:00 AM.** Technical Bid Opening Date : **13.03.2025 at 11:00 AM.** For details information visit website: **www.wbtenders.gov.in** **Sd/- Pradhan, Saratchandra Gram Panchayat**

KAMRA GRAM PANCHAYAT
E-TENDER NOTICE

Digitally signed and encrypted E-Tender is invited from the eligible Bidder for online submission for tender reference no: 1) KGP/NIT/80/2025, Date : 24/02/2025 and 2) KGP/NIT/81/2025, Date : 24.02.2025. Last date of online submission is 11.03.2025 & Open 13.03.2025 in above mention NITs. Details will be available at the website : **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- **Pradhan, Kamra Gram Panchayat B/Budge II, South 24 Parganas**

OFFICE OF THE BOARD OF COUNCILLORS OF RANAGHAT MUNICIPALITY RANAGHAT, NADIA
NOTICE INVITING TENDER

Memo. No. 3691/RM, Date - 05.03.2025, Tender Ref No : WBMAD/ULB/RM/NIQ-21e/2024-25/SL1 to SL4, Tender ID : 2025_MAD_823243_1. Name of the work: Annual Maintenance, repairing & services (as per need) of CCTV Systems in Zone-1 (19nos), Zone-2 (22nos), Zone-3 (17nos) & Zone-4 (28nos) cameras in different locations under Ranaghat Municipality. **Last Date of Submission of Bid - 17/03/2025.**
Sd/- Chairman, Ranaghat Municipality

OFFICE OF THE CHANDIGARH ROHANDA GRAM PANCHAYAT
INVITING e-TENDER

NIT No 107/NIT/CRGP/2025 dt 04.3.2025, Published Date 04.3.2025 18.50 hours. Bid submission **04/03/25 to 18/03/25 by 18:50.** Opening Technical Bid on **21/03/25 on 10:35 am.** Opening of Financial Bid on **21/03/25 5 pm (onwards).** For details information visit the web site **https://wbtenders.gov.in** and Tender Notice Board Chandigarh Rohanda Gram Pamchayat.
Sd/- **Prodhan, Chandigarh Rohanda Gram Pamchayat**

e-Tenders are invited by the **D.P.O., WBCADC, Ranaghat-II Project against NIT No.: 05/2024-25 (2nd Call), Dated: 04.03.2025** for supply, fitting and fixing of different electrical items and electrical wiring in Poultry Farm at WBCADC, Ranaghat-II Project Premises [Amounting to Rs. 1,33,593.00]. For details please contact the **office** or visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Deputy Project Officer, WBCADC, Ranaghat-II Project

Howrah Municipal Corporation
Borough-V
107/C, Kashinath Chatterjee Lane, Howrah-711102, Ph: 033-2678-0031
E-TENDER NOTICE
E-Tender No.:- TN/007/ AE/B-V/ 24-25, Date : 04.03.2025
For details of N.I.T. please refer to Notice Board of Borough–V. Visit the sites: **www.wbtenders.gov.in** (for tender submission) and also refer to **www.myhmc.in** . Bid submission starting date **06.03.2025 at 6:00 P.M.** (ON-LINE). Bid submission closing date **13.03.2025 at 6:00 P.M.** (ON-LINE).
Sd/- Assistant Engineer, Borough-V, H.M.C.

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
2nd Call 2nd Corrigendum Notice & 2nd Call 1st Corrigendum
N.I.E. ET. No. 25 & 32/WS/ AMRUT2.0A.M.C. 24-25
Bid Submission period: 11.03.25 instead of 04.03.25
Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE, Asansol Municipal Corporation

Tender Notice

Secretary of the managing Committee of Nabadwip Bakultala High School, Netaji Subhas Road, Nabadwip, Nadia invites sealed tender for supplying scientific (Physics, Chemistry and Biology) laboratory materials from the reputed and registered agencies. Willing agencies may come to the school to look at the detailed list of items to be purchased, walled up on the school notice board from **2 p.m. to 4 p.m.** on all working days and sealed bids must be submitted to the school office only by hand within **3 p.m. by 21/03/2025**. The bids will be opened on the same day (21/03/2025) at 4 p.m. Tenders received after the due date and time will not be considered.

TENDER NOTICE

Tender is invited through offline Bid System with The vide **NIT No: - 22/HPGP/2024-25** With Vide Memo No **101/1(16)/ 15TH CFC(Tied) /HPGP/2024-25 Dated: - 05/03/2025,**
* The Last date for submission of Bids **12/03/2025 upto 02.00 P.M.**
For details please visit The Office Notice Board of Hariharpara GP
Sd/-, Prodhan, Hariharpara Gram Panchayat

TENDER NOTICE

Tender is invited through offline Bid System with The vide **NIeT No: - 20/HPGP/2024-25 & 21/HPGP/2024-25** With Vide Memo No **95/1(16)/ 15th CFC (Tied) /HPGP/2024-25 And 96/1 (16)/ 15th CFC (Un-Tied) /HPGP/2024-25 Dated:- 05/03/2025,**
* The Last date for submission of Bids **12/03/2025 upto 02.00** P.M.
For details please visit The **website:htpp://wbtenders.gov.in**
Sd/-, Prodhan, Hariharpara Gram Panchayat

Office of the Councillors of the GHATAL MUNICIPALITY
Ghatal, Paschim Medinipur
ABRIDGED TENDER NOTICE

e-Tender is invited by the Chairman, Ghatal Municipality, Ghatal, Paschim Medinipur for the work :- **26 nos. of Construction Concrete road at different location within Ghatal Municipality under 15th FC Scheme as per NIT No. : WBMAD/GHATAL/NIT-7e/2024-25, Date: 05.03.2025, Tender ID: 2025_MAD_822516_1 to 26.** Details of the tender may be seen from the website **https://wbtenders.gov.in** and **www.ghatalmunicipality.com**
Sd/- Chairman, Ghatal Municipality

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
Asansol Office: Vivekananda Sarani, (Sen-Raliegh Road), Near Kalyanpur Housing Road, Asansol - 713305
E-NIT No.- ADDA/ASN/ED/N-74 of 2024-2025 Dated 04.03.2025
Executive Engineer (Civil), ADDA, Asansol invite Online percentage rate Tender (Two Bid System in two Parts) in Authority's Contract Form from reliable, resourceful and experienced Contractors; for other details visit our website: **wbtenders.gov.in**, **www.addaonline.in** or ADDA office, Asansol.
Sd/- E.E.(Civil), ADDA, Asansol

Office of the
DHABLAT GRAM PANCHAYAT
On behalf of Dhablat Gram panchayat of sagar block under south 24 parganas dist invites bids through open e-tender process for the vide **NIT No 700/ DGP, OF 15th CFC TIED** under Dhablat Gram panchayat Dated **05.03.2025**
Details are available in the website wb **tenders.gov.in**
Sd/- Prodhan, Dhablat Gram Panchayat

DHANPOTA GRAM PANCHAYAT E- TENDER
Magraghat II Block, south 24 Parganas district
ABRIDGED NIT
On behalf of Dhanpota Gram Panchayat of Magraghat II Block under south 24 parganas dist. invites bids for 4nos Pcc road and 2 nos new tubewell 5 nos Bricks drain vide **NIT No.85, dated 06/03/2025** within the GP area. The Estimated Cost excluding GST & L. Cess are **Rs.166802/-224197/-116647/-164144/-197597/-,197897/-192582/-112422/-184583/-139060/-115040/-** respectively. The period of bid submission is **10 AM of 6 th Feb to 2PM of 13 st Feb 2025.** Tender opening 17/03/2025
Sd/- Pradhan, Dhanpota Gram Panchayat

কুমড়াপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত
কুমড়াপাড়া, মথুরাপুর-২, পঞ্চায়েত সমিতি
e-Mail- kumraparagp@gmail.com
কুমড়াপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষে প্রধান এলাকার বিভিন্ন কাজের জন্য (15th FC) E-Tender করছে।
E-NIT-16/2024-25, E-NIT-17/2024-25,
বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে যোগাযোগ করুন।
স্বা/- প্রধান
কুমড়াপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender

1) Name of the work : Construction of RCC Drain in Bidhan Commercial Complex Old Court More within Ward No.-14 under DMC
e-Tender No. : WBDMC/DRGSW/NIT-114/24-25
Tender ID : 2025_MAD_823471_1 ● Est. Amt. : Rs. 19,64,748.00
2) Name of the work : Renovation of masonary drain with RCC from both side of Kada Road More to Riverside within Ward No.-13 under DMC
e-Tender No. : WBDMC/DRGSW/NIT-115/24-25
Tender ID : 2025_MAD_823719_1 ● Est. Amt. : Rs. 88,48,288.00
Last Date : **21.03.2025 upto 5.00 p.m.**
For details : **wbtenders.gov.in**
Sd/- Executive Engineer, DMC

WEST BENGAL STATE ELECTION COMMISSION
18, SAROJINI NAIDU SARANI
KOLKATA-700 017
NOTICE INVITING E-TENDER

Tenders are invited for Interior Furnishing and Furniture Work (2nd Call) and providing Security Guards (Un-armed), Group-D (Semi Skilled) and Group - D (Unskilled) at the Office of WBSEC
Details are available at **https://wbtenders.gov.in.**
Tender ID: 2025_WBSEC_823234_1 & 2025_WBSEC_823541_1
Last date and time of submission of both the BID **19.03.2025 up to 2PM.**
Secretary
West Bengal State Election Commission

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ www.hmcgov.in
WB-HMC/NIT/ED/25/EE-II/24-25 তারিখ : ২৮.০২.২০২৫
ই-টেন্ডার নোটিশ
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (রোডস),-এইচএমসি-হাওড়া পৌর নিগমের এলাকাধীন **সিমেন্ট কংক্রিট দ্বারা বিভিন্ন রোডের উন্নয়ন কাজের জন্য** একই ধরনের কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞ প্রখ্যাত, প্রতিষ্ঠিত সঙ্গতিপন্ন ঠিকাদারদের কাছ থেকে নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত তথ্যাদি পাওয়া যাবে ই-টেন্ডার নোটিশ এবং ইই-২ বিভাগীয় ওয়েবসাইট **https://wbtenders.gov.in** (টেন্ডার আইডি : **2025_MAD_821430_1**) থেকে। **টেন্ডার দাখিলের (অনলাইন) শেষ তারিখ : ২১.০৩.২০২৫ বিকেল ৫ টা পর্যন্ত।** এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ ব্যতীতই যেকোনও আবেদন গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখেন।
১৮৭(৩)/২৪-২৫ সেক্রেটারি
৪.৩.২৫ হাওড়া পৌর নিগম

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি
ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি নং:সিওএমএমএল.-১/পার্কিং/০৩/২৫ তারিখ: ০৪.০৩.২০২৫।
ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, আদ্রা, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে ই-নিলামের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন:● **ক্যাটাগরি :** পার্কিং; **নিলাম ক্যাটালগ নং. :** পার্ক৭৩; **লট নং./ক্যাটাগরি :** পার্কিং-আদ্রা-পিবিএ-টিডব্লিউ-৫৩-২৪-১ (পার্কিং-টু হুইলার); **নিলাম শুরু (সকল লট) :** ১৭.০৩.২৫ তারিখে ১২.০০ টা; **নিলাম বন্ধের তারিখ/সময় :** ১৭.০৩.২৫ তারিখে ১২.৩০ টা। **দ্রষ্টব্য: সম্ভাব্য দরদাতাদের আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে (www.ireps.gov.in) ই-নিলাম লিজিং মডিউলটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। অনুসন্ধান/স্পষ্টীকরণের জন্য, যদি থাকে, অনুগ্রহ করে নিম্নস্বাক্ষরকারীর অফিসে যোগাযোগ করুন।**
(PR-1205) সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, আদ্রা
দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে রেল পরিষেবা

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
e-Tender No. : UKM/PWD/043(e)/2024-25,dt-04-03.2025
1. Renovation of Roof shed at SWM plant (waste storage, segregation and processing yard) at Makhla, Ward No.20 under Uttarpara-Kotrung Municipality. Bid Submission Closing Date– **03/04/2025.**
e-Tender No. : UKM/PWD/044(e)/2024-25 dt-04-03.2025
1. Repairing & Renovation works(Civil) at Raja JodhkumarMukhopadhay Memorial Water treatment plant (Old W.T.P. Building) Babughat,Uttarpara,under Uttarpara-Kotrung Municipality. Bid Submission Closing Date– **21/03/2025.**
e-Tender No. : UKM/PWD/045(e)/2024-25, dt-04.03.2025
1. Supplying and laying of D.I. (K7) pipe with specials of 100mm dia including supply and installation of valves with construction of valve chambers in ward no-5 & 6 under Uttarpara-Kotrung Municipality. Bid Submission Closing Date– **22/03/2025.** For Details: **wbtenders.gov.in**
Sd/- **Chairman, Uttarpara-Kotrung Municipality**

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
NIeT- 324 to 332/2024-2025 Dated- 05-03-2025
e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civi & Electricall works at Hooghly, Malda, North 24 Parganas, Paschim Medinipur, Murshidabad and Nadia District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **06-03-2025 after 9.00 am.** Bid submission end date- **13-03-2025 and 21-03-2025 upto 3.00 pm**
Date: 05.03.2025 **Sd/- Executive Engineer**

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন প্রতিদিন

বৃহস্পতিবার • ৬ মার্চ ২০২৫ • পেজ ৮

AI দিয়েই প্রজেক্ট থেকে প্রেজেন্টেশন সারছেন, অজান্তেই ফাঁদে পা দিচ্ছেন

প্যারিসে দাঁড়িয়ে বিশ্বকে এক বিপদের কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স জিনিসটা কী তা মোটামুটি সবাই জানেন। এর লাভ হল, বিভিন্ন কাজ অনেক সহজে হয়ে যাচ্ছে। আর ক্ষতির দিকটা হল, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আগামিদিনে হাত থেকে কাজ কেড়ে নিতে পারে। নষ্ট করে দিতে পারে মানুষের ক্রিয়েটিভিটি। সহজ কথায় বলতে গেলে, আজ এআই কাজ সহজ করে দিচ্ছে। কাল, সব কাজটা ও একাই করে দেবে। ফলে আমাকে আর কাজের জন্য দরকার পড়বে না। আর যদি দেখা যায়, এআই দিব্যি কবিতা লিখে দিচ্ছে, তাহলে আগামিদিনে কবিকে আর কে কদর করবে। তবে, এর চেয়েও একটা বড় বিপদ রয়েছে। যেটা তুলনায় কম আলোচিত। প্যারিসে এআই অ্যাকশন সামিটে প্রধানমন্ত্রী সেটাই বলেছেন।

প্রধানমন্ত্রীর কথায়, আমাদের এমন ওপেন সোর্স সিস্টেম তৈরি করতে হবে, যা বিশ্বাস ও স্বচ্ছতাকে বাড়াবে। আমাদের কোয়ালিটি ডেটা সেন্টার তৈরি করতে হবে। SWe must develop open source systems that enhance trust and transparency. We must build quality data centres free from biases)।

সহজ কথায় বলতে গেলে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে হতে হবে স্বচ্ছ, বিশ্বাসযোগ্য এবং পক্ষপাত-মুক্ত। যাঁরা বিষয়টা সম্পর্কে খুব বেশি ওয়াকিবহাল নন, তাঁদের জন্য প্রথমে বলি, গুগল সার্চ আর এআই সার্চের মধ্যে তফাত কোথায়। গুগল বা অন্য কোনও সার্চ ইঞ্জিনে আপনি যখনই কিছু টাইপ করে সার্চ করেন তখন এই সংক্রান্ত একাধিক লেখা আপনাকে পরপর সাজিয়ে দেয়। আপনি পরপর ক্লিক করে পড়ে নিতে পারেন।

আমরা স্বাভাবিকভাবেই ওপরের দিকে আসা কয়েকটা লেখা পড়ি। বাকিগুলো খুলে দেখি না। ওই ওপরে থাকা লেখাগুলোর ভিত্তিতেই আমাদের জানা, আমাদের মতামত তৈরি হয়। কোন ওয়েবসাইটের লেখা প্রথম দিকে আসবে আর কোনগুলো শেষের দিকে আসবে সেসবই ঠিক করে গুগলের নিজস্ব অ্যালগারিদম। যার রহস্য কেউ জানে না। আমরা শুধু দেখতে পাই গুগল কী দিচ্ছে। কেন দিচ্ছে জানি না। সবাই চায় তার ওয়েবসাইটে লেখা গুগল সার্চে ওপরের দিকে আসুক। যাতে ভিউ বেশি হয়। এজন্য এক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় যাকে বলে Search engine optimization।

তবে আমরা শুধু চেষ্টাই করতে পারি। সিদ্ধান্ত গুগলের অ্যালগারিদমই নেয়। এইবার আসা যাক, এআই সার্চের কথায়। ধরা যাক, জেমিনি বা কো-পাইলটের মতো অ্যাপ্লিকেশন। আপনি ব্রাউজারে খুলবেন। তারপর টাইপ করে কিছু জানতে চাইবেন। ওরা আপনাকে একটা লেখা তৈরি করে দিয়ে দেবে। বড় লেখা চাইলে বড় দেবে। সিনপসিস চাইলে ছোটো লেখাই দেবে। কোথা থেকে তথ্য নিয়ে জেমিনি বা কো-পাইলট লেখাটা তৈরি করল, তা আপনি সবসময় জানতে পারবেন না। মানে, আপনি যদি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন বলে সার্চ দেন। তাহলে, গুগল আপনাকে পঞ্চাশটা আর্টিকল দেবে। সেখান থেকে সব পড়ে আপনাকে বের করতে হবে। আর, এআই আপনাকে একটা প্যারাগ্রাফ তৈরি করে দেবে। যেটা আপনি অনেক সহজেই বুঝে যাবেন। চিন্তাটা এখানেই।গুগলের অ্যালগারিদম আপনি দেখতে পান। বুঝতে পারেন না। এআই-এর অ্যালগারিদমও আপনি দেখতে পাবেন না। বুঝতেও পারবেন না। ফলে, এখানেই একটা অসত্য কথা, ভুয়ো তথ্য, পক্ষপাতিত্বে ভরা তথ্য সামনে চলে আসার আশঙ্কা থাকছে। সেক্ষেত্রে আমরা ভুল জানব। ভুল বুঝব। যার প্রভাব হবে সুদূরপ্রসারী এবং খুব খারাপ। কেউ পলিটিক্যাল ন্যারেটিভ তৈরিতে এআই-কে ব্যবহার করতে পারে। কেউ বিজনেসে আন-ডিউ অ্যাডভান্টেজ নিতে একই জিনিস করতে পারে। সেক্ষেত্রে আমার-আপনার মতো অসংখ্য মানুষ নিজেদের অজান্তেই প্রতারিত হবেন। প্রধানমন্ত্রী এজন্যই এআই-এর অ্যালগারিদমকে free from biases করার ওপর জোর দিয়েছেন।

মাত্র ছয় ঘণ্টায় ৩৫ হাজার কোটি লোকসান হল মুকেশ আম্বানির

রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান মুকেশ আম্বানি ভারতীয় শেয়ার বাজারে আরও একবার বড় ধাক্কা খেয়েছেন। সোমবার ০৩ মার্চ ২০২৫ তারিখটি ছিল আম্বানির জন্য খারাপ দিন।

এদিন সংস্থার শেয়ারের দাম ২.১৭ শতাংশ কমে গিয়েছে। রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের (আরআইএল) বাজার মূলধন ছয় ঘন্টারও বেশি সময়ে ৩৫,৩১৯.৪৯ কোটি টাকা কমে গিয়েছে। বাজার বন্ধের সময় বাজারে রিলায়েন্সের মূলধন দাঁড়িয়েছে ১৫.৮৯ লক্ষ কোটি টাকায়। গত সপ্তাহের শুরুতে টানা তিন দিন লোকসানের পরে, আরআইএল এই টানা দুই দিন লোকসানের মুখোমুখি হয়েছে।

গত বৃহস্পতিবার ২৭শে ফেব্রুয়ারি রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের শেয়ারের দাম ২৬.১০ টাকা বা ২.১৭ শতাংশ কমে ১,১৭৪ টাকায় বন্ধ হয়। তাছাড়া, ৩ মার্চ, সোমবার রিলায়েন্স গ্রুপের সকল কোম্পানির শেয়ারের দাম উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে, যার ফলে তাদের বাজার মূলধন ৪০,০০০ কোটি টাকারও বেশি কমেছে। আরআইএল-সহ অন্যান্য সংস্থাগুলির মোট বাজার মূলধন ৪০,৫১১.৯১ কোটি টাকা কমে ১৭.৪৬ লক্ষ কোটি টাকায় নেমে এসেছে। খারাপ বাজারের কারণে গ্রুপের সমস্ত শেয়ার লোকসানের সম্মুখীন হয়েছে।

ইলন মাস্কের পথেই ওলা কর্ণধার
কর্মীদের সাপ্তাহিক রিপোর্ট কার্ড জমা দেওয়ার নির্দেশ দিলেন

ইলন মাস্কের জুতোয় পা গলালেন ওলার প্রতিষ্ঠাতা এবং সিইও ভাবিশ আগরওয়াল। মাস্কের মতই নিজের সংস্থার কর্মচারীদের সাপ্তাহিক রিপোর্ট কার্ড জমা দেওয়ার নির্দেশ দিলেন ভাবিশ। তিনি পরিষ্কার জানিয়েছেন, 'কেয়া চল রাহা হ্যায়?' নামে নতুন এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যার মাধ্যমে ওলা কর্মীরাঠিক কী কী কাজ করেছেন তা প্রতি রবিবার ৩-৫টি বুলেট পয়েন্ট-সহ ইমেলে পাঠাবেন। সম্প্রতি ইলন মাস্কও একই কাজের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

ওলা-র তরফে আরও জানান হয়েছে যে, আজ অর্থাৎ মঙ্গলবার থেকেই আমরা কেয়া চল রাহা হ্যায় শুরু করেছি। সব কর্মীরা পরিচালকদের সঙ্গে সরাসরি সাপ্তাহিক আপডেটগুলি শেয়ার করবেন। পাশাপাশি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে Kyachalrahahai@olagroup.in আইডিতেই প্রতি রবিবার রিপোর্ট ইমেল করে পাঠাতে হবে।

সোমবারই এক ধাক্কায় ১,০০০-এরও বেশি স্থায়ী ও চুক্তিভিত্তিক কর্মী ছাঁটাই করেছে ব্যাটারি চালিত গাড়ি নির্মাণকারী সংস্থা ওলা। সংস্থার তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে ক্রমবর্ধমান আর্থিক সঙ্কটের কারণেই এমন পদক্ষেপ। তার চব্বিশ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই কর্মীদের উপর আরও চাপ বাড়ালেন ওলার প্রতিষ্ঠাতা এবং সিইও।

মাত্র একবার বিনিয়োগ করেই মাসে পাবেন ৮৭ হাজার টাকা

অবসর নিয়ে সকলেই চিন্তাভাবনা করতে চান। কেউ বহু আগে থেকে এবিষয়ে কাজ করতে শুরু করে দেন, আবার কেউ দেরি করে অবসর নিয়ে বিনিয়োগ করা শুর করে থাকেন। তবে সকলকেই নিজের অবসর নিয়ে চিন্তা করতে হয়।

অবসর নিয়ে যদি ভাবতে চান তাহলে এসডাব্লুপি আপনার কাছে একটি সেরা সুযোগ হতে পারে। এখানে একবার মাত্র যদি বিনিয়োগ করতে পারেন তাহলে সেখান থেকে মাসে পেতে পারেন মোটা টাকা। তবে এটি একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা। এখানে বিনিয়োগ করার পর আপনাকে ধৈর্য্য ধরে থাকতে হবে। তাহলেই সেখান থেকে ভাল রিটার্ন আসবে।

এখানে যদি ৫ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করেন তাহলে আপনাকে ৩০ বছর ধরে অপেক্ষা করতে হবে। তাহলে নিজের অবসরকালে আপনি পেতে পারেন মাসে ৮৭ হাজার টাকা। তবে এখানে ২৫ বছরের জন্যেও বিনিয়োগ করতে পারেন। সেখানেও আপনার কাছে ভাল রিটার্ন পাওয়ার সুযোগ থাকছে।

যদি আপনার বয়স ২৫ বছর হয়ে থাকে তাহলে আপনি এখানে ৫ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করতে পারেন। তাহলে আগামী ৩০ বছর পর আপনি লাভবান হতে পারবেন। এখানে আপনার সুদের হার থাকবে ১২ শতাংশ করে। ৩০ বছর পর আপনার হাতে মোট টাকা হবে ১ কোটি ৪৪ লক্ষ ৭৯ হাজার ৯৬১ টাকা। তবে সুদ মিলিয়ে আপনি হাতে পাবেন ১ কোটি ৪৯ লক্ষ ৭৯ হাজার ৯৬১ টাকা। এই টাকা আপনি ৫৫ বছরেই পেয়ে যাবেন।

এটি মিউচুয়াল ফান্ডের একটি অংশ। এটি অনেকেই জানেন না। তবে যদি এখানে একবার বিনিয়োগ করতে পারেন তাহলে আপনাকে আর চিন্তা করতে হবে না। অতি দ্রুত আপনার টাকা যে হারে বাড়বে সেখান থেকে আপনি নিজের অবসরকে আরামে কাটাতে পারবেন।

তবে একটা কথা মনে রাখবেন। যদি মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করতে চান তাহলে ভাল করে দেখে নেবেন।

ভারতে আশার আলো, হুড়মুড়িয়ে পড়ল চিন, জাপান ও জার্মানির বাজার!

আজ ১৩০ পয়েন্ট বেড়েছে ব্যাঙ্ক নিফটি। ৫৪৬ পয়েন্ট বেড়েছে এস অ্যান্ড পি বিএসই স্মলক্যাপ সূচক। বেড়েছে ফিননিফটি, বিএসই ব্যাঙ্কেক্স, নিফটি টোটাল মার্কেট সূচকও। ৩২০ পয়েন্ট বেড়েছে নিফটি নেক্সট ৫০ সূচকও। ভারতের বাজারের কিছুটা উত্থান্নের দিনে পড়েছে বিদেশের বিভিন্ন সূচক। জাপানের সূচক নিক্কেই থেকে চিনা সূচক হ্যাংসেং বা জার্মানির ড্যাক্স আজ পড়েছে বেশিরভাগ সূচকই। শেয়ারে বিনিয়োগ করতে চাইলে সেই শেয়ারের বিষয়ে যথাযথ তথ্যানুসন্ধান ও অ্যানালিসিস করুন। এই ভিডিয়ো শুধুমাত্র শিক্ষাগত উদ্দেশ্যে। বিশেষ দ্রষ্টব্য যে কোনও বিনিয়োগে বাজারগত ঝুঁকি রয়েছে। ফলে, আগে বিনিয়োগ সংক্রান্ত সমস্ত নথি সাবধানে পড়ে নেবেন। তারপর বিনিয়োগ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন।

এসি ব্লাস্ট এড়াতে এভাবে নিন যত্ন

মেকানিক্যাল ফেলিওর বা ইলেক্ট্রিক্যাল ফেলিওরের কারণেও এসি ব্লাস্ট হয়। এর জন্য এসি সম্পর্কিত কিছু কাজ করতে হবে। এয়ার কন্ডিশনারের এয়ার ফিল্টার নিয়মিত পরিবর্তন করুন। পাশাপাশি এসি-র আউটডোর ইউনিটও নির্দিষ্ট দিন অন্তর পরিষ্কার করা উচিত। যাতে ময়লা না জমতে পারে।আশপাশে কিছু রাখবেন না। এসি-র এয়ারফ্লো যাতে বাধাহীন ভাবে হতে পারে, সেদিকে নজর রাখা উচিত।

এবার মহাকাশে ভারতের অন্তরীক্ষ স্টেশন, ২০৪০-র লক্ষ্য স্থির

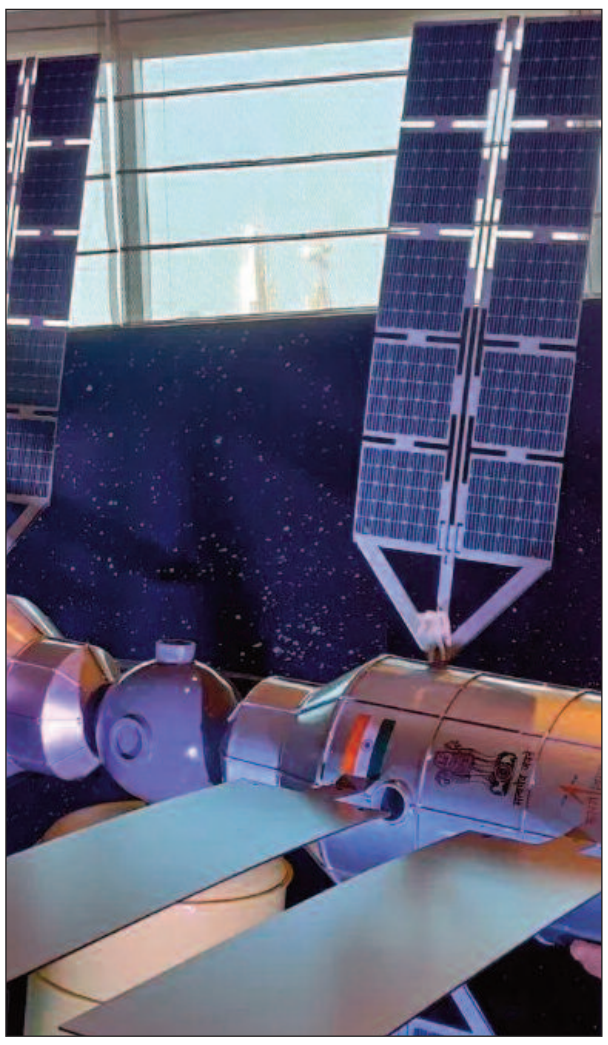

মহাকাশ অভিযানে একের পর এক নজির তৈরি করছে ভারত। ১৯৮৪ সালে প্রথম ভারতীয় নাগরিক হিসাবে রাকেশ শর্মা মহাকাশে গিয়েছিলেন। তার ঠিক চার দশক পরে সামনের বছর আবার মহাকাশে যাচ্ছেন ভারতীয় বায়ুসেনার গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্লা। তিনি গগনযানের ৪ অভিযাত্রীর মধ্যে একজন। তবে, গগনযান রওনা হওয়ার আগেই একবার মহাকাশ থেকে ঘুরে আসা হয়ে যাবে তাঁর। অ্যাক্সিওম স্পেস নামে টেক্সাসের একটা বেসরকারি সংস্থা বিশ্বের প্রথম প্রাইভেট স্পেস স্টেশন তৈরির পরিকল্পনা নিয়েছে। এর জন্য, সামনের বছর তারা ইলন মাস্কের স্পেস এক্সের রকেটে চড়িয়ে কয়েকজন অভিযাত্রীকে ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনে নিয়ে যাবে। নিজেদের স্পেস স্টেশন লঞ্চ করার আগে পরীক্ষা-নিরীক্ষা বলা যেতে পারে। অ্যাক্সিওম এর জন্য বেশ কিছুদিন ধরেই ইসরোর সঙ্গে কাজ করছে। এইবারে তারা ভারতের একজনকেও তাদের অভিযাত্রী দলে মনোনীত করল। ইসরোর এক্সলেন্সের জন্যই গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্লা এই সুযোগ পেলেন। তাঁর অভিজ্ঞতা আবার মিশন গগনযানেও ইসরোকে সাহায্য করবে।

এদিকে, নিজস্ব স্পেস স্টেশনের দিকেও ভারত এককদম এগোল। কেন্দ্রীয় সরকার অফিসিয়ালি এই প্রজেক্টে সিলমোহর দিয়েছে। ইসরোর স্পেস অ্যাপ্লিকেশন সেন্টারের ডিরেক্টর নীলেশ দেশাই সংবাদমাধ্যমকে একথা জানিয়েছেন। ভারতের নিজস্ব স্পেস স্টেশনের নাম ঠিক হয়েছে, ভারতীয় অন্তরীক্ষ স্টেশন(বিএএস)। এই স্টেশনে থাকবে পাঁচটা মডিউল। সেগুলোকে মহাকাশেই জোড়া দেওয়া হবে। ২০২৮ সালে প্রথম মডিউল রওনা হবে। ২০৩৫ সালের মধ্যে ভারতের স্পেস স্টেশন রেডি হয়ে যাবে। তারপর ২০৪০ সালে ওই মহাকাশ স্টেশন ছুঁয়েই প্রথম কোনও ভারতীয় চাঁদের মাটিতে পা রাখবেন।

আবার ভারতের রিটার্ন মুন মিশন চন্দ্রযান ফোর নিয়েও নানা তথ্য সামনে আসছে। চন্দ্রযান ফোরে যে রোভার থাকবে, তার ওজন হবে সাড়ে তিনশো কেজি। চন্দ্রযান থ্রিয়ের রোভারের ওজনের চেয়ে ১২গুণ বেশি। এই মিশনে জাপান ভারতের সঙ্গে থাকবে। চন্দ্রযান থ্রিয়ের তুলনায় চন্দ্রযান ফোর চাঁদের দক্ষিণ মেরুবিন্দুর আরও কাছাকাছি নামবে। সেসবের খুঁটিনাটি, রকেটের পে-লোড বাড়ানো, চাঁদ থেকে স্যাম্পল নিয়ে ফেরার ব্যবস্থা। কাজ অনেক। ইসরো এখন এসব নিয়ে ব্যস্ত। একইসঙ্গে ইসরো কর্তা নীলেশ দেশাই জানিয়েছেন, ভারতের প্রথম ভেনাস মিশন, শুক্রযান , ১-এও সরকার গ্রিন সিগন্যাল দিয়ে দিয়েছে। ২০২৮-এ শুক্রযানের রওনা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। শুক্রের আবহাওয়া একসময়ে একদম পৃথিবীর মতো ছিল। হঠাৎ করে কেন তা বদলে গেল? যদি না বদলাত তাহলে কি পৃথিবীর মত শুক্রতেও প্রাণের সঞ্চার হতে পারত? এসবের খোঁজ নিতেই ভারতের শুক্র অভিযান।